# সংসার-রহস্য ।

# সংসার-রহস্য।

শ্রীবিহারীলাল মিত্র
প্রণীত।

---

কলিকাতা।

---

শকাব্দা ১৮২১।

চন্দ্ররশ্মি যত হয় স্পষ্ট প্রকাশিত।
শুন রব উচ্চৈঃ হয় ততই নাদিত॥

বি, মিত্র।

# সংসার-রহস্য।

সারাসার যত সার কিছুনা অসার, জ্ঞানসার প্রেমসার হয় অতিসার।
স্মৃতান্বিত ক্রিয়াভার বহন যাহার, যথার্থ মিলে তাহার প্রত্যক্ষসংসার।
কিছার জীবন লোভিতে কীর্ত্তি অপার,
ক্ষিতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যখন লোকোপচার ॥

## প্রথম অধ্যায়।

## সূর্য্য ও অগ্নি।

“যদি হই ভব সিন্ধু পার, তবুনা ছাড়ি লোকোপচার” আহা! মরি মরি কি সুন্দর মাধুরী, যাহার মধুরতাতে মর্ত্ত্য জনের লোপ হয় চাতুরী, আহা! মরি মরি কি সুন্দর মাধুরী। সভ্য জগতের আদ্যবধি আজ পর্য্যন্ত একভাব, যাহার ভাব কভু হয়না অভাব।

কালে কালে সমস্তই রূপান্তর হইতে পারে, কিন্তু লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি এ:টা কোন কালে অভাব লক্ষিত হয়না। দুইটী, চারিটী, কুড়িটী লোক যথায় আছে, তথায়ই লোকোপচার বর্ত্তমান আছে। এজটেক্, ল্যাপ্ ও ঐনসের ভিতর যে রূপে

অবস্থিতি করিতেছে, ম্যাগি, র‍্যাবি ও ব্রাহ্মণের ভিতর সেই ভাবে আছে, বিন্দু, বিসর্গ অন্য ভাব কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

অসভ্য জগতের প্রারম্ভে সকলেই সূর্য্যোপাসক ছিলেন, কারণ অসভ্যেরা যাহাকে বড় দেখিতেন, এবং যে বিষয়ের দ্বারা উপকৃত হইতেন, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতেন। সূর্য্যের অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জগতে চাক্ষুষ উপকারক আর দ্বিতীয় নাই, যাহা অসভ্যেরা স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা ঠিক করিয়া ছিলেন। স্বাভাবিক জ্ঞানের সদৃশ প্রকৃত জ্ঞান ও কুত্রাপি দেখা যায় না। যদিও নানা মুনির নানা মত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু মতের ভিতর প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম-রূপে দর্শন করিলে, ঘুরে ফিরে তাই, তাই ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। এক সূর্য্য রূপক রূপে কত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

অন্ধকারকে নাশ করিতে সূর্য্য ব্যতীত অন্য বিষয় আর প্রত্যক্ষ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অসভ্য জগৎকে ধর্ম্মে একত্রিত করিতে সূর্য্য ব্যতীত আর কেহই পারে না, কারণ সূর্য্যই প্রথম অন্ধকার নাশ করে, সূর্য্যই প্রথম এক শিক্ষা দেয়। অসভ্যেরা চারিধারে যত বিষয় দেখেন, সমস্তই বহু, কিন্তু সূর্য্যের আর দ্বিতীয় দেখিতে পাননা, ইহার কারণ সমস্ত অসভ্যেরা সূর্য্যকে উপাসনা করিতেন, এবং সকলে একত্রিত হওয়াতে, সময়ে একটি ধর্ম্ম হইল।

ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিলে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম অর্থাৎ জাতি ব্যবহার। সূর্য্য জাতি ব্যবহার শিক্ষা দিতে পারেনা, কারণ সূর্য্য বাক্ শক্তি রহিত, যদিও শব্দ-ব্রহ্ম ও লোগস্ অতি প্রাচীন বাক্য তথাপি যুক্তির

দ্বারা দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত জগৎ যখন প্রথম সূর্য্যোপাসনা করিতেন, তখন দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই, ইহা যে বহুপরের বাক্য তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। বাক্য চির কাল আছে, অর্থাৎ যতদিন জগতে মানব আছে তত দিন বাক্য আছে, কিন্তু বাক্য-লোগস্-ব্রহ্ম এইটি দার্শনিকের দ্বারা বহুপরে জগতে প্রচার হয় এবং তৎপরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত জগৎ সূর্য্যের কৃপায় অবস্থিতি করিতেছে, এবং যত দিন সূর্য্য থাকিবেক তত দিন জগৎ রহিবেক, ইহা বলিয়া ইদানীং সমস্ত জগৎ সূর্য্যোপাসক নন, যদিও সমস্ত মানব সূর্য্যের তাপে তাপিত হইয়া দেহ রক্ষা করিতেছেন।

দেহী মাত্রেই মন আছে, মনেতে উ প্রত্যয় করিলে মনু হয়। মনুতে অন্ প্রত্যয় করিলে মানব হয়, ইহার কারণ সমস্ত মানবকে মনু সন্তান কহে। মানব বলিয়া সকলেই বিহারী মিত্র নহে, কিন্তু প্রকৃত সকলে বিহারী মিত্র, কারণ মিত্র রূপে বিহার করে যে অর্থাৎ সূর্য্য, সূর্য্য মিত্র রূপে জগতে বিহার করিতেছে, যদি শত্রু হইত তাহা হইলে জগতের অস্তিত্ব থাকিত না।

বিষয় চিরকালই বিষয় আছে, বিষয়ের ধ্বংশ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, তবে কেন সকলে বিষয়ী নন। সূক্ষ্মে সকলেই সমান হন কিন্তু স্থূলে নন, যদিও অন্তরে অন্তর্হিত থাকে। একটী ক্ষুদ্রবীজে যে একটী মহা বৃক্ষ আছে তাহার কোনও ভুল নাই, কিন্তু মহা বৃক্ষ ও বীজ এক, এইটি ব্যবহারে বলা যেন কেমন কেমন বলে না? যদিও প্রকৃত পক্ষে ঠিক্, তত্রাচ ব্যবহার পক্ষে অসম্ভাবনীয়।

পুরাকালে মিত্র পুরে কোন এক রাজ চক্রবর্ত্তী বাস করিতেন। তিনি পারিষদ বর্গে পরিবৃত হইয়া পরস্পর মতানুসারে রাজকার্য্য নিষ্পন্ন, বীরদর্পে রাজ্য শাসন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতেন। কিঞ্চিৎ দিনের মধ্যে তাঁহার শাসন গুণে সমস্ত রাজ্য সর্ব্ব প্রকারে প্রায় পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাস্তবিক তদীয় অধিকার কালে প্রজাবর্গের যেরূপ সুখ সচ্ছন্দ ভোগ ঘটিয়াছিল, রাজমণ্ডলে কুত্রাপি আর সেরূপ লক্ষিত হয় না।

একদা তিনি স্মেরাননে মন্ত্রীকে বলিলেন, মন্ত্রিন্! ইদানীং কেন কোন প্রকার আবেদন উপস্থিত হয়না, যদিও এইটি রাজ্যের মহা-সুভলক্ষণ তত্রাপি যদি তুমি ইহার কিছু জ্ঞাত থাক যথাযথ বল?

মন্ত্রী বলিল। রাজন্! আপনার সৎগুণের আবির্ভাবে রাজ্য হইতে প্রায় অসৎ ব্যবহার লোপ হইয়াছে। যদিও কিঞ্চিৎ থাকিতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি কোন প্রকার আবেদন না হওয়ায় প্রতীত হই-তেছে যে, রাজ্যের সর্ব্বস্থানে আপাততঃ কুশল বিরাজ করিতেছে।

ইত্যবসরে একজন দ্বারী আসিয়া রাজাকে বলিল। রাজন্! রাজ্যের সমস্ত কুশল। একটি তেজপুঞ্জ পুরুষ আপনার দর্শনে-চ্ছায় দ্বারে দণ্ডায়মান, আপনার অনুগ্রহ হইলেই তিনি আপনার নিকট উপস্থিত হন।

রাজা। আমার নিকট পাদ্যার্ঘ দিয়া শীঘ্রই লইয়া আইস।

দ্বারী তটস্থ হইয়া দ্বারাভিমুখে চলিল।

মন্ত্রী। রাজন্! আপনি যাহার জন্য চিন্তান্বিত হইয়া ছিলেন, বোধ হয় কোন আবেদন উপস্থিত হইয়াছে।

এমন সময়ে দর্শনেচ্ছুক তেজপুঞ্জ বিশিষ্ট মহাপুরুষ " রাজার জয় হউক " বলিয়া রাজ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

রাজা মহাসম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া, মহাপুরুষকে যথাযোগ্য আসনে বসিতে আদেশ করিলেন। মহাপুরুষ যথা-যোগ্য আসনে বসিয়া রাজাকে বলিলেন ;—

রাজন্! আপনার রাজ্যের সমস্ত কুশল দেখিলাম, কারণ আমি প্রায় এক প্রান্তর হইতে অপর প্রান্তর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছি। আর আপনার প্রজাবর্গের সকলকার সুখ সচ্ছন্দ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। সকলকার বেশ, ভূষা, শ্রী, আচার, ব্যবহার ও বিচার দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দোচ্ছাস অনুভাব করিতেছি। কিন্তু রাজন্! আপনার ও প্রজাবর্গের একটি নূতন ভাব দেখিয়া, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

রাজা সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ! যদি কোনও দোষ হইয়া থাকে মার্জ্জনা করিবেন, এবং যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে অনুগ্রহ করিয়া "কি নূতন দেখিয়াছেন" বলিতে আজ্ঞা হয়?

ব্রাহ্মণ। রাজন্! জগতে সর্ব্বত্র সূর্য্যোপাসক দেখি, আপ-নার কিহেতু নূতন বিধি দেখি, বিশেষতঃ সমস্ত প্রজাবর্গের ও দেখি কেন?

রাজা। আপনি সূর্য্যোপাসক কাহাকে বলেন?

ব্রাহ্মণ। যাহারা সূর্য্যকে উপাসনা করেন।

রাজা। জগতে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সূর্য্যকে উপা-সনা না করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের তাপে তাপিত না হন?

ব্রাহ্মণ। না।

রাজা। তবে কেন আপনি বলিলেন, "একটি নূতন বিধি দেখিয়াছি।"

ব্রাহ্মণ। আপনি সূর্য্যকে উপাসনা করেন না, ইহার কারণ আমি একটি নূতন বিধি দেখিয়াছি বলিলাম।

রাজা। আপনি ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, জগতে এমন কোনও ব্যক্তি নাই, যিনি সূর্য্যকে উপাসনা না করেন, তবে কেন পুনরায় আমাকে বলিলেন, আপনি সূর্য্যকে উপাসনা করেন না?

ব্রাহ্মণ। আপনার কার্য্যতে অন্য বিধি দেখি, ইহার কারণ পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে আপনি সূর্য্যোপাসক নন।

রাজা। কার্য্যতে অন্য বিধিই ভাল, কারণ যাহা সাধারণ তাহা কার্য্যতে আসিতে পারে না। ব্যক্তিগত ব্যক্তিতে আসিতে পারে, সূর্য্য ব্যক্তি গত নয় ইহার কারণ কার্য্যতে আসিতে পারে না। বোধ হয় আপনি সূর্য্যের নিকট যাইতে পারেন না, সূর্য্যের রূপ কি তাহাও আপনি ঠিক বলিতে পারেন না, খালি জ্যোতির্ম্ময় ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারেন না। সূর্য্যের ধর্ম্ম তেজোময়, ব্যক্তির ধর্ম্ম ব্যবহার ময়। আপনাতে ও আমাতে যাহা কথোপকথন হই-তেছে ইহাও ব্যবহার, কিন্তু আপনি এই ব্যবহারটি সূর্য্যের সহিত করিতে পারেন না, কারণ দুই জনের ধর্ম্ম আলাহিদা হয়। আপনি এই ব্যবহারটি সূর্য্যের সহিত যদি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বিদগ্ধ হইয়া আপনাকে ইহ লীলা সংবরণ করিতে হয়।

আর দেখুন, সূর্য্য বাক্ শক্তি রহিত, আপনি কি করিয়া বাক্য

লাপ করিবেন। বন্ধু না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে বাক্যালাপ হয় না, বাক্যালাপ না হইলে সুখ দুঃখের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় না, সুখ দুঃখের বৃদ্ধি ও হ্রাস না হইলে জাতি ব্যবহার হয় না, জাতি ব্যবহার না হইলে ধর্ম্ম হয় না, আবার ধর্ম্ম না হইলে জাতি ব্যবহার হয় না, জাতি ব্যবহার না হইলে সুখ ও দুঃখের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় না, সুখ ও দুঃখের বৃদ্ধি ও হ্রাস না হইলে বাক্যালাপ হয় না, বাক্যালাপ না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে বন্ধু হয় না। দেখুন, আপনিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, ইহার কারণ পরস্পরে বন্ধু, যদি পশু হইতাম তাহা হইলে কি এই বাক্যালাপ হইত, না এই কার্য্য হইত, বোধ হয় কিছুই হইত না। যাহা সাধারণ তাহাই হইত, যাহা ব্যক্তি গত তাহা হইত না।

ব্রাহ্মণ। আপনি যাহা বলিলেন ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, আপনি সূর্য্যোপাসক নন।

রাজা। আমি সূর্য্যোপাসক নয় ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে না, কারণ পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি, জগতে এমন কেহই নাই যিনি সূর্য্যকে উপাসনা না করেন, যেহেতু সূর্য্য না হইলে জগতের গতি নাই। সূর্য্যই জগতের গতি, সূর্য্যই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিবার শক্তি, সূর্য্যই জগৎ. তাহা বলিয়া সূর্য্যোপাসক নয়, কারণ সূর্য্য সাধারণ বস্তু এবং ইহাতে সকলকার সমান অধিকার। যাহা সাধারণ পদার্থ তাহা উপাসনা চায় না, যাহা ব্যক্তি গত তাহাই উপাসনা চায়। সাধারণ পদার্থ নিজের যাহা ধর্ম্ম তাহাই করিয়া থাকে, এবং অন্যের গ্রহণ ও বর্জ্জন কিছুই চায় না। পূর্ব্বে বলা

হইয়াছে, উপাসনা করিলে ইহলীলা সম্বরণ করিতে হয়, কারণ নিকট আসন না হইলে উপাসনা হয় না। সূক্ষ্মে সমস্তই নিকট আসন হয়।

ব্রাহ্মণ। যদি সূক্ষ্মে হইতে পারিল, তবে উপাসনার আপত্তি কি রহিল?

রাজা। আপত্তি কিছুই নাই, তবে কি জানেন, আপনি "রাজন্" এই শব্দ বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতেছেন, কিন্তু অন্যকে করেন না। এইটীই আপত্তি আর কিছুই নয়।

ব্রাহ্মণ। আপনি রাজা ইহার কারণ আপনাকে রাজা বলিতেছি, অন্যে রাজা নয় সেই হেতু অন্যকে রাজা বলি না।

রাজা। রাজ্ ধাতুতে কণিন্ প্রত্যয় করিলে রাজন্ শব্দ হয়। রাজ্ অর্থ দীপ্তি। যে জিনিষ দীপ্তি যুক্ত হয় তবে কেন উহাকে রাজা বলা না হয়?

ব্রাহ্মণ। পঙ্কতে যাহা জন্মে তাহাকে পঙ্কজ কহে অর্থাৎ পদ্ম, কেননা, যাহা পঙ্ক হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকেই পঙ্কজ বলা হয়।

রাজা। আমি যাহা অন্বেষণ করিতেছিলাম, আপনি নিজেই তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা রূঢ়ি তাহাই ঠিক। পূর্ব্বে সূর্য্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখনও প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার সভ্যতা বৃদ্ধি পায়, কারণ মানবের যত জ্ঞান ও বুদ্ধি উন্নতি হয়, ততই উপাসনার পদার্থকে নিকটাসন করিতে চান, কিন্তু মূল ঠিক রাখেন।

অগ্নি অপেক্ষা নিকট বস্তুর ভিতর তেজোময় ও প্রত্যক্ষ উপ-

কারক পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই, ইহার কারণ আমার পিতা অগ্নিকে উপাস্য দেবতা করিয়া গিয়াছেন। আমি পিতার পথানুসরণ করা পুত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া অগ্নিকে উপাস্য দেবতা করিয়াছি। অতএব হে ব্রাহ্মণ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই বিষয়ে কোনও দোষারোপ করিবেন না।

ব্রাহ্মণ। আপনার পিতা কোথা হইতে শিখিলেন?

রাজা। পূর্ব্বে সকলেই বনে বন্য পশু বধ করিয়া এবং অশুদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, আমার পিতাও তাহাই করিতেন। একদা তিনি বন মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী অপ্সরা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং উভয়ে পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হইলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি সুন্দরি! আপনার কোথা হইতে আগমন হইয়াছে, এবং আমাকে কি করিতে হইবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যদ্যপি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে?

অপ্সরী। আমার বাসস্থান কশ্যপ নগরে হয়, আমরা সদা জলে বাস করি। আমাদিগের বিবাহ নাই, আমাদিগের মন যাহার উপর মুগ্ধ হয়, আমরা তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া থাকি, কিম্বা যে পুরুষ আমাদিগকে বল পূর্ব্বক ধ্বস্ত করিয়া ক্রোড়ে লইতে পারেন তাহাদিগের ও বশীভূত হই, সম্প্রতি দেশ পর্য্যটনে আসিয়াছি। আপনি কে, এমন সুন্দর পুরুষ হইয়া এই নিবিড় বনে একাকী কেন ভ্রমণ করিতেছেন। যদি কোনও আপত্তি না থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া বাধিত করুন?

রাজা। আমি এই অরণ্যের অধিপতি, আমার বিবাহ হয় নাই। আপনি যদি রাণী হইয়া বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই।

অপ্সরী। আপনাকে অসভ্য দেখিতেছি, কারণ আপনি উলঙ্গ, কিন্তু আপনার দেহ সুঠাম ও সুন্দর হওয়াতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি, যদ্যপি আপনি অঙ্গীকার করিতে পারেন যে, যত দিন আপনি আমার সহিত বাস করিবেন, তত দিন উলঙ্গ থাকিবেন না, আর আপনি আমার উরণ সকলকে রক্ষা করিবেন। যদি কোনও কালে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আপনি আর পুনরায় থাকিবার দরুন্ অনুরোধ করিবেন না, তৎক্ষনাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন।

রাজা। আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে আমি স্বীকৃত আছি, যদি কোনও কারণে আমি ইহার ব্যতিক্রম করি, আপনি তৎক্ষনাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষীনাঙ্গি! আপনি সম্মতি প্রদান করিয়া আমায় কৃতকৃতার্থ করুন্।

অপ্সরী। আপনার স্থানে আমি বাস করিতে পারিব না, কারণ আপনার দেশের জল ও বায়ু আমার সহ্য হইবে না, যদ্যপি আপনি আমার সহিত আমার দেশে যাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনার সহিত প্রেমালাপ করিতে পারি, আর আপনি তথায় যাইয়া সমস্তই আশ্চর্য্য দেখিবেন :—

চারিধারে সরোবর তন্মধ্যে নীল পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রস্ফুটিত, এবং জলচরের কেঁকারবে সরোবর শব্দিত। ঝুর্ ঝুর্ রবে

নির্ঝরিনী চারিভিতে ঝরিত, এবং জলক্রীড়া তৎপর শ্বেতাঙ্গিনীরা পরস্পর জলোচ্ছাসে আমোদে নিয়ত নিয়োজিত। মৃদু মৃদু পবন ভরে পারিজাত অর্থাৎ দেবদারু পুষ্পের গন্ধ বাহিত, এবং ওষধি নানা স্থানে সুরত প্রসঙ্গের প্রদীপের স্বরূপ স্থাপিত। তুষারাবৃত মেরু শৃঙ্গ সকল রুপার মতন উত্তর ধারে হয় লক্ষিত, এবং আমার স্থান হয় হিমালয়ের কারণ সকল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষিত। হে সুন্দর পুরুষ! আপনি আর উপেক্ষা করিয়া আমায় করিবেন না ব্যথিত। আমার সমভিব্যাহারে চলুন, তথায় প্রেমালাপ করিয়া দিবারাত্রি করিব অতিবাহিত।

অপ্সরী নিস্তব্ধ হইলে আমার পিতা কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করিয়া, অপ্সরীর সহিত তেলাপোকার মতন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কিছু দিন মহানন্দে অতিবাহিত করিলেন, এবং তৎপরে কতক গুলি সন্তান সন্ততি হইল। তথাকার অপর লোকেরা এই মিলনটি ভাল চক্ষুতে দেখিতেন না, কিন্তু আমার পিতার উপর সভ্যতা হেতু অন্য কোন রকম অসৎ ব্যবহার করিতেন না, বরং সকলেই সৎ ব্যবহার করিতেন। কিরূপে সভ্যতার সহিত আমার পিতাকে তথা হইতে বাহির করিয়া দিতে পারেন, এইরূপ চিন্তাতে অপর সকলেই চিন্তান্বিত থাকিতেন, অবশেষে অপ্সরীর নিকট যখন শুনিলেন যে, আমার পিতা অপ্সরীর নিকট কতকগুলি অঙ্গীকার করিয়াছেন, যাহার ব্যতিক্রমে আমার পিতা বাধ্য হইবেন অপ্সরীকে ত্যাগ করিতে। তখন অপরেরা আমার পিতার অঙ্গীকার ব্যতিক্রম কি করিয়া হয়, ইহার অনুসন্ধান করিতে যত্নবান হইলেন।

একদা অন্ধকার জামিনীতে কতকগুলি লোক অপ্সরীর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উরণ সকলকে নিস্তব্ধে চুরি করিয়া আনিতে চেষ্টা করিলেন, দৈব বশতঃ উরণ গুলি চীৎকার করিয়া উঠিলে অপ্সরীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং অপ্সরী উচ্চৈঃস্বরে আমার পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমার পিতা অপ্সরীর কাতর স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া, অপ্সরীর নিকটে উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হইলেন, এবং শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি সুন্দরি! কি করিতে হইবে বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।

অপ্সরী। আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, চোরেরা আমার সমস্ত উরণ চুরি করিয়া লইয়া গেল, আমার জীবিকা নির্ব্বাহের সর্ব্বস্বই উরণ। আপনি কি কাপুরুষ, এখনও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ইহা শুনিয়া আমার পিতা ক্রোধাক্ত লোচনে গৃহ হইতে খড়গ লইয়া তস্করের অনুসন্ধানে অনুধাবন করিলেন। বহুক্ষনের পর তস্কর দিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—রে দুর্ব্বুদ্ধে! আমি উপস্থিত থাকিতে তোমাদের এত বড় আস্পর্দ্ধা যে, আমার উরণ চুরি করিয়া লইয়া আইস, এক্ষনই তোমাদের যমালয়ে প্রেরণ করিব। যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা কর, এবং সমস্ত উরণ গুলিকে যথা হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছ, তথায় পুনরায় রাখিয়া আইস। তস্করেরা পিতার বাক্য শুনিয়া রক্তাস্থ বদনে বলিল:—

রে অসভ্য উলঙ্গ পুরুষ! আমরা তোমাকে ভয় করিনা, যদি ক্ষমতা থাকে, তবে এই উরণ সমস্ত রহিয়াছে লইয়া যাও।

আমার পিতা দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্বন্দ যুদ্ধ সুরু করিলেন। একের পর একেকে পরাস্ত করিয়া, যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ফলতঃ উরণ সমস্তকে হস্তগত করিয়া অপ্সরীর সম্মুখে পুনরাগমন করিয়া বলিলেন ঃ—

প্রিয়ে! উরণ লউন্।

অপ্সরী আমার পিতাকে উলঙ্গাবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, আমার পিতাকে পূর্ব্বের অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া বলিলেন ঃ—

হে সুন্দর পুরুষ! আপনি যথা হইতে আসিয়াছেন তথায় পুনরাগমণ করুন, কিন্তু যেন আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হন্। আমি এই অশ্বত্থ বৃক্ষের অরণি দিতেছি ইহা হইতে আপনি অগ্নি উৎ-পাদন করিয়া শুদ্ধ মাংস ভোজন করিবেন, এবং এই অগ্নিকে উপাস্য দেবতা বলিয়া পুজা করিবেন, এবং আপনার প্রজা বর্গেরা যাহাতে পথানুসরণ করে, তাহার ও চেস্টা বিধিমতে করিবেন।

আমার পিতা পূর্ব্বের অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া, অপ্সরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, এবং সন্তান ও সন্ততি সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ দেশে পুনরাগমন করিলেন।

হে ব্রাহ্মণ! তদবধি সমস্ত প্রজাবর্গে আমার পিতার পথানু-সরণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উপাস্য দেবতা বলিয়া পুজা করিয়া আসিতেছে, ও অগ্নিতে শুদ্ধ করিয়া মাংস ভোজন করিতেছে। আপনার

নিকট সমস্ত বিবরণ বলিলাম, যদি কিছু বলিবার থাকে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

ব্রাহ্মণ। আপনি কশ্যপ নগর কাহাকে বলেন ?

রাজা। যে নগর **হর** নির্ম্মান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ। **হর** নির্ম্মান করিলে হর নগর বলিয়া কথিত হইত, কশ্যপ বলিয়া কথিত হইল কেন ?

রাজা। **হর** অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিলেন, বোধ হয় আপনি ইহা অস্বীকার করিবেন না।

ব্রাহ্মণ। **হর** মদ্যপায়ী ছিলেন না, সোমরস পান করিতেন, এবং সমস্ত দেরতারাও পান করিয়া থাকেন। দেবের দেব মহাদেব হন, তিনি অধিক পান করিতেন, ইহা পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, কত দুর সত্য কি মিথ্যা বলিতে পারিনা।

রাজা। যেটা রটে সেটা বটে, জনশ্রুতি একটী আধার না পাইলে হইতে পারে না, কিন্তু যথার্থ, অযথার্থ হইতে পারে এবং অযথার্থ যথার্থ হইতে পারে, তাহার কোনও ভুল নাই।

**হর** যে সোমরস পান করিতেন তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আমি যে মদ্যপায়ী বলিয়াছি ইহার কারণ আর কিছুই নয়, সোম-রসে মত্ততা উৎপাদন করে, অতএব যাহাতে মত্ততা উৎপাদন করে তাহাই মদ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, বোধ হয় আপনি আমার উপর রাগান্বিত হইবেন না। কশ্যপ নগরে দ্রাক্ষালতা ও সোমলতা প্রচুর পরিমাণে হয়, কারণ হিমের প্রাদুর্ভাবে এই সব লতার জন্ম হয়। ধান্যের মদ্যতে শরীর অসুস্থতা হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু দ্রাক্ষা ও

সোমের মদ্যাতে অসুস্থ না হইয়া বরং সুস্থতা হইবার ষোলআনা সম্ভাবনা। যাহাতে শরীর সুস্থ করে তাহাতেই শ্রী, কান্তি, মেধা, বুদ্ধি, বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি পায়, এবং যাহাতে এই কয়েকটী আছে, তাহাতেই প্রকৃত পুরুষ আছে। দেবতারা প্রকৃত পুরুষ ছিলেন, ইহার কারণ তদানীং ও ইদানীং লোক সমুহের উপাস্য দেবতা হন।

কশ্যপ নগর যে হরের নগর ইহার কারণ দেখ—কশং সোমরসাদি জনিতং মদাং পিবতীতি কশ্যপঃ। কশ্য + পা + ক কশ্যপানাৎ স কশ্যপঃ।

ব্রাহ্মণ। আপনি যাহা ব্যুৎপত্তি করিলেন উহার অপেক্ষায় এই গুলি আর ভাল হয়, কশ্যং অজ্ঞানং পিবতি-শোষয়তি-নাশয়তি কশ্যপঃ। কিম্বা কশ্যং বিজ্ঞানধনম্পাতি-রক্ষতি-কশ্যপঃ। কচ্ছপ স যৎ কূর্ম্মোনাম। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত, যদসৃজতাকরোৎ তদ্ যদকরোৎ তস্মাৎ কুর্ম্মঃ কশ্যপো বৈ কুর্ম্মস্তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপঃ।

রাজা। আপনি যাহা বলিলেন ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, বরং আমি অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম, কিন্তু এই স্থানে ইহা যুক্তি সিদ্ধ নয়. কারণ কশ্যপ নগরের কথা হইতেছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও কুর্ম্মের কথা হইতেছে না। আপনি অজ্ঞান নাশের কথা বলিয়াছেন, হর—কশ্যপ অজ্ঞান নাশ করিয়াছেন কারণ হর—কশ্যপ, যদি অজ্ঞান নাশ না করিতেন, তাহা হইলে আর্য্যেরা জগতে এত বড় বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। আর্য্য পুস্তকের মূল ভিত্তি হর-কশ্যপ হন, এবং উঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা ও পরে পরে

হন। আর হর-কশ্যপ সমস্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কারক হন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কথোপকথন রহস্য পড়েন, তাহা হইলে বিস্তার রূপে জানিতে পারেন যে, হর-কশ্যপ আর্য্যদের কি করিয়া গিয়াছেন, এবং আপনি যাহা ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার মীমাংসা ঠিক হইয়াছে কি না, তাহাও উত্তম রূপে জানিতে পারেন। কিন্তু কচ্ছপঃ কথাটি নাই, কচ্ছে অনুপদেশে-মুখসম্পূটে পাতি-রক্ষতি আত্মনং রক্ষতি কচ্ছপঃ। এই খানে কাছিম্ বুঝাটী ভাল, কুর্ম্মাবতারটী ভাল নয়, যে খানে যেটী যুক্তি সিদ্ধ হয় সেই খানে সেটী বুঝিলে ভাল হয়। দশাবতারের মধ্যে যে, কুর্ম্মাবতার আছে সেই খানে কুর্ম্মাবতার হর-কশ্যপ এক এইটী বুঝিলে ভাল হয়। কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ ইনি বামনাবতার বলিয়া কথিত হন। হরের আর এক নাম অগ্নি, কারণ ইনিই জগতে প্রথম অগ্নি আবিষ্কার করেন, এবং অশুদ্ধ মাংসকে শুদ্ধ করিয়া জগতকে খাওয়াইতে শিখান। লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি হয়। আমার পিতা অগ্নি উপাসনা ঠিক করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহাই করিতেছি।

আর দেখুন, যাহাতে লোক যত উপকার বোধ করেন, তাহাতে তত আশক্ত হন। অগ্নিতে যত মানবের উপকার হয়, সূর্য্যতে তত হইতে পারেনা, যদিও অগ্নির আধার-মূল সূর্য্য হয়। আমি প্রথমে নিকট আসনের প্রয়োজন বলিয়াছি, সূর্য্যের অপেক্ষা অগ্নি নিকট আসন হয়, আর বলিয়াছি সকলেই ভিত্তি ঠিক রাখেন, কেহই ভিত্তি নষ্ট করেন না। ভিত্তি নষ্ট করিলে উপরে যাহা প্রস্তুত করা হয় সমস্তই শীঘ্র নষ্ট হয়। যেইঠী একবার লোকের ভিতর

প্রচলন হয়, সেইটী পরে লোকের ব্যবহার হয়, লোকের ব্যবহার হইলেই লোকোপচার গ্রহণ সিদ্ধি হয়। আপনি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, আপনাকে বোধ হয় আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না। আপনি অনুগ্রহ করিয়া অদ্য শুদ্ধান্ন ভোজন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্।

ব্রাহ্মণ। আপনার জয় হউক, আমি অদ্য অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম, এবং আমি অদ্য হইতে অগ্নি উপাসনা করিব। অদ্য বেলা বেশী হইয়াছে অতএব আমি বিদায় গ্রহণ করি।

রাজা সম্মান সূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সভাভঙ্গ করিতে অনুমতি দিলেন। স্তুতি পাঠকেরা বিধি মতে স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল।

---

দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

# উপাসনা ও পূজা।

গৌরবান্বিত ক্রিয়া হেতু পূজা। পূর্ব্বে সকলেই সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিত, কালক্রমে উন্নতির সহিত মানবের পূজা সুরু হইল। জগতে যত দর্শন আছে সমস্তই সূক্ষ্ম লইয়া বিরাজ করে। সূক্ষ্মের লিখিবার ও বলিবার কিছুই নাই, যাহা কিছু বলা হয়, তাহা কেবল অশ্বের ডিম্বের মতন জগতে বিরাজ করে। অশ্ব আছে, ডিম্ব আছে, কিন্তু অশ্বের ডিম্ব নাই, যদি থাকিত, তাহা হইলে কেহ না কেহ কদা কদক্ষিতেও দেখিত।

দার্শনিকদের পঞ্চভূত ও যুক্তি আছে, কিন্তু আইমার গল্পের মতন কর্ত্তাটী আছে, যদি কর্ত্তা থাকিত তাহা হইলে কেহ না কেহ কোন কালে দেখিত। সকলের শেষ যেইটী, সেইটীকে দার্শনিকেরা কর্ত্তা কহে। শেষের ও শেষ আছে, যদি শেষের পর শেষ এই চলিল, তাহা হইলে শেষ হইল না। কর্ত্তার উপর কর্ত্তা চলিলেও তদরূপ হয়। যদি এইটীই ঠিক হয়, তাহা হইলে কর্ত্তাও নাই, শেষ ও নাই। কর্ত্তা ও শেষ যদি অভাব হয়, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণ অভাব হয়, কার্য্য ও কারণের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে সমস্তেরই অভাব হয়। তবে কি সমস্তেরই অভাব হয়? না, সমস্তই

স্বভাব, জগতে অভাব কিছুরই নাই। অভাব করিলেই অভাব, স্বভাব করিলেই স্বভাব। স্বভাব ছাড়িও না; অভাব ও হইবেনা।

শ্রীবিহারী লাল মিত্র কে ?

যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদকারক ও রহস্যাবলি প্রণেতা। বিহারী লাল মিত্র কর্ত্তা—কারণ, যোগবাশিষ্ঠ অনুবাদ ও রহস্যাবলি কার্য্য —কর্ম্ম।

শ্রীবিহারী লাল মিত্রের পিতা কে ?

৺রসিক লাল মিত্র। ৺রসিক লাল মিত্র কারণ—কর্ত্তা, বিহারী লাল মিত্র কার্য্য —কর্ম্ম।

৺রসিক লাল মিত্র কে ?

বাগবাজার মিত্রবংশ স্থাপক ৺গোকুল লাল মিত্রের বংশ জাত। ৺গোকুল লাল মিত্র কারণ—কর্ত্তা, ৺রসিক লাল মিত্র কার্য্য--কর্ম্ম।

৺গোকুল লাল মিত্র কে ?

৺কালী দাস মিত্রের বংশ জাত, যিনি গান্ধীপুর হইতে গৌড় রাজ্যেশ্বরের নিকট আসিয়াছিলেন। ৺কালী দাস মিত্র কারণ—কর্ত্তা, ৺গোকুল লাল মিত্র কার্য্য—কর্ম্ম।

যিনি কারণ—কর্ত্তা, তিনি কার্য্য—কর্ম্ম, যিনি কার্য্য—কর্ম্ম, তিনি কারণ—কর্ত্তা।

৺কালী দাস মিত্র কে ?

বিশ্বামিত্র বংশজাত।

বিশ্বামিত্র কে ?

কৌশিক বংশজাত।

কৌশিক কে ?

কুশ বংশজাত।

কুশ কে ?

মন্থ বংশজাত।

মন্থ কে ?

ম, ন জাত।

ম, ন কে ?

ম, ন, অনুনাসিক জাত।

অনুনাসিক কে ?

নাসিকার পশ্চাৎ যাহার উৎপত্তির স্থান হয়। নাসিকার পশ্চাতে সহস্র দল পদ্ম বিরাজ করে, যাহাকে ঘিলু অর্থাৎ মস্তকের ঘৃত কহে, ইহাতে বুঝিতে হইবে, মস্তকের ঘৃতের দ্বারা সমস্ত উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রিয় কিছুই করেনা, যদি করিত, তাহা হইলে দেহের মৃত্যু অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতে, দেহ স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হইত না।

অনেকে বলিতে পারেন, দেহের মৃত্যু অবস্থায় মস্তকে যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত থাকে, তবে কেন স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ইহার কারণ আর কিছুই নয় শক্তির অভাব লক্ষিত হয়। শক্তি না থাকিলে সমস্ত বর্ত্তমান থাকিতে নড়ন চড়ন বন্ধ হয়। যেমন কলের যন্ত্রের শক্তির অভাবে সমস্ত যন্ত্র বর্ত্তমান থাকিতে নড়ন চড়-নের অভাব লক্ষিত হয়। কলের যন্ত্রের শক্তি ধূম, জল, কিম্বা ইলেক্‌ট্রিসিটী, দেহ যন্ত্রের শক্তি, চিৎ হয় অর্থাৎ যাহার দ্বারা চেতনা হয়, অর্থাৎ মোবাইলফোর্স, অর্থাৎ প্রধান শক্তি, অর্থাৎ

প্রকৃতি, অর্থাৎ স্বভাব। প্রকৃতির উপর কিছুই নাই, কিন্তু দর্শন দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুইটী ব্যতীত কিছুই উৎপন্ন হয় না, ইহার কারণ পুরুষকে ও আনিতে হয়। আর সূক্ষ্ম উঠিলে **এক** আসিয়া উপস্থিত হয়, এই **এক** দর্শনে ও শাস্ত্রে নানা শব্দে বর্ণিত হয়। **এককে** যদি সর্ব্ব কর্ত্তা ঠিক করা হয়, যাহা দার্শনিকেরা করেন, তাহা হইলে আর কোনও উত্তর নাই, ইহা স্থিরীকৃত বিষয় বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবিক ঠিক কিন্তু ব্যবহারে অঠিক হয়।

বিহারী মিত্র এই বলে, যদি স্থূল হইতে এত বিদ্যা. বুদ্ধি ও যুক্তি করিয়া, একের পর এক ধরিয়া কার্য্য ও কারণ ঠিক করিয়া এতদূর আনা হইল, তাহা হইলে কেননা, **একের** উপর কে ইহা ঠিক করা হয়, যখন এইটা যুক্তি সঙ্গত হয়। যদি নীচের কর্ত্তা থাকিতে পারে, তখন কেননা কর্ত্তার উপর কর্ত্তা থাকিবে। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই মহাশয়েরা বলিবেন, ইহার উপর আর দর্শন চলে না, কারণ সকল দার্শনিকেরা এই স্থানে পঁহুছিবা মাত্রই অন্ধ হইয়া যান, অন্ধ হইলে আর দেখিতে পান না, ফলতঃ হাতড়াইতে সুরু করেন, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া যখন ক্লান্ত হন তখন ফিরিতে সুরু করেন। উঁহারা ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গকে বলেন, আমি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই অবধি গিয়াছিলাম, এবং যাইবার মাত্রই অন্ধ হইলাম, আর অন্য কিছুই দেখিত পাইলাম না। বড় কষ্টে ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের সংবাদ দিতেছি যে, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই.ইহাই শেষ ও চরম সীমা।

এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ওয়ালারা অন্য সকলকে কতই ঘৃণা করেন, এবং সকলের নিকট কত বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তির পরিচয় দেন। কিন্তু (বাপু গো) বুদ্ধি, জ্ঞান ও যুক্তি কোথায় রহিল, যখন মূর্খের মতন মূর্খ বেদব্যাস হইয়া হালে পানি পায় না বলিয়া, মূর্খের মতন মূর্খ নিজ মুখে ব্যক্ত হইল। মূর্খেরা না হয় এক হাত যাইয়া মূর্খ হয়, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ওয়ালারা না হয় দুই এক ক্রোশ যাইয়া মূর্খ হয়। বিহারী মিত্র উহাদিগকে আরও মূর্খ বলে, কেননা মূর্খেরা পথ কষ্ট সহ্য কম করেন, এবং উহারা বেশী করেন, কিন্তু বাস্তবিক উভয়ের ফল সমান। এক জন বহু কষ্টে এক পয়সা রোজগার করিল, অপর জন ঝটিত এক পয়সা লাভ করিল, যে ঝটিত করিল, বিহারী মিত্র তাহাকে বেশী সেয়ানা কহিল। বিহারী মিত্র সকলকে আহ্বান করিতেছে, যদি কেহ বিহারী মিত্রের সহিত মাথা ঠোকা ঠোকি করিতে ইচ্ছা কর, আইস, বিহারী মিত্র আদরের সহিত গ্রহণ করিবেক। কিন্তু সাবধান, বিহারী মিত্রের মাথা স্থূলের দ্বারা নির্ম্মিত, কারণ বিহারী মিত্রের অহং ভাব অত্যন্ত বেশী। যদি কেহ এমন কি সূক্ষ্ম লইয়া হিমালয়ের মতন অচল হইয়া আইস, তথাপি মাকড়সার জালের মতন দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

দেখনা কত কষ্ট স্বীকার করিয়া হাটেতে ব্রহ্ম আনিলেন, কিন্তু যখন ক্রেতা জিজ্ঞাসা করিল, এইটী কোথা হইতে পাই-লেন, এবং ইহার জন্ম স্থান কোথা ?

বিক্রেতা উত্তর করিল। আমি কিছুই জানিনা। তবে যাহা

বুঝি শিখিয়াছি, তাহা বলিতেছি শুনুন। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।"

ক্রেতা। ইহার জোড়া নাই, সেই হেতু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি জোড়া থাকিত তাহা হইলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না। আমি পৃথিবীর রত্ন আনিয়াছি, যদি আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার, এই সমস্ত রত্ন ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

বিক্রেতা। আপনি বেদান্ত ও উপনিষদের হাটে কখনও গিয়াছেন?

ক্রেতা। চির কাল, কিন্তু সমস্তই হ য ব র ল, অর্থাৎ গোল মাল। সাঙ্খ্য স্থিতি ও প্রলয় নির্ণয়, পাতঞ্জল যোগে, ন্যায় অর্থ নির্ণয়, বেদান্ত ব্রহ্ম নির্ণয়, বৈশেষিক ভাষা শিক্ষা, মীমাংসা ক্রিয়া কাণ্ড।

বিক্রেতা। আপনি যে বেদান্ত ব্রহ্ম নির্ণয় বলিলেন, ঐ, ঐ, ঐ।

ক্রেতা। বাহোবা, ব্রহ্ম একটী শব্দ ও নাম বৈত না, আমি জন্ম স্থান জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি ঐ, ঐ, ঐ বলিলে হইবে কেন? বিহারী মিত্রের জন্ম স্থান জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ, ঐ, ঐ বলিলে কি হয়, না বিহারী মিত্র, বিহারী মিত্র, বলিলে হয়।

বিক্রেতা। আপনি যে শব্দ বলিলেন, শব্দ ব্রহ্ম হয়।

ক্রেতা। সমস্তই শব্দ, তাহা হইলে সমস্তই ব্রহ্ম। চুরি এই শব্দ ও ব্রহ্ম?

বিক্রেতা। যখন শব্দ তখন ব্রহ্ম।

ক্রেতা। আপনার হাটে অনেক রকমের শব্দ রহিয়াছে, আপনি সকল শব্দকে ব্রহ্ম বলেন না। যত গুলি শব্দ রহিয়াছে তত গুলি আলাহিদা নাম রহিয়াছে, কিন্তু উহার ভিতর ব্রহ্মটীর জোড়া নাই। আমি ইহার কারণ জন্ম স্থান জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আপনি এঁগো, ওঁগো করিলে চলিবে কেন।

বিক্রেতা। ইহার জন্ম স্থান নাই, আমি কি করিয়া জন্ম স্থান বলিব।

ক্রেতা। যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যু নাই, এবং যাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তাহার স্থিতি নাই।

বিক্রেতা। যাহার জন্ম ও মৃত্যু নাই, তাহার কি আর স্থিতি থাকে।

ক্রেতা। কিন্তু আপনার ব্রহ্মের স্থিতি রহিয়াছে, কারণ আপনার হাটের নানা শব্দের ভিতর ব্রহ্ম একটী আলাহিদা রহিয়াছে, থালি জোড়া নাই এইটী বিশেষ আছে। যাহার জন্ম ও মৃত্যু ও স্থিতি নাই, তাহার নাম ও নাই, তবে ব্রহ্ম এই নাম হইল কি করিয়া?

বিক্রেতা। বৃহৎ বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্ম হইয়াছে।

ক্রেতা। কত বড় বৃহৎ?

বিক্রেতা। এত বড় বৃহৎ যাহার শেষ নাই অর্থাৎ অন্ত নাই।

ক্রেতা। তবে আপনার হাটে কি করিয়া আসিল, আপ-

নার এই টুকু স্থানের ভিতর কি করিয়া রহিয়াছে, এবং শব্দের ভিতর বিশেষ শব্দ কি করিয়া প্রাপ্ত হইল, এবং সকলের ভিতর প্রধান অর্থাৎ কর্ত্তা কি করিয়া হইল, যখন জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি নাই ?

বিক্রেতা রাগান্বিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

অহে ক্রেতা, তোমার মতন জোড়া ক্রেতাতো আর নাই, দুই চারি পয়সার সওদা করিতে আসিয়া চৌদ্দ পুরুষের খবর জিজ্ঞাসা কর, তোমার ইচ্ছা হয় সওদা কর, না হয় চলিয়া যাও। চিরকাল বিক্রী করিয়া আসিতেছি, এমন অসভ্য ক্রেতাতো কখন দেখিনাই। আমার সমস্ত সময়টা বৃথা গেল, ইহার ভিতর কতকি বিক্রী করিতাম। তোমার মতন আমি অলসতা প্রিয় নয় যে, তর্ক বিতর্ক করিয়া দুই চারি পয়সার সওদা করিব। তুমি জান যে আমার খরচ কত, গাড়ির চাকার মতন না ঘুরিলে কি আমার খরচ চলে। দেশের লোক আমার সঙ্গে ভাল রকম চলে না, আমার তো একটা গুল্‌জার হাট চাই যেখানে আরাম করিব, নানা রকম কাঁচা পাকার মুখ দেখিব, এবং হাট চক্ চকে রাখিব, তবেত হাটে ক্রেতা পাব, না তোমার সঙ্গে বৃথা কাল কাটাইয়ে এই কুল পর্য্যন্ত হারাইব। তুমি বৃথা কথা কাটাকাটি করিওনা, চলিয়া যাও।

ক্রেতা। অহে বন্ধু এত রাগ কর কেন, যেমন পুষ্করিণীতে দুই একটা এঁড়া মৎস্য থাকেনা, তাদের না এঁড়া জাল দিলে ধরা পড়েনা, তেমনি আপনার না হয় একটি এঁড়াটে খরিদার রহিল,

কিন্তু টানা ধরিতে পারিলেই সব ঠিক হয়। আপনি আমার জোড়া নাই বলিয়াছেন, তবে তো আমি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।" আর আপনি ব্রহ্মকে কর্ত্তা কি করিয়া করেন, যখন জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি নাই?

বিক্রেতা। তোমার মতন মূর্খ আর নাই, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" আমি ব্রহ্মকে বলি। তোমার জোড়া রহিয়াছে, দেখনা, তুমি ও যা আমিও তা, তবে না হয় তুমি খরিদার, আমি না হয় বিক্রীদার। ব্রহ্ম কর্ত্তা হয়, কারণ তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। তুমি বুঝি সাকার খরিদার। আমার হাটে সাকার নাই, নিরাকার ব্রহ্ম আছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।"

ক্রেতা। আপনার ব্রহ্মের বৃহত্ব কি করিয়া রহিল, যখন ব্রহ্ম আলাহিদা হইল? জন্ম, মৃত্যু ও স্থিতি অভাব কি করিয়া হইল, যখন কর্ত্তা রহিল?

বিক্রেতা। দেখ বাপু আমি এত শক্ত জানিনা, আমি লেখা পড়া শিখিয়াছি, হাটে আসিয়া পয়সা রোজগার করি, দেশে দলাদলি হয়, কি করি একটা আশ্রয় তো চাই, তাই ব্রহ্ম বলি। তোমার যদি এই বিষয়ের কোন বেশী বলিবার থাকে, আমার নাটের গুরুর কাছে চল, তিনিই সব বুঝাইয়া দিবেন। আমার নাটের গুরু দিক্‌বিজয় করিয়া আসিয়াছেন।

বিক্রিদার, খরিদারকে সমভিব্যাহারে লইয়া নাটের গুরুর নিকট চলিলেন। কিছুক্ষণের পর তথায় উপস্থিত হইয়া বাটীর

সদর দরজার কড়া নাড়িতে স্থরু করিলেন। তৎক্ষণাৎ একটী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কাহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন।

বিক্রেতা। নাটের গুরুকে, তিনি বাটী আছেন ?

লোক। তিনি উপাসনাতে মগ্ন আছেন। আপনি এই খানে অপেক্ষা করুন। আমি খবর দিয়া আসি।

বিক্রিদার ও খরিদার উভয়ে নির্দ্দিস্ট স্থানে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় দিগ্বিজয়ী আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং বিক্রিদার সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন:—

মহাশয়! এই ক্রেতাটী বাতুল, আমি কত রকম করিয়া বুঝাইলাম যে, ব্রহ্মের জোড়া নাই, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" এইটাই ব্রহ্ম, কিন্তু কিছুতেই বুঝিলেন না, বরং কত রকম বাগাড়ম্বর করিলেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই ক্রেতাটীকে বুঝাইয়া দেন। আমি চলি, কারণ হাটে অনেক জিনিষ বিনা রক্ষকে রাখিয়া আসিয়াছি, যদি না যাই কত খরিদার ফিরিয়া যাইবার ও জিনিষ নস্ট হইবার সম্ভাবনা।

দিগ্বিজয়ী। তবে এস।

বিক্রিদার, খরিদারকে দিগ্বিজয়ীর সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

দিগ্বিজয়ী। আপনার নিবাস কোথা, হাটে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন, আপনি কি কার্য্য করেন ?

ক্রেতা। আমার নিবাস সাকারে, ঠিক হরি মন্দিরের পিছনে।

আমি হাটে ক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। সম্প্রতি বেকার আছি।

দিগ্বিজয়ী। হাঁ! হাঁ! হাঁ! অহে, সেই স্থানটীতে অনেক সাকারবাদী আছে। আপনি যে হাটে গিয়াছিলেন, সেই হাটে আপনার জিনিষ নাই। বাপু বেকার আছ, তাই আকার খুঁজিতেছ। আমার হাটের ক্রেতা কেহই বেকার নন, সকলেই কার্য্যক্ষম।

ক্রেতা। আপনি সাকারবাদী বলিয়া উপহাস করিলেন কেন?

দিগ্বিজয়ী। দেখুন, আমি ছেলে বেলায় ঐ স্থানে বাস করিতাম, তাই আমি সমস্ত অবগত আছি। আমি বিদ্রূপ করি নাই, তা ভাল, ভাল, ভাল।

ক্রেতা। আপনি আকারবাদী নন্?

দিগ্বিজয়ী। হাঁ, হাঁ, হাঁ। আমি কি কুমার টুলির গড়া প্রতিমা লইয়া পূজা করি, না "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহার উপাসনা করি।

ক্রেতা। আপনি সাপ্, বেঙ্, কলা, ঘেঁচু অপেক্ষা আরো নীচ, কারণ আপনি কিছুই বুঝেননা। আইমার গল্প শুনিয়া জড় সড় হইয়া নিদ্রা যান। তা বালক হইতেই পারে।

দিগ্বিজয়ী। আপনি বালক বলিলেন কেন?

ক্রেতা। আপনি ছেলে মানুষ কিছুই অবগত নহেন, যাহা রং দেখেন, আপনি তাহাতেই ভুলিয়া যান। যদি সাবালক হইতেন, তাহা হইলে এই সংস্কার হইত না, তবে মৃত্তিকা, প্রস্তর ও ধাতু অপেক্ষা

ভাল, কেননা সংস্কার কিছু উপর উঠিয়াছে। বাস্তবিক তাহা নয়, খালি সংস্কারের দরুন ভাল বলিলাম। ব্রহ্মের আকার আছে, ইহার কারণ আপনি উপাসনা করিতে পারিতেছেন, যদি নিরাকার হইত তাহা হইলে আপনি নিরাকার হইতেন।

এই সব উচ্চ দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ দর্শনে নিরাকার বটে। কিন্তু আপনি উপাসনা করিতে পারেন না, গুণ কীর্ত্তন করিতে পারেন না, নাম লইতে পারেন না, সকলকার কর্ত্তা ইহা বলিতে পারেন, এবং ইহার কারণ আমি আকার বলিতে পারি। আর আপনি শেষে যাইয়া জ্ঞান ও যুক্তি হারাইয়া একূল ওকূল দুকূল হারাইয়া, সাপ্, বেঙ্ পুজার মতন অঙ্গহীন হইয়া নাম স্মরণ করিয়া স্বর্গে যাইতে পারেন। কিন্তু মহাজনেরা যাহার দরুন ব্রহ্ম করিলেন, তাহাতো কিছুই বুঝিলেন না। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" অর্থাৎ যত কিছু ভূত যাহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আকার না হইলে জন্মহয় কি করিয়া, এবং যখন আসিতে পারিতেছে, তখন যাইতে পারিতেছে, অর্থাৎ তিনি আশ্রয়, যাহা হইতে আসিতেছে ও যাইতেছে, অতএব আসা ও যাওয়া উভয়ই আকার। আপনিও আকার, যাহা উপাসনা করেন তাহাও আকার, তবে আপনার ব্রহ্ম নিরাকার কোথায়? জ্ঞান ও যুক্তির মীমাংসা কোথায়, উচ্চ দর্শন কোথায়, খালি আঁক, নিজে ফাঁক, অন্যের নিকট জাঁক। আপনি কিপ্রকার দিগ্বিজয়ী যখন আপনার মূর্খ শ্রোতার নিকট বোম্বাচাক্। ওম্ বুঝিছি, বুঝিছি, Trumpetting Baboos। আপনি বোধ হয় Baboo শব্দ কোথা হইতে হইয়াছে জানেন না,

জানিবেন বা কি করিয়া যখন নিরাকার। যাহা হউক অনুগ্রহ করিয়া শুনুন ঃ—

কোন মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন, Baboon হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হয়, ইহা যে অলীক তাহা নয়, কারণ মহাত্মা ব্যাস বলিয়াছেন, চারি ঊর্দ্ধ অষ্ট শততম লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবজন্ম হয়। কিন্তু কোনটির পর কি হয় ক্রমান্বয়ে বলা হয় নাই, দুই একটী ছড়ান রকম বলা হইয়াছে। Baboon হইতে মনুষ্য হয় না, ইহাও কেহ বলিতে পারেন না, তবে মোটামোটি বুঝা উচিত, ইহা হইতে পারে। যদি এইটী ঠিক হয়, তাহা হইলে যখনি বঙ্গবাসীদিগের ল্যেজটী খসিয়া গিয়াছে, তখনিই, Baboon শব্দের এনটী (n) লোপ হইয়াছে, ইহার কারণ বোধ হয়, সমস্ত বঙ্গবাসী Baboo বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

অনেকে বলিতে পারেন, এইটী মুসলমান চক্রবর্ত্তীর দেও খেতাব হয়, কারণ মুসলমান হইলে নবাব হয়, হিন্দু হইলে Baboo হয়, ইহাযে অলীক তাহা নয়, কারণ বা সহিত, বো গন্ধ অর্থাৎ যিনি গন্ধের সহিত সদা থাকিতেন তাহাকে বাবো কহিত। বো আর Beau প্রায় এক হয়।

ইংরাজ বাহাদুরের বঙ্গদেশে আগমনাবধি তিনটী Sir অর্থাৎ K. C. S. I. খেতাব বঙ্গবাসী দিগের ভিতর পাইয়াছেন। কিন্তু এইটী কি যুক্তি সিদ্ধ যে, লক্ষ্মণ তর্পণের মতন আগাগোড়া বঙ্গবাসীকে, মুসলমানেরা Baboo খেতাব দিয়া গিয়াছেন। মুসলমানদিগের সময় বঙ্গদেশে কতকগুলি লোক সভ্য ছিলেন অর্থাৎ ধনী, মানী ও গুণী

ছিলেন, বোধ হয় খগ্ বাছিতে গাঁ ওজড়ের মতন খুঁজিয়া পাওয়া ভার হয়, তবে কি করিয়া Baboo সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া পড়িল। দেশের গুণী, মানী ও ধনী খেতাব পাইয়া থাকেন, যদি সকলেই এক খেতাবি হন, তাহা হইলে সেইটী খেতাব হইতে পারে না। যেটী সাধারণ, সেইটী খেতাব নয়, কিন্তু যেটী বিশেষ, সেইটী খেতাব হইতে পারে। ভারতবাসী সকলেই শ্রী অমুক বলিয়া কথিত হন, কারণ আর্য্যেরা এই চিহ্ন করিয়া ছিলেন, যাহাতে আর্য্যেরা অন্যের সহিত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারিতেন, যেমন মাষ্টার-master নোবল বৃটন-দের হয়। ইদানীং দুই একটী বঙ্গবাসী মাষ্টার-master শব্দটী ব্যবহার করেন, এইটী ঠিক রঙ্গভূমিতে রামচন্দ্রের আবির্ভাবের মতন হয়, কিম্বা কাষ্ঠের বিড়াল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

৺সীতারাম মিত্র প্রথমে বালী হইতে কলিকাতায় আগমন করেন, তিনি মেটো সীতারাম ছিলেন। মেটো ও ডাস্কী একই হয়। অনেকে বলিতে পারেন, আমিত সুন্দর পুরুষ। তিনি হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষ হইতে পারেন না। যদি একবারে লোপ হইত তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা ছিল, যখন এখনও কলিকাতা হইতে তিন, চারি ক্রোশ বাদ দিয়া সুরু করিয়া ক্রমান্বয়ে দেখিতে দেখিতে যাইলে, পূর্ব্ব পুরুষের সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বাঙ্গালী যে Dusky নন ইহা কি করিয়া বলিব।

মেটো সীতারামের সমস্ত গাত্র ছুলিতে ও দাদে পরিপূর্ণ, পরিধেয় অধঃ বস্ত্র ডেঁরে সেলাই ছয় হাতি, উত্তরীয় চরকা কাটা তিন হাতি, গামছা হয়। অনেকে বলিতে পারেন, আমাদের পরিধেয় বস্ত্র

চিরকাল আছে, কিন্তু তাহা নয়। ঢাকাকে জাহাঙ্গীর নগর কহে, কারণ জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় এই নগর প্রস্তুত হয়। সভ্যের আগমনে ঢাকাতে জোলার আগমন, কারণ অসভ্যেরা এক রকম করিয়া অনাবরণে চলিতে পারে, কিন্তু সভ্যেরা এবং আনুসংঙ্গিক সভ্য লোকেরা পারেননা, অর্থাৎ সভ্যদের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। জোলারা সমস্থই মুসলমান হয়, এবং মুসলমান ব্যবসাদারেরা এই কার্য্য জানিত, ফলতঃ বঙ্গের তন্তুবায়েরা উহাদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। অনেকে বলিতে পারেন, তন্তুবায় শব্দটী বহুকালাবধি আছে তবে কি করিয়া তন্তুবায়েরা মুসলমানদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আর্য্যদের সময় তন্তুবায় ছিল, কারণ আর্য্যেরা সভ্য ছিলেন, এবং অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। আর্য্যদের নিকট জোলারা শিখিয়া ছিল ইহা সম্ভবপর হইতে পারে, কিম্বা যে আর্য্য তন্তুবায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহারাই জোলা বলিয়া কথিত হয়, ইহা বোধ হয় অযুক্তি সঙ্গত নয়, কিন্তু বঙ্গের তন্তুবায়েরা যে জোলার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ছিল, ইহার কোনও ভূল নাই, কারণ বঙ্গে অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব লক্ষিত হয়। আর দেখুন, মোজা, পেণ্ট্‌লেন, ভেস্ট ও সার্ট খ্রীশ্চান দাদার হয়, চাপকান, চোগা, সাম্‌লা, উজিরিয়ানা ও মোড়েসা মুসলমান দাদার হয়, এবং অন্যান্য, যাহা কিছু উওরীয় সভ্য বস্ত্র আছে, প্রায় সমস্তই অন্যান্য দাদার হয়। বঙ্গবাসীরা যখন বাটীতে থাকেন, তখন উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব লক্ষিত হয়, অধঃ বস্ত্রটি থাকে, বোধ হয়, ইংরাজ

বাহাদুরের আইনের কৃপায়, তাহা না হইলে উলঙ্গ মরকট যোগী হইয়া আর্য্য সভ্যতার আর গৌরব বৃদ্ধি করিতেন।

কোন বঙ্গবাসী বাবু কোন একটি হ্যাট কোট্ বাবুকে বলিলেন। কিহে, এমন সুপুরুষ হয়ে তুমি হ্যাট্ কোট্ পরেছ, দেখ দেখি আমার পূর্ব্ব পুরুষের কেমন পোষাক, তোমার এ পোষাকে কয় টাকা খরচ হতে পারে, কিন্তু আমার পোষাকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে, ছিঃ, ছিঃ. ছিঃ।

বাঙ্গালী বাবুটি মোজা, পেণ্ট্‌লেন, সার্ট, চাপকান ও শ্যামলাতে ছিল, বলুন দেখি, দুই দাদা অপেক্ষা এক দাদা ভাল কিনা, আর অস্তমিত সূর্য্যের উপাসনা অপেক্ষা উদিত সূর্য্যের উপাসনা ভাল কিনা, বোধ হয় বলিবেন সংস্কার, কিন্তু বঙ্গবাসীর অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র অভাব হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যদি বলেন না, তবে কিহেতু নানা দাদার পোষাক লইয়া সর্ব্বত্র গমনাগমন করা হয়, যদি থাকিত তাহা হইলে নিজের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া রাজদরবারে যাইত। অনেক বোকচন্দ্র আছে, বলিবে, রাজার হুকুম নাই, রাজদরবারে কাপড় ও চাদর পরিধান করিয়া যাইতে, কিন্তু যে পোষাক পরিধান করিয়া যাওয়া হয়, তাহা কি পুরো ইংরাজের পোষাক না বিজাতীয় পোষাক, ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না যে, বাঙ্গালিদের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্রের অভাব হয়।

আর দেখুন, বঙ্গদেশের গ্রামস্থিত মেটো লোকেদের অবস্থা দেখিয়া এখন পর্য্যন্তও ভালরূপ জানিতে পারা যায় যে, তন্তুবায়ের প্রয়োজন ছিল কিনা এবং আছে কিনা। অশীতিপর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা

করিলে এখনও উত্তম রূপে জানিতে পারা যায় যে, অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতাতে কয়টি জুতার ও পোষাকের দোকান ছিল ও কয়টি লোক ব্যবহার করিত, ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না, যে বাঙ্গালিদের অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র অভাব হয়। চাঁদনির চক ও পগেয়া পটী এখনও বিল ও জঙ্গল বাসী ও অজ্ গ্রামবাসীদের প্রয়োজন হয় না। চাঁদনির চক ও পগেয়া পটী মহানগরবাসী, নগর বাসী, ও প্রসিদ্ধ গ্রামবাসীদের প্রয়োজন হয়। ইংরাজী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন এই অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় যে কি ছিল, তাহা প্রকাশ্যে লেখা অপেক্ষা অনুভবের দ্বারা অধিক জানা যাইতে পারে।

আর দেখুন, পূর্ব্বে বঙ্গবাসী যে অসভ্য ছিলেন, তাহার পরিচয় যাহারা এখন সভ্য বলিতেছেন তাহাদেরও ভিতর লক্ষিত হয়। পূর্ব্ব পুরুষের চাল যাইবে কোথায়, যখন সকলে সভ্য হন নাই। কোন ক্রিয়া করিতে হইলে উত্তরীয় বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, যদি অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র বঙ্গবাসীদের থাকিত, তাহা হইলে খালি ক্রিয়ার সময় প্রয়োজন হইত না। বঙ্গবাসীরা আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহার কারণ আর্য্য ধর্ম্মের সভ্যতা রক্ষা হেতু অন্য সময়ে অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্রিয়ার সময় ও মৃত দেহ দাহ করিবার সময় অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র ব্যবহার করিতে বাধ্য হন।

চিতাতে মৃত দেহ রাখিবার পূর্ব্বে যাহা করেন, এবং মৃত দেহ চিতার উপর কি রকমে শায়িত করেন, তাহা কি এক বার মনে পড়ে

না। কোথায় আপনার সভ্যতা, সেই পূর্ব্ব পুরুষের ডেঁরে সেলাই কাপড় ও চারি হাত উত্তরীয় গামছা, ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না, যে বঙ্গবাসী ধাঙ্গড় ছিল, খালি আর্য্য ধর্ম্মের খাতিরে মৃত দেহেতে এই সভ্যতাটি লক্ষিত হয়। মুসলমান যত গরিব হউক না কেন, মৃতদেহ কবর দিবার সময় ভিক্ষা করিয়াও পরিষ্কার অধঃ ও উত্তরীয় বস্ত্র মৃতদেহে পরাইতে বাধ্য, কারণ সভ্য মুসলমান ধর্ম্মে অসভ্য বঙ্গবাসী দীক্ষিত হইয়াছে। যাহাদিগের জীয়ন্ত অবস্থাতে অধঃ ও উত্তরীয় কিম্বা খালি উত্তরীয় বস্ত্র অভাব হয়, তাহারা যদি সভ্য ধর্ম্মে, অর্থাৎ আর্য্য. বুদ্ধ, যোরাষ্টিয়ান, মোসাইক, খ্রীশ্চান, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে মৃতদেহ দাহ করা কিম্বা কবর দেওয়া কিম্বা ফেলিয়া দেওয়া উলঙ্গ অবস্থায় বিধেয় নয়, ইহার কারণ সকল দীক্ষিত ব্যক্তি অধঃ ও উত্তরীয় পরিধেয় বস্ত্রের সহিত দাহ কিম্বা অন্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হয়।

আর দেখুন, জগতে কোন সভ্য ধর্ম্মাবলম্বী মৃতদেহের অনাদর করেন। মৃত্যু সংবাদ পাইলেই যে অবস্থায় যিনি অবস্থিত করুন না কেন, তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়া মৃতদেহের নিকট উপস্থিত হন, এবং মৃতদেহের সহিত শেষ স্থান অবধি যান, শেষ-কার্য্য সমাধান্তে দুঃখের সহিত নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করেন। বঙ্গবাসীদের ঠিক বিপরীত কিনা, একবার অকপট হৃদয়ে বিবেচনা করিয়া বলুন।

আর দেখুন, বঙ্গবাসীদের মা, মাসী, পিসী, জেঠী, খুড়ী, ভগিনী চিৎপাৎ হইয়া অনাবরণে চিতার উপর হইতে স্বর্গে যাইতেছেন,

এইটী আর্য্যদের কোন সভ্যতাতে আছে। আর্য্যদের চৈত্যগৃহ—charnel-house ছিল সেটী কি একবার মনে পড়ে না। যদি কেহ আবরণের ভিতর দাহ কর বলিল, অমনি সমস্ত ধাঙ্গড় বঙ্গবাসী ধর্ম্ম নষ্ট করিল বলিয়া, হা হা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

আকর যাবে কোথায়। যতই বড় হউকনা কেন, গোড়ায় যে কলু ছিলেন, এখন ও সেই কলু আছেন. খালি এস্‌প্লাণ্ডি বোঁটে বাঁ আলু দিয়ে চিংড়ি মাচ এইটী বেশী হইয়াছে।

আর দেখুন, বঙ্গবাসিনীদের কোন প্রকার দুঃখ হইলে, পেটে ও বুকে আঘাত করেন। মস্তকের চুল ছিড়েন, এবং মাটীতে গড়াগড়ি দেন, ইহাকি আর্য্য সভ্যতাতে আছে, না রাক্ষস দিগের ভিতর ছিল।

আর দেখুন, আদ্য ঋতুতে নহবত বাজনা, চুন ও হলুদের শ্রাদ্ধ যথেষ্ট হয়। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, প্রতিবাসী ও অপর লোক সমূহকে গুলজার কার্য্য করিয়া জানান হয় যে, আমার কন্যা, ভগিনী, কিম্বা সম্পর্কীয় স্ত্রীলোকের আদ্য ঋতু হইয়াছে, এইটী বা কোন আর্য্য সভ্যতাতে বলে।

আর দেখুন, কাশীমিত্রের ঘাটে গাদা করিয়া যে হাঁসপাতালের মৃতদেহ দাহ করা হয়, এইটী কোন সভ্যতা। আমাদিগের দুই চারি হাত অধঃ বস্ত্র এবং এক দুই হাত উত্তরীয় গামছা আছে, কিন্তু এই সব মৃত দেহের উপর যে আদৌ কিছুই নাই এইটী কি ভাল।

বঙ্গদেশে মানী, গুণী ও ধনী বাঙ্গালী হিসাবে সম্প্রতি অনেক আছেন, এবং উহারা বলেন যে, আমরা মানী, গুণী ও ধনী যেহেতু

আমাদিগের এই সব মৃত দেহের উপর নজর নাই, যদি নীচ লোকের উপর নজর থাকিত, তাহা হইলে আমরা মানী, গুণী ও ধনী বলিয়া কথিত হইতাম না। এইটী যে অযথা নয় তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু যখন স্বদেশী ও স্বজাতি, তখন একটু নজর রাখা কি ভাল নয়। অনেক বোকচন্দ্র বলিতে পারে যে উহারা স্বদেশী ও স্বজাতি নন, কিন্তু বিহারী মিত্র কহে, উঁহারা যথার্থ স্বদেশী ও স্বজাতি হন, খালি গরিব ও ওয়ারিষন্ বিহীন বলিয়া এই দুর্দ্দশা ভোগ করেন।

বঙ্গদেশের সভ্যতা অত্যুৎকৃস্ট, কারণ একবার কোনও রকমে দুই চারিটী পয়সা হইলে হয়, দুই একটী সভাতে যাইতে পারিলে হয়, দুই এক কলম চালাইতে পারিলে হয়, তাহা হইলেই নিম্ন শ্রেণীর লোকের সহিত অনেক তফাৎ হইয়া যায়। গুলি সুতা ও অগুলি সুতা কিছুতেই মিলে না, যেমন মুসলমান ও হিন্দু, খালি তফাৎ এই, মুসলমানেরা পয়সা গ্রহণ করেন না, গুলি সুতারা করে।

বঙ্গদেশের প্রকৃতি অতি নীচ হয় কারণ গরিবকে কুকুরের মতন ব্যবহার না করিলে, প্রকৃত গুণী, মানী ও ধনী হয়না, মিথ্যা কি সত্য আপন আপন মুখ দেখুন। বঙ্গদেশে গরিবকে স্বজাতি ও স্বদেশী না বলা উচ্চ সভ্যতা, অপরকে ঘৃনা করা মহাগুণ, ইহার কারণ বোধ হয় সংস্কারটী স্বাভাবিক, আবার ঘৃণা না করিলে ও বঙ্গদেশে উচ্চ হয় না ইহাও আশ্চর্য্য রহস্য হয়। এই দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এত নীচ প্রকৃতি হয় যে, যথাযোগ্য মান্য দিতে আদৌ যানেনা। যদি কেহ সমভাব করিল মাথার উপর নাচিল,

কুকুরের মতন রাখিল গুণ গাহিল। বঙ্গদেশে এগুলেও নির্ব্বংশ পিছুলেও নির্ব্বংশ হয়।

বাঙ্গালা সভ্যতার কি হাওয়ার—বাতাসের কাপড় দেখিয়াছেন? বোধ হয় বলিবেন না। ভগিনী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা প্রায় উলাঙ্গিনী হইয়া অন্য বাটীতে নিমন্ত্রণ রাখিতে যান, স্ত্রীলোকদিগের বাহাদুরি যদিও বাটীতে ম্যানচেষ্টার ব্যবহার করেন, কিন্তু অন্যত্রে যাইবার সময় মাকড়সার জাল, কারণ তাহা না হইলে ধনীর বাটীর স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচিত হইবেন না।

গ্রামস্থিত স্ত্রীলোকদের জল সওয়া ও বিবাহের বরণ ও কেঁছনা ছোঁয়াটা দেখুন। পশ্চাতে ঢুলির ঢোল, কাঁসীর ক্যাং ক্যাং, আড় খেমটার রং, আর সম্মুখে লাঠির ঠ্যাং ঠ্যাং, বাবু কলিকাতায় আসিয়া বিএ লে ব্লে পড়িলেই, "হাম্ আর্য্য সন্তান হায়।" বিবাহের বরণ ডালার জিনিষ গুলি কি একবার দেখা হইয়াছে। বোধ হয় না, যে জিনিষ গুলি থাকে, সেই গুলি এখনও অন্ত্যজে ব্যবহার করিয়া থাকে। কাষ্ঠের চিরুণী, টিনের দর্পন, চরকার সূতা, পঞ্চ-কড়াই, কুলা, চালের গুড়ির শ্রী।

শুভকর্ম্মের বিতরণের জিনিষ দেখুন। সরিষার তৈল, হলুদ, মাসকলাই ও মৎস্য। চিন্তা-রহস্যতে তৈল ও হলুদের ব্যবহার দেখুন। মাস কলাই ও মৎস্য এদেশের প্রধান জিনিষ হয়, যাহাতে অদ্যাবধি বঙ্গবাসীরা বাঁচিয়া আছেন, জল বেশী বলিয়া এই দুইটী খুব বেশী হয়।

শ্রাদ্ধের লৌকিকতাটী উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ এইটী

পরস্পারের হয়। ইদানীং গ্রহণ করা হয় কিন্তু ফেরৎ দেওয়া হয় না। গুরু জনের শ্রাদ্ধের সময় ম্যানচেষ্টারের খাতিরে, গুরু জনকে নরকে বাস করানটী বিধেয় হয় না। বিবাহের আয়ুঃবর্দ্ধনের বস্ত্রগ্রহণ করা ভাল নয়, এইটী আর্য্য সভ্যতা নয়, কারণ সুতার বস্ত্র অশুভ হয়।

যিনি বর ও কন্যার যুক্ত অবস্থায় অন্দরে যাইতে পারেন, তিনি যৌতুক দিউন, কিন্তু সকল নিমন্ত্রিত লোককে এই কার্য্যে বাধ্য করা বিধেয় নয়। দুই চারি খানি বস্ত্রের খাতিরে, বর ও কন্যার অশুভ আহ্বান করা যুক্তি সিদ্ধ নয়। শ্রাদ্ধে, বিবাহে ও অন্যান্য ক্রিয়াতে কেহ নিমন্ত্রণ করিলে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ যুক্তি সিদ্ধ এবং যাহা তিনি দিবেন তাহাও গ্রহণ যুক্তি সিদ্ধ হয়, কারণ তিনি প্রস্তুত হইয়া দিতেছেন, কিন্তু ফেরত দিতে বাধ্য এইটী অসভ্যতা, কারণ তিনি প্রস্তুত নন।

বাটীতে পূজা উপলক্ষে প্রণামী গ্রহণটা ভাল নয়, এইটী দেবল প্রথা হয়, ইহার কারণ দেবলেরা আর্য্যদের ভিতর অত্যন্ত ঘৃণিত। অনেকে বলিতে পারেন, রিক্ত হস্তে দেব দর্শন বিধেয় নয়, এইটী খুব ঠিক, কিন্তু ভক্তি দানে দর্শন বিধেয় হয়। ফল ও বিল্ব পত্র দিয়া পূজাকরা লক্ষ গুণে ভাল, তত্রাচ একটী বৃথা উপলক্ষ করিয়া, পরের পয়সা গ্রহণ করাটি ভাল নয়। বঙ্গবাসীদের নীচ প্রকৃতির দরুন এই সব করা হয়, যদি উচ্চ প্রকৃতি হইত, তাহা হইলে করা হইত না। ধিক্ শত ধিক্ বঙ্গবাসীর সভ্যতা। যাহাদের কিছুই নাই পরের লইয়া কার্য্য, তাহাও যদি সমস্ত এক

হইত, তাহা হইলে বা এক দিন এক কথা চলিত, দশ জন দশ দিগে হয়।

বঙ্গবাসীদের ইউরোপিয়ানরা যে কুলি জজ্ ও কুলি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও অন্যান্য যাহা কিছু বলেন, ইহা যে অযথা তাহা নয়, কারণ চিন্তা-শীল হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, বোধ হয় বরং বিরক্ত না হইয়া সকলেই আনন্দ অনুভব করিবেন, উঁহারা যাহা বলেন, উহার প্রতিবাদ না করিয়া বরং ঐ সব দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত যাহাতে হয়, তাহার পথ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হয় কেহ বলিলেন, বঙ্গবাসীদের সুঠাম গঠন হয়না, ইহার প্রতিবাদ করা ভাল নয়, কারণ মহাভারত ও পুরাণ আনিয়া ফেলিতে হয়, ইহার অপেক্ষা ইদানীং সুঠাম গঠন কিসে হয়, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করা যুক্তি সিদ্ধ হয়। কেহ বলিলেন, মিথ্যাবাদী, স্বীকার করিয়া লওয়া অত্যন্ত ভাল হয়, কারণ পুনরায় আর উঁহারা বলিবেন না, যেহেতু মিথ্যা কথা আর কহিব না। কেহ বলিলেন, বঙ্গবাসীদের এক পোষাক, এক খাদ্য এক রং ও এক ধর্ম্ম নাই, ইহাতে উত্তর করা ভাল নয়, বরং নিস্তব্ধ হইয়া থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য হয়, যেহেতু আমরা যথাসাদ্ধ চেষ্টা করিব সর্ব্ব বিষয়ে কি প্রকারে এক হই! এক ও বহু কি অনুগ্রহ করিয়া চিন্তা-রহস্য পড়িবেন।

হায় রে বিধাতা, বঙ্গবাসীদের আপনি কেন বোবা করেন নাই, তাহা হইলে আর বলিতে পারিতেন না যে, আমরা আর্য্য সন্তান, আমরা সভ্য, বোবা না করিবার কারণ বঙ্গবাসীরা মহাত্মা আর্য্যদের শ্রী ভ্রষ্ট করিতেছেন। যাঁহারা এক সময়ে সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর

ছিলেন, যাঁহাদিগের সভ্যতাতে দক্ষিণবাসী বনের নর সভ্য হইয়াছিল, যাঁহাদিগের তলবারির ঝন্‌ঝনাতে মেরুবাসীরা ত্রাসিত হইত। যাঁহাদিগের কলমেতে উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, নাগর দোল্লার মতন চারিধারে অখণ্ড গোলাকারে ঘূর্ণিত হইত, যাঁহাদিগের রূপের ছটাতে বিদ্যুৎ ক্ষণেক প্রকাশিত, যাঁহাদিগের সুঠাম গঠনে বিদ্যাধরী মোহিত এবং যাঁহাদিগের সরলতাতে জগৎ মুগ্ধিত, আজ সেই মহাত্মা আর্য্যদিগকে বঙ্গবাসী নকড়া, ছকড়া করিয়া গর্ব্বিত। উঃ কি মনস্তাপ।

মেটো সীতারাম ডেঁরে সেলাই কাপড় ও চারি হাত গামছা ব্যবহার করিয়া, এবং সরিষার তৈল ও হরিদ্রা গাত্রে উদ্বর্ত্তন করিয়া, এবং মৎস্য, ভাত, তেঁতুল, কলমি শাক ও মাসকলাই ভক্ষণ করিয়া, এবং খড়ের কুটীরে বাস করিয়া আনন্দে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পুত্র, ৺গোকুললাল মিত্র, ইংরাজ বাহাদুরের পদসেবা করিয়া লবণের কর্ত্তা হন, যাহাতে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, নাম, যশ, কীর্ত্তি ও বাগবাজার মিত্র বংশ স্থাপন করেন। ৺নিমাই চরণ মল্লিকের জেষ্ঠ পুত্র ৺গোপাললাল মল্লিক এই কার্য্য ৺গোকুল লাল মিত্রের মৃত্যুর পর করিয়া ছিলেন। ৺গোকুল লাল মিত্র মিত্রবংশের ভিতর প্রথম ও প্রধান ধনী হন।

[ মহাত্মা পুরন্দর খাঁ বসু বংশের ভিতর প্রথম ও প্রধান ধনী হন, যদি বঙ্গের কায়স্থের ভিতর বলা হয়, তাহা হইলেও অত্যুক্তি হয় না, অর্থাৎ তিনিই বঙ্গের কায়স্থের ভিতর প্রথম ও প্রধান ধনী, মানী ও গুণী হন। তিনি প্রথম বঙ্গের কায়স্থের মেল বন্ধ করেন,

মেল—মিল—মিলন অর্থাৎ বিবাহ নিয়ম করেন। পূর্ব্বে আজ-কালকার মতন বিবাহের নিয়ম কিছুই ছিলনা, অর্থাৎ পঞ্চ আগত কায়স্থ, ষষ্ঠ আদিম-মূলবাসী কায়স্থ ও বাহাত্তর অন্য কায়স্থ পরস্পরে বিবাহ করিতে পারিত এবং বরাবর দ্বাদশ পর্য্যা পর্য্যন্ত বিহারেব আদান প্রদান পরস্পরে এইরূপ চলিয়া আসিয়াছিল। ত্রয়োদশ পর্য্যাতে মহাত্মা পুরন্দর খাঁ মেল বন্ধ করিলেন, অর্থাৎ কাহার সহিত কাহার বিবাহ হইবে ও হইবেনা ঠিক করিলেন। মূলে মূলে অর্থাৎ আদিমে আদিমে অর্থাৎ মৌলিকে মৌলিকে কিম্বা মৌলিকে বাহাত্তরে আর বিবাহ হইবে না, ইহার কারণ তিনি আপনার পুত্রকে বানী কান্ত দত্তের ভগিনীর সহিত বিবাহ দিয়া, প্রথম আদ্যরস স্থাপন করেন, এবং তিনি বানী কান্ত দত্তকে মাল্য-ধর খেতাব দেন, এবং পরে ঐ মাল্যধর খেতাব গোষ্টীপতি খেতাব বলিয়া জন সমাজে কথিত হয়। মহাত্মা পুরন্দর খাঁ এই নিয়ম করিলেন, "যে কেহ মৌলিক কিম্বা বাহাত্তর বানী কান্ত দত্তের বংশ হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেক, তাহাতেই গোষ্টীপতি খেতাব যাইবেক, এবং যতদিন পুনরায় তদবংশ হইতে অন্য মৌলিক কিম্বা বাহাত্তর কন্যা গ্রহণ না করিবেক, ততদিন সেই বংশে গোষ্টীপতি খেতাব থাকিবেক, এবং গ্রহণ করিলেই, গ্রহণ কর্ত্তাতে গোষ্টীপতি খেতাব হইবেক।" তদবধি তিনি মৌলিকে মৌলিকে ও মৌলিকে বাহাত্তরে বিবাহ বন্ধ করিলেন। এই গোষ্টীপতি প্রথমে বানীকান্ত দত্ত হন, ইহার পর অষ্টাদশ পর্য্যাতে মজুমদার বংশে যায়, তাহার পর মজুমদার বংশের কন্যা সিংহ বংশে আসিলে, সিংহ গোষ্টীপতি

হন, তাহার পর সিংহের কন্যা দেববংশে আসিলে স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব গোষ্ঠীপতি হন, এবং উঁহার বংশধরেরা এখনও গোষ্ঠীপতি আছেন।

ঘোষ বংশের ভিতর লোচন ঘোষ প্রথম ও প্রধান ধনী হন। দত্ত বংশের ভিতর মদন দত্ত প্রথম ও প্রধান ধনী হন। গুহ বংশের ভিতর কচুরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা প্রতাপ আদিত্য প্রথম ও প্রধান ধনী ও বাঙ্গালীর ভিতর বীর্য্যবান পুরুষ হন।]

৺গোকুল লাল মিত্র তাঁহার পিতা অপেক্ষা কিছু সভ্য হন, কারণ ছুলি ও দাদ তাঁহার অভাব হয়, কুচ কুচে কাল অভাব হয়, ফুল পুকুরের কিম্বা কটকের চটী পাদুকা হয়, পাড় বিহীন ধুতি অধঃ বস্ত্র হয়, এবং উড়ানি তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র হয়, এবং মাথা কামান মধ্যে অর্দ্ধ হাত লম্বা শিখা তাঁহার মস্তকের শোভা হয়। তিনি মদন মোহন প্রেমে ঢল ঢল প্রেমধারী হন, নিরামিষ ভোজী. ও পালকীযান আরোহী হন। তিনি বাটীতে কোন কার্য্য উপলক্ষে, চম্‌কা আলোকের মধ্যে মসাল ব্যবহার করিতেন, চিড়া মুড়কী, থই, গুড়, নারিকেল নাড়ু দিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে মধ্যাহ্ন ভোজন করাইতেন। তিনি অন্তে মদন মোহনের সম্মুখে সুরধনী তটনীরে দেহত্যাগ করেন, এবং তাঁহার স্ত্রী সেই চিতাতে সহমরণে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ৺জগন্মোহন মিত্র, আর কিছু সভ্য হইলেন, কারণ বাহিরের পয়সাতো আর ঘরে আসিল না, বরং ঘরের পয়সা বাহির হইতে লাগিল। তিনি পোষাকে, আচারে, ব্যবহারে ও দর্শনে, পিতার অপেক্ষা অনেক উচ্চ হইলেন,

কিন্তু বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না, শীঘ্রই যম সদনে চলিলেন।

ইংরাজী দশ উর্দ্ধ অষ্টদশ শততম খৃষ্টাব্দে ৺গোকুল লাল মিত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পৌত্র ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্রের উপর অন্য পৌত্রেরা বিষয় বণ্টনের দরুন্ মহামান্য সুপ্রিম্ কোর্টে এক নালীস রুজু করেন, এই সময় নয় বীর বর্ত্তমান, তন্মধ্যে ৺রসিক লাল মিত্র নাবালকের কারণ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺হরলাল মিত্র রক্ষক পদে নিযুক্ত হন। সভ্যের শিরোমণি হইলেন, তদকারণ সভ্যতার ও চূড়ান্ত দশা লাভ করিলেন, পোষাকে, আহারে ও ব্যবহারে, গোড়া সমস্তই ভুলিলেন, এবং কাশী মিত্রের ঘাট ও নিকট আসিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ব্বের ভাবের বীজ ও রোপন হইল।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ৺রসিক লাল মিত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে বিষয় বণ্টন করিয়া লন, কিন্তু তখন মূল বিষয়ের বার আনা সভ্যতাতে খাইয়া ফেলিয়াছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এখনও বণ্টন নামেতে Baboo দেখিতে পাইলাম না, তিনি আর সভ্য হইলেন না, পৈচকের ব্যবহার রাখিলেন, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সূক্ষ্মভূতে মিলাইয়া গেলেন।

পুত্রেরা সভ্য হইলেন, অর্থাৎ আলোকে আসিলেন, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ বিহারী লাল মিত্র সভ্যের চূড়ান্ত হইল অর্থাৎ প্রকৃত Baboo হইল। আর ডেঁরে সেলাই কাপড় নাই, চারি হাত গামছা নাই, ছুলি ও দাদ নাই, মাথায় চৈতন নাই, নামাবলি নাই, তিলক নাই, তেঁতুল ও কলমি শাক নাই, ছুঁত হাড়ির কালী নাই, পালকী

যান নাই, কেবল বহুরুপী হইল। মাথায় কাকপক্ষ ধরিল, মেজে ঘসে সুন্দর হইল, পলাণ্ডু, কাট্‌লেট্‌, গ্রীল্‌, হাপ্‌রোষ্ট, কোপ্তা, কোর্ম্মা, বরাণ্ডী, সেবা চলিল। চারি ধারে সকলেই Baboo বলিল, কিন্তু গোড়া সমস্তই ভুলিল, যেমনি ভুলিল অমনি পূর্ব্ব পুরুষ আবার ঘুরে ফিরে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

**একের** কি আশ্চর্য্য রহস্য। আবার যেমন স্বভাবের আশ্রয় লইল, ক্রমান্বয়ে পুনরায় উচ্চে উঠিতে সুরু করিল। স্বভাব করিলে স্বভাব, অভাব করিলে অভাব, সমস্তই নিজের হস্তের মুঠার ভিতর হয়। স্বভাব ছাড়িওনা, অভাব ও হইবে না। জমা ও খরচ ঠিক্‌ রাখিলে বরাবর ঠিক থাকিবে।

আমি যে Baboon হইতে Baboo কথার উৎপত্তি করিয়াছি কেন জানিতে পারিলেন। বঙ্গবাসীদের পুরুষানুপুরুষক্রমে পরিবর্ত্তণ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ইংরেজ বাহাদুরের বঙ্গদেশে আগমনাবধি যত দেখিতে পাওয়া যায়, এত পূর্ব্বে লক্ষিত হইত না, বোধ হয় ইহার কারণ আর কিছুই নয়, ইংরাজ বাহাদুরেরা যত উদার হইয়া বিদ্যা দান করিতেছেন, পূর্ব্বেকার রাজারা তত করিতেন না। আর ইংরাজ বাহাদুরের সময় বঙ্গবাসীরা যত অর্থ উপার্জ্জনের সুবিধা পাইতেছেন, পূর্ব্বে এত পাইতেন্‌ না। আর ইংরাজ বাহাদুরের সময় বঙ্গবাসীরা মনের স্বাধীনতা যত ভোগ করিতে পারিতেছেন, পূর্ব্বে তাহা পাইতেন না। যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, খালি পেনেল কোড বাদ দিয়া, কেহই বাঁধা দিবার নাই, খালি গরিব হইলেই কিছু ঠেকা ঠেকি হয়। বানরের

মতন অত্যন্ত চঞ্চল দেখি, তাই Baboo শব্দটী Baboon হইতে করিয়াছি।

দিগ্বিজয়ী। আপনি কি মাথা মুণ্ড বকিলেন, আপনি যে আমায় বালক বলিয়া ছিলেন, তাহার বিষয় কিছুই বলিলেন না।

ক্রেতা। যখন ভ্রূণ মাতৃ গর্ভে থাকে, তখন দার্শনকি হইতে পারে না, [অনেক বোকচন্দ্র আছে তাহারা বলিবে কেন পারেনা. যখন বীজে যাহা থাকে, বৃক্ষে তাহাই থাকে, তাহা না হইলে কি করিয়া হয়। এই স্থানে সূক্ষ্মের সহিত তুলনা হইতেছে না, স্থূলের সহিত ইহা নিশ্চয় জানিবে] ক্রমে যখন মাতৃ গর্ভ হইতে বাহির হয় তখন আহার নিদ্রা বই আর কিছুই থাকে না। ক্রমে স্বাভাবিক জ্ঞান হইলেই ভয় ও মৈথুন আসিয়া যোগ দেয়, এই চারিটী বালকের লক্ষণ হয়। জঙ্গলবাসীদের কেন অসভ্য বলে, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, জঙ্গলবাসীরা বালক, অর্থাৎ এই চারিটীর উপর নির্ভর করে।

দিগ্বিজয়ী। আপনি কি আমায় অসভ্য বলেন না পশু বলেন।

ক্রেতা। আপনাকে আমি অসভ্য বলিব কেন, যখন আপনি সভ্যের প্রধাণ সভ্য মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এবং আপনাকে পশু বলিব কেন, যখন আপনার চারি পা ও ল্যেজ নাই। তবে কি জানেন, একের কৃপা যে তিনি বিহারী মিত্রকে ঘাষ ভক্ষণকারী করেন নাই, কেননা তাহা হইলে বাঙ্গালার সমস্ত বন্য পশু লোপ হইত, ইহার কারণ বোধ হয় তিনি

মনুষ্য আকার করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবহারে পশুর মতন, অর্থাৎ বালকের মতন আছে।

দিগ্বিজয়ী। আপনি যে এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, এইটী উপহাস্যের ভিতর আনিলেন। আপনি ইহা কি জানেন?

ক্রেতা। কিছু কিছু জানি বই কি, সেই জন্যেইত বালক বলিয়াছি। সর্ব্বত্র এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, জগৎ এই শব্দটী যদি মোটা অর্থ কর তাহা হইলে বহু রূপান্তর দেখিতে পাইবেন, কিন্তু সমস্তই জগৎ রাখিলে আর দেখিতে পাইবেন না। পৃথিবীতে দুইটী মত আছে, কিন্তু শাখা প্রশাখা এত বেশী যে, তাহার ইয়ত্ব নাই। প্রথমটী অনন্ত অর্থাৎ নিরাকার, দ্বিতীয়টী কর্ত্তা অর্থাৎ সাকার। যদি কেহ নিরাকার বলিয়া উপাসনা করিল, তাহা হইলেই তিনি বালক হইলেন, কারণ নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না। কার্য্য থাকিলেই কারণ চাই, এবং কারণ থাকিলেই কার্য্য চাই, জন্ম থাকিলেই মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যু থাকিলেই জন্ম হয়।

দিগ্বিজয়ী। নিরাকারের উপাসনা হইবে না কেন? যখন মন দিয়া করিতেছি। মনের তো আকার নাই, আপনি বলিয়াছেন, নিরাকারে নিরাকার দিয়া উপাসনা করা উচিত, সাকারকে সাকার দিয়া উপাসনা করা বিধেয়, তবে এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এই উপাসনার দোষ কি?

ক্রেতা। সাধেকি বালক বলিয়াছি? হাড়ি কলসীর কিছু উপর গিয়াছেন। মনের আকার নাই এইটী কি হইতে পারে। আকার না হইলে চিন্তা করিব কি করিয়া, ব্যোমের ও আকার

আছে, ইহার কারণ শব্দ ব্রহ্ম কথিত হয়। যাহার আকার আছে তাহার উপাসনা আছে, যাহার আকার নাই তাহার উপাসনা নাই। চিৎ—মন যাহা দ্বারা. আমরা চিন্তা—মনন করি. যদি চিতের—মনের অভাব হইত. তাহা হইলে আমরা আর চিন্তা—মনন করিতে পারিতাম না। মহাজনেরা সাধন শাস্ত্রে এই চিৎকে-মন কে. লইয়া বিচার করিয়াছেন। মন উল্লুক গড়িতে পারে, মন আবার সাধু তৈয়ার করিতে পারে. মনকে একটী বিষয় দিলে. এক মন হইতে পারে, এক মন হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে. কার্য্য সিদ্ধি হইলে কারণের নিকট আসন হইতে পারে, কারণের নিকট আসন হইলে, নিজে কারণ হইতে পারে, নিজে কারণ হইতে পারিলে, জগতের বিষয় হইতে পারে, বিষয় হইতে পারিলে, জগতের মনকে আহার দিতে পারে, মনকে আহার দিতে পারিলে. কার্য্য করিতে পারে, কার্য্য করিতে পারিলে, সিদ্ধি হইতে পারে, ইহার কারণ বলিয়া থাকে, যে রকম ভাবনা যার সে রকম সিদ্ধি তার। আপনি উপাসক, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" উপাস্য বিষয়, এইত দুই রহিয়াছে. এবং উভয়েরই আকার রহিয়াছে। যদি নিরাকার হইত চিন্তা রহিত হইত, কথা রহিত হইত, জন্ম ও মৃত্যু রহিত হইত, যদি এই কয়েক টী হইল তাহা হইলে উপাসনা করে কে এবং উপাস্যইবা কে?

দিগ্বিজয়ি! এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই হাটে আনিলে হইবে না, বৃহৎ মাঠ চাই, খড়ের মাঠ. না, কুরুক্ষেত্রের মাঠ, না, সাহারার মরুভূমির মাঠ. না, ব্রহ্মাণ্ডের মাঠ, তাহা হইলেই সব মাঠ হইল। মনুষ্য নাই, জন্তু নাই, স্বেদজ নাই, অণ্ডজ নাই, উদ্ভিদ নাই, খালি

ব্রহ্মাণ্ডের মাঠ, যদি এই হইল, উপাসক ও উপাস্য কোথা রহিল, কার্য্য ও কারণ কোথা রহিল, জন্ম ও মৃত্যু কোথা রহিল, সাকার ও নিরাকার কোথা রহিল, স্ত্রী ও পুরুষ কোথা রহিল, বিদ্যান ও মূর্খ কোথা রহিল, কালা ও ধলা কোথা রহিল, স্বাধীন ও পরাধীন কোথা রহিল, বেদান্তের ইহাই সর্ব্ব সার, এবং ইহাই জ্ঞান ও বিজ্ঞান যে আত্মাই স্বভাবতঃ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী আত্মা। যদি আমিই সর্ব্ব তাহা হইলে তিনি কোথা, আর যদি তিনিই সর্ব্ব তাহা হইলে আমি কোথা, আর যদি ব্রহ্মই সর্ব্ব, তাহা হইলে দিগ্বিজয়ী বা কোথা, হাটই বা কোথা, খরিদার ও বিক্রিদারই বা কোথা।

দিগ্বিজয়ি! যদি কেহ এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই বলিল, অমনি বিহারী মিত্র নাম ঘুচিল, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই আসিল। যদি কেহ শব দেখাইল, যদি বলিল রূপান্তর, অমনি রূপান্তর হইল অর্থাৎ আর এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই রহিল না। যদি কেহ দেশের রাজচক্রবর্ত্তীকে দেখাইল, যদি মর্য্যাদা দিল, অমনি এক ব্যতীত দিতীয় নাই ইহাও মর্য্যাদা হারাইল। যদি কেহ খয়ে গখুরা, সর্প ক্রোড়ে দিল, বাপোলা মা গেলাম বলিল, অমনি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই বুলিটীও গেল। তবে যিনি তন্ময় হইলেন, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই রহিলেন। মোট কথা দ্বিতীয় কিছুই থাকিবে না। সংসারে দ্বিতীয় না করিয়া কি কেহ চলিতে পারে, ইহার কারণ আমি আকারকে কার্য্য ক্ষেত্রে ব্রহ্ম নিরুপণ করিতেছি, এবং তর্ক ক্ষেত্রে নিরাকার করিতেছি। দ্বি হইলেই আকার হইল, এক হইলে আর আকার নাই, তাহার ও যুক্তি দেখুন, ভেদ জ্ঞানই

আকার। ভেদ ব্যতীত কিছু কি দেখিতে পাওয়া যায়, যদি বল না, তাহাতেও নিস্তার নাই, কারণ দ্বি হইল, ভেদ ও অভেদ, অস্তি ও নাস্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই এই লইয়া, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই হইতে হইবে। যদি বলিতাম মৃত্যুকালাবধি করিতে হইবে, অমনি দোষ পড়িত, কারণ জন্ম হইল, জন্ম ও মৃত্যু দ্বি আসিল, কার্য্য ও কারণ থাকিবেনা, কারণ কার্য্য ও কারণ দ্বি কথিত হয়। গুরু ও শিষ্য নাই, স্ত্রী ও পুরুষ নাই, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম নাই, জ্ঞান ও অজ্ঞান নাই, আলোক ও অন্ধকার নাই, উপাস্য ও উপাসক নাই, খালি এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। আহা! মরি, মরি, কি উচ্চ দর্শন, যে দর্শনের তর্ক নাই, অন্য যত দর্শন জগতে আছে সমস্তেরই তর্ক আছে, শেষ মীমাংসা নাই, কিন্তু "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," ইহার অবধি নাই, অর্থাৎ অনন্ত। যে ধার দিয়া উঠ সেইধারে পুনরায় আইস, অখণ্ড গোলাকার নাগর দোল্লার ঘোর পাক। উঠিতেছে, পড়িতেছে, পড়িতেছে আবার উঠিতেছে, সর্ব্ব দিক সমভাব, অভাব ন স্বভাব এক ভাব। জগতে যাহারা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" জানিয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারক জগতে দার্শনিক কোথায়, যাঁহারা প্রেমিক তাঁহারাই ধর্ম্মাবতার। হর, বুদ্ধ, মোজেস, জোরেষ্টার, ক্রাইষ্ট, মহম্মদ, ইহাঁরা সকলেই প্রেমিক হন, এবং ইঁহাদের দ্বারাই এই জগৎ চলিতেছে। জগতে যত দার্শনিক আছে সকলেই ইঁহাদের শিষ্য, কেহ প্রকাশ্য কেহ অপ্রকাশ্য, যাহারা অপ্রকাশ্য, তাহারা জানেনা, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" কাহাকে

বলে, যদি জানিত তাহা হইলে ধর্ম্ম ভাঙ্গিত না। আকার না ধরিলে সৃষ্টি আইসে না। তিনি বলিলেন, অমনি হইল, তর্ক নাই, যুক্তি নাই, ইহার অপেক্ষা উচ্চ দর্শন আর কি আছে, কারণ সমস্তই এক, তবে যখন জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয় সাধারণ চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায়, রুপান্তর হউক আর যাহাই হউক, তখন তিনি কর্ত্তা হইলেন, এবং চকিতের মধ্যে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু মূল ঠিক রাখিলেন অর্থাৎ অনন্ত রহিলেন।

ওম বাল্মীকি, ওম ব্যাস, আপনারা কি শুভক্ষণে মাতৃ গর্ভে স্থান লইয়া ছিলেন, আপনাদের দ্বারাই আর্য্য মাতা একবার জগতের ভিতর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি আপনারা, এক হরকে হরিনামের দ্বারা রাম ও কৃষ্ণ না করিতেন, অর্থাৎ যুগে যুগে বিষ্ণু অবতার না করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে কি আর শৈব ধর্ম্ম থাকিত। আপনাদের এই হরিই ধর্ম্ম, এবং হরিই কর্ম্ম, এবং হরিই সংসার, হরি না থাকিলে কি সংসার হইত। সংসারই হরি, সংসারই কর্ম্ম, সংসারই ধর্ম্ম। আবার আপনারা যদি ব্রহ্ম গীতাতে ও বেদান্তে মাথা পরিষ্কারের বিচার না করিতেন, যে সমস্তই এক, "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," তাহা হইলে কি আর জগতে দর্শন থাকিত। হে দিগ্বিজয়ি! আপনি মানব ধর্ম্ম গ্রহণ করুন, নিরাকার ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিউন, কারণ ব্যবহারে নিরাকার ধর্ম্ম চলেনা, দর্শনে আকার ঠিক হয়, উচ্চ দর্শনে নিরাকার ঠিক হয়। আকার না হইলে উপাসনা হইতে পারে না, আপনি দেহকে উপাসনা করেন না, গুণ কে করেন। যদি দেহকে করিতেন, তাহা

হইলে গুরু ও শিষ্য প্রভেদ হইত না। দেহ ধারী সকলে হন, গুণী সকলে নন্। মনুষ্য সকলে, কিন্তু রাজা সকলে নন্। অতএব হে দিগ্বিজয়ি! আপনি গুণের আদর করুন্। গুণের আদর করিলেই ক্রিয়ার আদর করিতে হইবে, ক্রিয়ার আদর করিলেই পূজার আদর করিবেন। পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন বুঝিবেন, চাল, কলা ও ঘণ্টা নাড়া বুঝিবেন না।

দিগ্বিজয়ী। আপনি ব্রহ্মের আকার আছে বলেলেন, এইটি কি রকম হইল, যখন ব্রহ্ম নিরাকার চিরকাল কথিত হয়।

ক্রেতা। আমি যাহা বলিলাম আপনি তাহা কিছুই বুঝিলেন না, কারণ আপনি বালক। বুক্নিতে কিছুই হয় না, দর্শনেতে কিছুই হয় না, স্বাভাবিক না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যেটী উচ্চ সেটী স্বাভাবিক, যেটী নীচ সেটী কৃত্রিম। এক একটী মহাজন স্বভাব সিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা একটী পথ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যেরা দার্শনিক হইয়া, গুরুর মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া, আর বেশী গোল মাল আনিয়া ফেলিয়াছেন। প্রশিষ্যেরা আর কত, বুক্নি ওয়ালারা আর কত, হুজুগেরা আর কত যোগ দিয়াছেন, এই রকমে ডাল পালা দিতে দিতে এক মহা কল্প বৃক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, বাস্তবিক কল্প বৃক্ষ বলিয়া একটী প্রকৃত বৃক্ষ নাই। প্রকৃতকে অপ্রকৃত করিলে, কিম্বা অপ্রকৃতকে প্রকৃত করিলে, যেমন ইতঃনষ্ট ততঃভ্রষ্ট হইতে হয়, আপনার ঠিক ঐরূপ হইয়াছে, কারণ একুল ওকুল দুকুল হারাইয়াছেন। নিরাকার তাহাও জানেন না, সাকার তাহাও জানেন না, ব্যক্তিগত তাহাও জানেন না, খালি বুক্নি "এক

ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," এইটী মুখস্থ জানেন। "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ইহা অপেক্ষা আর কিছুই নাই, কারণ মীমাংসার স্থলে মীমাংসিত, অন্য সকল দর্শন মীমাংসার স্থলে সন্দিত। যদি সর্ব্ব এক বল, সমস্ত বালাই দূর হইল, কিন্তু উত্তর করিলেই দোষ পঁহুছিল, ইহার কারণ, বোবা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কথিত হইল। যদি আমি বোবা এই জ্ঞান রহিল, তাহা হইলে আবার দোষ আসিল, কারণ ন—বোবা আর একটী দোষ আসিল, অর্থাৎ ভেদ জ্ঞান আসিল, এক রহিল না।

ব্রহ্ম নিরাকার অর্থাৎ ব্যক্তিগত সাকার নয়, যাহা স্বাভাবিক দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্যের মৃত্যু হইলে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি কেহ সেই মুর্ত্তি লইয়া প্রাণ প্রতিষ্টা করাইয়া, জীয়ন্ত মনুষ্যের মতন উহাকে ব্যবহার করে, তাহাই মূর্খতা, কারণ সে মুর্ত্তি কিছুই নয় থালি স্বাক্ষীগোপাল। আবার দেখুন, ঐ মূর্ত্তি লইয়া সূক্ষ্ম আনিলে, আবার সব ঠিক আসিল। কেননা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।" যদি সমস্তই এক তবে দ্বি আইসে কি করিয়া, ইহাতে তর্ক করিলে নিজে দ্বি হইল, এবং "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" ঘুচিল, সংসারে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" চলিতে পারে না। সংসারে এক ধর্ম্ম, এক রং, এক পোষাক, এক খাদ্য, এইটীই "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই." কারণ স্থূলে এক শিক্ষা আবশ্যক, যাহা পরে এক সংস্কারে বদ্ধ হইতে বাধিত হয়। যে দিন এক সংস্কার আসিল, সেই দিনই এক কর্ত্তা আসিল, কারণ অন্ধ রহিল না। দর্শন আসিল, দর্শন আসিলেই কার্য্য ও

কারণ আসিল, কার্য্য ও কারণ আসিলেই বহু চিন্তা আসিল, বহু চিন্তা আসিলেই মীমাংসার প্রয়োজন হইল। মীমাংসার প্রয়োজন আসিলেই চারিধারে দর্শন পড়িল, চারিধারে দর্শন ছুটিলেই আনন্দ রহিল না, আনন্দ বন্ধ হইলেই একটীকে কর্ত্তা ধরিল, যেমনি ধরিল অমনি মীমাংসা হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসিল। ব্রহ্ম কর্ত্তা হইল, তিনি অন্ধকারেতে আলোক বিতরণ করিলেন, অর্থাৎ তিনি বহু হইলেন, কিম্বা তিনি পুত্র রূপে সৃষ্টি করিলেন, আর গোলমাল রহিল না, এই বার যাহা প্রশ্ন ও উত্তর করিবেন সমস্তই দর্শনে মিটিবেক। কিন্তু এইটী দ্বি, কর্ত্তার কর্ত্তা আছে, কার্য্যের কারণ আছে, বিশ্বাস এই স্থলের মীমাংসক। কিছু নাই, অথচ কিছু হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি হওয়া এইটিই আকার বাদী। বিহারী মিত্র ইহাকে আকার বলে। এইটীও পূজার কিম্বা উপাসনার যোগ্য নয়, এইটী দর্শনের যোগ্য পদার্থ হয়।

আর্য্য, ইজিপ্ট, পারস্য, গ্রীক, রোম ও অন্যান্য দার্শনিকেরা, ইহাই মীমাংসা করিয়াছেন যে, কর্ত্তা কিছু নাই হইতে কিছু অর্থাৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বাস্তবিক এইটী যে উচ্চ দর্শন তাহার আর কোনও ভুল নাই। তিনি বলিলেন, অমনি হইল, তিনি বলিলেন, আলোক হও, অমনি হইল, আর তর্ক নাই, সমস্তই মীমাংসিত, কিন্তু গোলমাল করিলেই পুনরায় গোলমাল বাড়িল, যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গ বৃদ্ধি পায়। একের সহিত অপর আঘাতিত হইলে ক্রমে আঘাত বৃদ্ধি পায়, পাইতে পাইতে এত বৃদ্ধি পায় যে, শেষে প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রলয় আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে শান্তি

উপস্থিত হয়, এই শান্তিই আদি, এই শান্তির আদ্য ফলই স্থিতি, এই শান্তির চুড়ান্তই প্রলয়, কিন্তু বাস্তবিক অনাদি।

অনাদি না আনিলে মীমাংসা কোথায়, যাহা অনাদি, তাহা আদি, স্থিতি ও প্রলয় রহিত, যদি তিনটী রহিত হইল, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণ রহিত হইল, কার্য্য ও কারণ রহিত হইলে অনন্ত হইল, অনন্ত হইলে "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই" আসিল, ইহাতে কাহারই দন্তস্ফুট করিবার ক্ষমতা নাই, ইহার কারণ সমস্তই অলীক অর্থাৎ মায়া বলিয়া কথিত, কারণ সমস্তই **এক** অর্থাৎ "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," যাহা আমরা মনন করিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি ও ধ্যান করিতেছি, তাহাই মরীচিজল সন্নিভ। আবার আকার না করিলে সৃষ্টি কর্ত্তা আইসে না, ইহার কারণ বিহারী মিত্র বলিতেছে, মনন করুন, স্থূল তার পর দেখুন, তার পর ধ্যান করুন, কি সূক্ষ্ম যুক্তি, ইহাকি বুক্নির কার্য্য মীমাংসা করা, না শিষ্যের প্রশিষ্যের কার্য্য সিদ্ধি করা, না পেটের দায়ে মরি সম্পাদকের কার্য্য সমালোচনা করা, না পকেট ভরা বক্তৃতা ওয়ালার কার্য্য নিষ্পন্ন করা, যিনি স্বভাব সিদ্ধ প্রকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই এক ও বহু ঠিক করিতে ক্ষমতাবান হন। দিগ্বিজয়ি! যদি বালক ছাড়িয়া যুবা হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বিহারী মিত্র যাহা বলে, তাহা শুনুন. ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

দিগ্বিজয়ী। আপনি সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ই বলিতেছেন, কিন্তু আমি ধরিতে পারিতেছি না। আপনিঅনুগ্রহ করিয়া যাহাতে ধরিতে পারি এমন করিয়া বলুন।

ক্রেতা। আপনি চিন্তা-রহস্য, প্রেম-রহস্য, কথোপকথন-রহস্য ভাল করিয়া পড়ুন, শেষে সংসার-রহস্য পড়ুন, তাহাতেও যদি না বুঝিতে পারেন, অভিমান ত্যাগ করিয়া বিহারী মিত্রের নিকট আসুন, বিহারী মিত্র সাদরে গ্রহণ করিবেক। বিহারী মিত্রের গ্রহণ কিছুই নাই এবং ত্যাগ ও কিছুই নাই, খালি বিহারী মিত্র। বিহারী মিত্রের অহং ভাব অত্যন্ত বেশী, কারণ পূর্ব্বে বিহারী মিত্র বলিয়াছে যাহা আপনি বিক্রিদারের নিকট হইতে শুনিয়াছেন, "যদি কেহ বিহারী মিত্রের নিকট এমন কি এক লইয়া হিমালয়ের মত অচল হইয়া আইস তথাপি মাকড়সার জালের মতন দূরে নিক্ষিপ্ত হইবেক, নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

দিগ্বিজয়ী। আপনি সমস্তই বিপরীত বলিতেছেন, কারণ সকলেই অহং ত্যাগ কর বলিতেছেন, আপনি অহং গ্রহণ কর বলিতেছেন, এবং নিজে স্বয়ং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পূর্ণ অহং ভাব ধরিতেছেন. এটি কি আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রেতা। অহং না হইলে আকার হয় না, অহং আছে বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় রহিয়াছে, অহং আছে বলিয়া বিহারী মিত্র আছে, বিহারী মিত্র আছে বলিয়া ব্রহ্ম কর্ত্তা আছে। অহং আছে বলিয়া কার্য্য ও কারণ আছে, জন্ম ও মৃত্যু আছে, অন্ধকার ও আলোক আছে, কালা ও ধলা আছে. স্বাধীন ও পরাধীন আছে, জয় ও পরাজয় আছে, দলাদলি আছে মূর্খ ও পণ্ডিত আছে, গুরু ও শিষ্য আছে, পশু ও মনুষ্য আছে, স্ত্রী ও পুরুষ আছে। বিহারী মিত্রের পূর্ণ অহং ভাব আছে বলিয়া স্থূলে ভেদ জ্ঞান আছে,

এবং নিরেট মূর্খ হইয়া অসভ্য বঙ্গ মহলে স্পষ্টাক্ষরে হাবুডুবু দেখাইতেছে। লাক্ ডুবা ডুব্ ডুব্ অর্থাৎ ডুবিয়া ও উঠিয়া আর নাকানি চুবানি খাইওনা, শীঘ্র তলাইয়া যাও, এবং শান্তি ভোগ কর। ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা কি করিয়া হইল বুঝিতে পারিলেন কি? বোধ হয় না, খালি অহং ভাবের দরুন ব্রহ্ম কর্ত্তা হইল অর্থাৎ আকার হইল। যেমনি আকার হইল, অমনি সৃষ্টি হইল। কি মজার রহস্য এক বার প্রাণ ভরিয়া অন্তরে ও বাহিরে দেখুন।

কোথায় ব্রহ্ম নিরাকার না কোথায় সাকার হইল, ইহা কেবল অহং জ্ঞানের ফল, যদি অহং জ্ঞান না থাকিত, তবে কি দর্শন হইত। যতক্ষণ অহং, ততক্ষণ দর্শন। অহং লোপ, বিহারী মিত্র লোপ। সমস্তই **এক**, যখন এক তখন ঘুরে ফিরে তাই, তাই, তাই অর্থাৎ "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।" দিগ্বিজয়ি! আপনাকে একটী সহজ কথা বলি, যদি আপনি বুঝিতে পারেন। নিরাকার কি করিয়া সাকার হয়, এবং আকার উপাসনা করিয়াও নিরাকার কি করিয়া বলেন। তবে শুনুন:—

খয়ের স্ত্রী অসতী অর্থাৎ মায়াবতী। অসতী আদিতে বর্ত্ত-মান রহিয়াছে। অসতী না হইলে আকার হয় না, যে দিন অসতী হইয়াছে, সেই দিনাবধি আকার হইয়াছে। আকারাবধি সৎ ও অসৎ রহিয়াছে, যদি আদিতে সৎ ও অসৎ ইহার জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আর বালাই ছিল না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যুক্তির দ্বারা সৎ ও অসৎ দুই ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মে ঠিক হন, কিন্তু কর্ম্ম ক্ষেত্রে সৎ ও অসৎ দুই ব্যবহার করেন।

আপনি মনে করুন থয়ের স্ত্রী একটী আর্য্য কিম্বা মুসলমান কিম্বা পর্টুগিজ, কিম্বা ওলন্দাজ-হলাণ্ড, কিম্বা ডেম্মার্ক, কিম্বা ফরাসী, কিম্বা ইংরেজের সহিত নষ্ট হইল, এবং তদ্দারা কতকগুলি সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিল। বঙ্গদেশের পুত্র সমস্তই সতীর পুত্র, বাস্তবিক কেহই স্বামী ব্যতীত জন্ম গ্রহণ করেন নাই। থয়ের সন্তান ও সন্ততি কাল রহিল না, কালর উপর কিছু হইল। বঙ্গদেশে সতীর পুত্রেরা অত্যন্ত কাল, এবং উঁহারা ধলার আরাধনা না করিবার কারণ অত্যন্ত গরিব, মুর্খ ও তেজ বিহীন। থয়ের নাম জাহির হইল, বঙ্গদেশের সতীর পুত্র ও কন্যারা, থয়ের সুন্দর পুত্র ও সুন্দরী কন্যা কে অর্থের খাতিরে দান ও গ্রহণ করিল। সতীর ঘরে অসতীর কন্যা ঢুকিল, এবং অসতীর ঘরে সতীর কন্যা আসিল। অনেকে বলিতে পারেন, থয়ের সন্তান ও সন্ততিকে দান ও গ্রহণ করিব না, কিন্তু দেখুন, বঙ্গদেশীয় কেহ কি, দান ও গ্রহণ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব মুল্লুকে করিতেছেন। স্বাভাবিক নিয়ম কেহই উঠাইতে পারেন না, ইহার কারণ বোধ হয়, স্ত্রীলোকেরা সুন্দর ও বীর পুরুষকে বেশী পছন্দ করেন। অমরকোষে কতকগুলি রোহী ও অবরোহী থাক আছে দেখুন, রামায়ণে ও মহাভারতে দেখুন, বঙ্গদেশের বংশাবলী তে দেখুন। আর্য্য, মুসলমান ও খ্রীশ্চানের দ্বারা হইতে কতকগুলি হইয়াছে তাহাও দেখুন, ইহাতে দেখিতে পাইবেন, যদি এক লক্ষম, আর্য্য, মুসলমান ও খ্রীশ্চানের দ্বারা ভারতবাসীনির গর্ভে হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবাসীদের দ্বারা ঐ সব স্ত্রীলোকের গর্ভে

দুইটী হইয়াছে। অর্থাৎ আর্য্য, মুসলমান ও খ্রীশ্চানের দ্বারা লক্ষ সন্তান ও সন্ততি, আর ভারতবাসীর দ্বারা একটী সন্তান ও একটী সন্ততি।

স্ত্রীলোক বীর পছন্দ করে, এইটী চির কাল হইয়া আসিতেছে, কারণ ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যাহা স্বভাব তাহা কেহই খণ্ডন করিতে পারেন না। দান ও গ্রহণের ফল ফলিতে লাগিল, অর্থাৎ নানা রং হইতে লাগিল। একটী শ্বেত রঙ্গের সহিত একটী কাল রং মিশ্রিত করিলে, কিম্বা পাণ্টা পাল্টি করিলে তৃতীয় অপর একটী রঙের আবির্ভাব হয়। এক অসতীর গর্ভের সন্তান সন্ততির দান ও গ্রহণের কারণ সমস্ত বঙ্গদেশে নানা রং হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বঙ্গবাসী জানেন যে, আমরা সতীর পুত্র। কি অদ্ভুৎ রহস্য দেখুন।

দিগ্বিজয়ি! তোমার নিরাকার ও এইরূপ। যদিও দর্শনের সাকারকে উপাসনা করিতেছ, কিন্তু আপনি যুক্তির দ্বারা জানেন যে ব্রহ্ম নিরাকার। যে দিন ব্রহ্মাকে কর্ত্তা করিয়াছেন, সেই দিনই সাকার ব্রহ্ম হইয়াছে। এই সাকার সৃষ্টি করিবার কারণ, উপাসনার কারণ নয়, তাহা হইলে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা থাকিত। জগতে এমন কেহ মনুষ্য নাই যে, সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা না করেন, তবে কেন সকলে সূর্য্যোপাসক ও অগ্নিউপাসক নন। আর্য্যবাসীরা কেন শৈব বলিতেন, অন্যে কেন বৌদ্ধ বলেন, কেন জোরাষ্ট্রিয়াণ বলেন, কেন মোজাইক্ বলেন, কেন খৃশ্চান বলেন, কেন মুসলমান বলেন। এই সব মহাজনদের ভিতর কি দার্শনিক নাই,

না নিরাকার ও সাকারের সিদ্ধান্ত করেন নাই। বিহারী মিত্র কহে যে, এই সব মহাপুরুষের দ্বারাই, সমস্ত জগৎ চলিতেছে, এবং পৃথিবীতে যত মানী, গুণী, ধনী আছেন, সকলেই এই সব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, খালি ধাঙ্গড় বঙ্গবাসী নন। চিন্তা-রহস্যে চৌদ্দপুরুষ টা একবার পড়িয়া দেখুন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বঙ্গদেশে কত ধনী, মানী ও গুণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

খয়ের স্ত্রী মায়াবতী, ইহার কারণ সকলে সংসারী এবং শাক্ত আচারী। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব আচার গ্রহণ করিবেন, তিনি কি yellow কুকুরের মতন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবেন, না গুলি সুতা ধারণ করিয়া অন্যকে স্বর্গে পাঠাইবেন, না টীকি দাস বাবাজী হইয়া বেশ্যার নিকট হইতে মালসা ভোগ গ্রহণ করিবেন, না বাঙ্গাল বাবু সাজিয়া তিলক কাটিয়া কণ্ঠীধারী হইয়া কুড়া জালী লইয়া নটী রাখিয়া অন্যের সর্ব্বনাশ চিন্তা করিবেন, না, কপট সম্পাদক, লেখক, কবি, পুস্তক প্রণেতা, সমাজ সংস্কারক হইয়া পেটের দরুন নানা রূপ ধরিবেন, কখনই নয়, কখনই নয়, কখনই নয়।

যাঁহারা ভূতের আরাধনা করেন, তাঁহারাই অদ্ভুত ভূতের খেলা খেলিতে পারেন, ইহার কারণ সংসারী মাত্রই ভূত হওয়া সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়। ভূত হইলেই ভূতের আদর বাড়িবে, ভূতের আদর বাড়িলেই জ্ঞানের আদর বাড়িবে, জ্ঞানের আদর বাড়িলেই বিজ্ঞানের আদর বাড়িবে, বিজ্ঞানের আদর বাড়িলেই ধর্ম্মের আদর বাড়িবে, ধর্ম্মের আদর বাড়িলেই একতা বাড়িবে, একতা বাড়িলেই সভ্য হইবে, সভ্য হইলেই **এক** আসিবে, এক হইলেই " এক ব্যতীত

দ্বিতীয় নাই” মীমাংসিত হইবেক। দিগ্বিজয়ি! সূক্ষ্ম ধরুন, ব্রহ্ম ছাড়ুন, মানব ধরুন, ব্যক্তিগত করুন, মুখ নিঃসৃতঃ বাক্য শির ধার্য্য করুন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করুন, পূজা করুন, উপাসনা করুন, এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক রং, এক খাদ্য করুন। সূক্ষ্ম একেক স্থূল একে আনুন, একের সংস্কার স্থূলে শিখুন, যথা এক তথা জয়, যথায় বহু তথায় পরাজয়, অর্থাৎ যথা এক তথা স্বর্গ, যথায় বহু তথায় নরক। দিগ্বিজয়ি! নিরাকার ও সাকার কি বুঝিতে পারিলেন ?

দিগ্বিজয়ী। নিরাকার কিছু কিছু বুঝিলাম। নিরাকার সাকার কি করিয়া হইল, আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

ক্রেতা। আপনি তর্ক ও যুক্তি একেবারে তুলিয়া দিউন, কারণ ইহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা। আপনি ব্রহ্ম সকলের কর্ত্তা হন, এইটা ভাল করিয়া ধরুন, তাহা হইলে ঠিক হইল। কর্ত্তা হইলেই কার্য্য হইল, কর্ত্তার কর্ত্তা আর প্রয়োজন নাই, ব্রহ্ম-কর্ত্তা-উপাস্য, দিগ্বিজয়ী-কার্য্য-উপাসক, এই আকার হইল। আপনি নিজে ব্রহ্ম ইহা বলেন না, যদি বলিতেন, তাহা হইলে উপাসনা করিতেন না, কিন্তু আপনার উপাসনা ঠিক নয়. কারণ উপাস্য বিষয় কথা কহিতে পারেনা, কারণ তিনি দার্শনিকের বিষয়, যদি এই সব করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে আপনার ধর্ম্ম হইল না, দার্শনিক হইতে পারেন।

আপনি বিশেষ গুণ কীর্ত্তণ করিতে পারেন না, যাহা সর্ব্ব সাধারণ তাহাই করিতে পারেন। আপনি বিশেষ নাম লইতে

পারেন না, যাহা সর্ব্ব সাধারণ তাহাই পারেন। বেদ আপনার ইহা বলিতে পারেন না, কারণ বেদ সর্ব্ব সাধারণের নয়, বেদ নির্দ্দিষ্ট লোক দিগের হয়, এবং বেদকে নিত্য বলিতে পারেন না, যখন কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না। যাহা নিত্য তাহা সকলকার গ্রাহ্য, তবে কেন বেদকে মুসলমানেরা গ্রহণ করেন না, কিন্তু আপনার ব্রহ্ম নিত্য যেমন আল্লা, কারণ ইহার গোলমাল দর্শন জগতে নাই, খালি স্মৃতি ও পুরাণ জগতে হয়।

বেদ ও কোন কালে এক নয়। আপনি নিজেই কোরাণকে গ্রাহ্য করেন না, যদি করিতেন, তাহা হইলে উপাসনা গৃহে কচ্ছ খুলিয়া উপাসনা করিতেন। যদি বলেন কচ্ছ নাই, তাহা হইলে "আল্লা লা ইলাল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা" বলিতেন, কিন্তু আপনি বলেন না। তাহাও যদি তর্কের খাতিরে দর্শন আনিয়া বলেন, কিন্তু আপনি circumcision ceremony observe করেন না অর্থাৎ মোনাকাটা কার্য্য করেন না, অতএব বেদ ও কোরাণ আলাহিদা ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবেক।

যাহা নিত্য তাহা আলাহিদা হইতে পারে না, ভাষা আলাহিদা হইতে পারে, ধর্ম্ম আলাহিদা হইতে পারে, কিন্তু "একমেব দ্বিতীয়ং" এই দর্শন আলাহিদা হইতে পারে না কারণ নিত্য। বেদ আর্য্যদের আপাততঃ হিন্দুদের নিত্যপদার্থ হয়, যেমন কোরাণ মুসলমানদের নিত্য পদার্থ হয়। বেদ বলিলেও নিস্তার নাই, কারণ বেদের শাখা প্রশাখাতে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছে, বেশী জানিতে ইচ্ছা করেন প্রেম-রহস্য পড়ুন। দর্শনে উপাসনা নাই

কারণ দর্শন মাথা পরিষ্কার করে। দর্শনে ভক্তি নাই, খালি যুক্তি আছে, অতএব যাহা উচ্চ দর্শন তাহা উপাস্য হইতে পারেনা। উচ্চ দর্শন কিছুই বলে না কারণ মনুষ্য নয়, যিনি উচ্চ দর্শন প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনিই বলিতেছেন।

বিহারী মিত্র বলিতেছে কারণ মনুষ্য, কিন্তু চিন্তা-রহস্য, প্রেম-রহস্য, কথোপকথন-রহস্য ও সংসার-রহস্য বলিতেছেনা, কারণ মনুষ্য নয়। যদি বিহারী মিত্র না থাকিত, তাহা হইলে এই সব রহস্য হইত না, অতএব কর্ত্তা বিহারী মিত্র, কার্য্য সমস্ত রহস্যাবলি। আপনিও যে বাক্যের দ্বারা উপাসনা করেন কিম্বা যে প্রণালীতে উপাসনা করেন, তাহাও অপরের দ্বারা কৃত, যদি বলেন, নিজের কৃত, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, যখন উভয়েই মনুষ্য। মনুষ্য ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম নিজে আসিয়া উপাসনা বাক্য ও প্রণালী দেন না, এক জন ইহা প্রচার করেন। যদি বলেন তিনিই সেই. তাহা হইলেতো আপদ গেল। যাঁহারা প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারাই তাঁহার পুত্র, কিম্বা অবতার বলিয়া কথিত হন। মনুষ্যাকার ব্যতীত ধর্ম্ম হইল না, মনুষ্যাকার ব্যতীত দর্শন হইল না, মনুষ্যাকার ব্যতীত উৰ্দ্ধ দর্শন হইল না, তবে কেন মনুষ্য আকার উপাসনা না করা হয়। জগতে যত ধর্ম্ম আছে, প্রচারকের নাম সকল শিষ্যেরা লন, যথা শৈব, বৌদ্ধ, মোজাইক, জোরাষ্ট্রীয়ান, ক্রীশ্চান, মুসলমান। আপনি দার্শনিকের অথবা নিরাকারের জগতে কোথাও ধর্ম্ম আছে, খালি বঙ্গদেশ বাদ দিয়া, দেখাইতে পারেন? বোধ হয় বলিবেন না, তবে কেন মনুষ্যাকার

উপাসনা না করা হয়। ব্যক্তিগত উপাসনা যুক্তি সিদ্ধ কারণ উপাসক বন্ধু হইতে পারিবেন। বন্ধু না হইলে প্রেম হয় না, প্রেম না হইলে মুক্তি হয় না। (এই স্থলে অনুগ্রহ করিয়া সূক্ষ্ম তর্ক আনিবেন না)। সূর্য্যের ও অগ্নির উপাসনা প্রথমে ছিল, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে, এখন মানব উপাসনা যে যুক্তি সিদ্ধ ইহা প্রমাণ হইল, এবং সমস্ত সভ্য জগৎ অদ্যাবধি করিয়া থাকেন।

---

তৃতীয় অধ্যায়।

---

# গ্রহণ।

**হর** প্রথমে মানব উপাসনার পথ দেখান. ইহার পূর্ব্বে জগতে কোন মানব এই কার্য্য সাধন করেন নাই।

পূর্ব্বে সকলে ভূতের উপাসনা করিতেন। মানব ও ভূত কিছু প্রভেদ আছে, সাধারণ ও বিশেষ ভূত। সাধারণ ভূত সাধারণ ভূতের বন্ধু হয়, বিশেষ ভূত বিশেষ ভূতের বন্ধু হয়, সাধারণে বিশেষে বন্ধু হয় না। মানবে মানবে বন্ধু হয়। জগতে যত কিছু পুস্তক আছে, আচার ও ব্যবহার আছে, ন্যায় ও যুক্তি আছে, সমস্তই মানবের কৃত। অন্য যত কিছু বিশেষ ভূত আছে, হিতা-হিত জ্ঞানের দরুন মানব অন্য সমস্ত বিশেষ ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। এই সব যুক্তি সূক্ষ্ম লইয়া তর্ক করিবেন না, তাহা হইলে সমস্ত গোলমাল হইবে, কারণ তথায় বেদ নাই, লোক নাই, দেব নাই, যজ্ঞ নাই, বর্ণ ও আশ্রম নাই, কুল ও জাতি নাই, ধূম মার্গ ও দীপ্তি মার্গ নাই, জন্ম ও মৃত্যু নাই, দ্বৈত ও অদ্বৈত নাই এবং কার্য্য ও কারণ নাই, খালি "এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই," আছে, এইটী ব্রহ্ম বলিয়া যে একটি শব্দ আছে তাহাতে আছে, অথবা যে যাহা বল কিছুই ক্ষতি নাই।

হর প্রথমে ত্রিগুণ বাহির করেন, তিনই এক, একই তিন, যাহা ইদানীং ক্রীশ্চান ধর্ম্মে " ট্রিনিটী " বলিয়া কথিত হয়। দ্বি করিয়া আকার করিলেন, অর্থাৎ নিরাকার লোপ করিলেন, এবং সৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু ত্রি করিয়া গুণ আনিলেন, অ+উ+ম সন্ধি করিয়া ওম হয়, এই ওমই আর্য্যদের প্রধান মন্ত্র হয়, এবং ইহাকে একাক্ষর কহে, অর্থাৎ তিনই এক, একই তিন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটী মানসিক নাম, খালি তিনটী সূক্ষ্মের দরুন, অকার স্থিতি, উকার প্রলয়, মকার সৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় অথবা ভূ, ভূব, স্ব। ওমকে বেদশির কহে, কারণ সমস্ত বেদের মণ্ডলের অষ্টকের, এবং ঋচকের উপর থাকে, একটী, দুইটী কিম্বা বহুটী। ইহাকে পবিত্র শব্দ কহে, কারণ আর্য্যদের সমস্ত পবিত্র ভাষার পুস্তকে ব্যবহার হয়, অসংস্কৃততে ব্যবহার হয় না। পবিত্র লোকেতে উচ্চারণ করিতে পারেন, অপবিত্র লোকে পারেনা, ইহার কারণ যাঁহাদের যজ্ঞোপবীত আছে তাঁহারই পারেন অন্যে পারেনা। শূদ্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ সংস্কার হইলেই পারিবেন।

যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিতে হইলে, স্ত্রীলোকের দ্বারা উরণের লোমে করান বিধেয়। প্রথম সূত্রটী তিনগুণে এক একটী, সেইরূপ তিনটীতে একটী, আবার তদ্রূপ তিনটীতে একটী, অর্থাৎ একে তিন গুণ, (৩) আবার একে তিন গুণ (২৭) আবার একে তিন গুণ (৮১)। বোধায়ণ মতে নাভি পর্য্যন্ত উপবীত বিধেয়, অন্যমতে বাম ভাগ হইতে অধঃস্থিত পর্য্যন্ত, কিন্তু দেবলদের দ্বিগুণ বিধেয়,

ইহার কারণ উত্তরী কহে, অন্যকে ত্রিদণ্ডী কহে। দেবলেরা দুই বার ঘুরাইয়া একটী গ্রন্থি দিবেন, অন্যে তিন বার ঘুরাইয়া একটী গ্রন্থি দিবেন, গ্রন্থি ও প্রত্যেক বার তিনটী করিয়া বিধেয়। বৃহস্পতি কার্পাস বাহির করেন, ইহার কারণ গৃহে বৃহস্পতি নাই, অর্থাৎ কৌসেয় কিম্বা কার্পাসেয় বস্ত্র নাই। ইদানীং হরকে আরাধনা করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয় না, বৃহস্পতিকে আরাধনা করিয়া ধারণ করা হয়। ব্রাহ্মণদের কৌসেয় কিম্বা কার্পাসেয় সূত্র, ক্ষত্রিয়ের সোন সূত্র, বৈশ্যের অবি-মেষ-উরণ সূত্র। ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টমে, ক্ষত্রিয়ের গর্ভৈকাদশে, বৈশ্যের গর্ভদ্বাদশে, যজ্ঞোপবীত দিতে হয়। ব্রাহ্মণ ষোড়শ বর্ষের ভিতর উপবীত গ্রহণ না করিলে পতিত হয়, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি, বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষের ভিতর না গ্রহণ করিলে পতিত হয়।

(আর্য্যদের উপবীত ও যুদের আর্ব্বিকনফোর্ত প্রায় এক রকম হয়, আর্ব্বিকনফোর্ত প্রস্তুত করিতে হইলে উল হইতে স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে হয়, ইহাতেও অনেক ঘোর ফের করিতে হয়, শেষে সমস্তের উপর একটী গাঁইট দিতে হয়। আটটী সুতা অষ্টম দিবসে circumcison করিবার হুকুমের স্মরণার্থের দরুন হয়, পাঁচটী দ্বিগুণ গাঁইট fife books of moses স্মরণার্থের দরুন হয়, ten commendments দরুন দশটী গাঁইট হয় যাহা পাঁচটী দ্বিগুণ করিয়া হয়, প্রথম গাঁইটের সাতফের সপ্তাহের সপ্তম দিবসে sabbath observe করিবার কারণ হয়, নয়টী ফের, দ্বিতীয় দ্বিগুণ গাঁইটের পর নয় মাস গর্ভাবস্থার কারণ, এগারটী

ফের তৃতীয় দ্বিগুণ গাঁইটের পর এগারটী তারার কারণ, তেরটী ফের চতুর্থ দ্বিগুণ গাঁইটের পর, thirteen attributes of compassion in the almighty, চল্লিশটী ফের moses চল্লিশ দিন যে **একের** নিকট ছিলেন, ten commendments লইবার দরুন। প্রত্যেক আলাহিদা আলাহিদা একটী, শেষে একটী গাঁইট সমস্ত যে এক ইহার কারণ হয়। আর্য্যদের উপবীতের ঘোর ফেরের ভিতর, সমস্ত আর্য্য সভ্যতা নিহিত আছে।

ওম, অন, তিনটী জড় তিনটী দেশের এক হয়। বেদ তিন, উপাসনা তিন বার, তিন বার জলে গাত্র ডুবান, ত্রিদণ্ডী ধারণ। ত্রিমূর্ত্তি একটী সৃষ্টি করিতেছেন, একটী পালন করিতেছেন, একটী সংহার করিতেছেন। ঠিক destiny, fate, parcae মতন এই ত্রিমূর্ত্তি, আলাহিদা নয়, তিনই এক, একই তিন। যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, নগর কূটের, স্লেল সেটার কিম্বা এলিফেণ্টার মন্দিরে যাইলে এখন ও দেখিতে পান। আর্য্যদের, চল্ডিয়াক্‌দের, ইজিপ্টসীয়ানদের, রোমনদের, গ্রীকদের ও ইদানীং খ্রীশ্চানদের যে Trinity এক, এক হইতে হইয়াছে তাহার কোন ভুল নাই। হর যে ইহার কর্ত্তা তাহারও কোন ভুল নাই। ব্রাহ্মণ, ম্যাগী ও র‍্যাবী যে এই Trinity প্রচারের আদ, ইহারও কোন ভুল নাই, তবে কোনটী হইতে কোনটী হইয়াছে এইটারই কিছু গোলমাল। নাইল, ইউফ্রেটীস্, ইণ্ডাস্ ও আর কয়েকটা নদী বাসীদের দ্বারা যে জগৎ সভ্য হইয়াছে তাহারও কোন ভুল নাই। জগতে আর্য্যাবর্ত্ত, ইজিপ্ট,—মিসর, প্লাব,—পারস্থ, চীন এই কয়েকটী

দেশ বহু পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে, এবং জগতে যত পুরাতন উচ্চ দর্শন আছে, সমস্তই এই সব দেশবাসী দের কৃত, তৎপর রোম ও গ্রীক্ ইহাযে ঠিক ইহার ও কোন ভূল নাই। বাল্মীকি, বেদব্যাস, অরফিয়াস্, জোরাষ্টর, প্লেটো ইস্কুল যে এক Trinity লইয়া জগৎ স্থাপন করিয়া বহুকাল আসিতেছেন, তাহারও কোন ভূল নাই।

ইদানীং প্রভূ যিশুকৃষ্ণ, এই Trinity প্রচার করিয়া জগৎ ব্যাপিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা সত্য তাহার জয় চিরকালই আছে, বোধ হয় আর পাঁচশত বৎসরের ভিতর, সমস্ত জগৎ খ্রীশ্চান হইবেক। এক শত বৎসরের ভিতর চীন শেষ হইবেক, আর যে দিন তুরস্ক যাইবে, সেই দিন অন্য সমস্ত দেশ এক খ্রীশ্চান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেক। প্রভূ যিশুকৃষ্ণ বলিয়াছেন, এক দিন সমস্ত জগৎ আমার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেক, এবং কোরানেও ইহা ঠিক আছে, ইহা শ্রুত আছে, ইহাযে নিশ্চয় হইবেক তাহার কোন ও ভূল নাই।

স্বয়ম্ভু, আদিনাথ, আদিশ্বর, ওসিরিস্, বাগাম্বর, বোকাস্, মনু, মেনিস্, নোয়া, নু, এই সব যে এক তাহার কোনও ভূল নাই, কিন্তু কোথা হইতে কোনটা গিয়াছেন, এবং কোনটা প্রথম ইহা কেহই বলিতে পারেন না, কারণ সমস্ত পুরাতন দেশের আদিপুরুষ এই মহাত্মারা হন।

যে দেশে যিনি আদিপুরুষ তিনিই সেই দেশের আদিপুরুষ এইটা ঠিক রাখা ভাল। নিজের পিতা পিতা হন, অন্যের পিতা পিতা

নন, এই তর্কটী যুক্তি সিদ্ধ নয়। এসিয়া যে সকল পিতার স্থান তাহার কোনও ভূল নাই।

যখন সাধারণ জলপ্লাবন হইয়া ছিল, তখন আদিপুরুষ ক্রীতমল নদীতে অর্থাৎ কুর নদীতে দেবতা দিগকে জল দিতে ছিলেন। এমন সময় তিনি এক মৎস্য পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ একটী দৈব বানী হইল, "এই মৎস্যকে রক্ষা করিও" আদিপুরুষ তাঁহার সন্তান ও বধুমাতাকে ও ঋষিদিগকে এবং সমস্ত বিষয়ের বীজ লইয়া একটী নৌকাতে আশ্রয় লইলেন, ইতি মধ্যে মৎস্যটী ভয়ানক রূপ ধারণ করিল, এবং উহার বৃহৎ শৃঙ্গে নৌকাকে বন্ধন করিলেন। যেমন সাধারণ জল প্লাবন সাধরণ হয়, তেমন এই পূর্ব্ব গাঁথাটি ও সাধারণ হয়। অতএব সাধারণ জলপ্লাবন যে হইয়াছিল ইহারও কোনও ভূল নাই।

মৎস্যটি জল প্লাবনের স্বরূপ, এবং মৎস্যের শৃঙ্গটি পর্ব্বত শৃঙ্গের স্বরূপ হয়, ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে, জগতের ভিতর যেটি সর্ব্ব উচ্চ শৃঙ্গ ছিল, আদিপুরুষ সাধারণ জল প্লাবনের সময় সেইটীতে আশ্রয় লইয়া ছিলেন। পুরাতন গল্প পূরাণ দিল এবং পূরাণের দর্শন জলাবধি ইহাও প্রমাণ হইল। পূরাণ নারায়ণ লইয়া চলেন। নার, অর্থাৎ জল অয়ণ—শর্য্যা অর্থাৎ জলে শর্য্যা যাঁহার, তিনি নারায়ণ। প্রেম-রহস্য পড়িলে আর ভাল করিয়া বুঝিতে প্যারিবেন।

মৎস্যাবতার জল প্লাবনটীকে পুষণ করিয়াছেন, তাহার পর কুর্ম্মাবতার, কুর্ম্ম শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সর্ব্বপূরাণে

কশ্যপকে আদি পুরুষ কহে, ব্রহ্মা পিতামহ এইটী মানসিক নাম, যাহার উৎপত্তি ঠিক নাই, অথচ গুণে মহাপুরুষ হইয়াছেন, তাঁহার পিতামহ ঠিক করিবার কারণ ব্রহ্মা প্রস্তুত আছেন। ব্রহ্মা সাধারণ পিতামহ, পূরাণের কথিত বিষয়ের সময় নির্ণয়ের কোনও উপায় নাই, কারণ ব্রহ্মা পিতামহ সর্ব্ব সময় উপস্থিত আছেন।

বরাহবতারে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন। সাধারণ জল-প্লাবনের সময় ব্রহ্মা আপনার নাসা বিবর হইতে একটী অঙ্গুষ্ট প্রমাণ বরাহপোত বাহির করেন, এবং ক্ষণ মধ্যেই একটী মহৎ পর্ব্বত হয়, বিষ্ণু প্রলয়ার্ণবে জল মধ্যে প্রবেশ করিয়া দন্তাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধৃত করিয়া এবং নিজ শক্তি তথায় নিহত করিয়া অন্তর্হিত হন।

বরাহ পর্ব্বতে যে অসভ্য লোক বাস করিতেন, তাঁহারাই ত্রি-পুরের অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের রক্ষক ছিলেন, এবং হিরণ্যাক্ষ উঁহাদিগের কর্ত্তা ছিলেন। হিরণ্যাক্ষ অর্থাৎ হিরণ্য বৎ পীত চক্ষু যাঁহার। হরকে ত্রিপুরারি কহে, কারণ ত্রিপুরাঅসুরকে বধ করিয়া ছিলেন, হিরণ্যাক্ষের আর একটী নাম ত্রিপুরাসুর, বোধ হয়, কারণ উনি ত্রিপুরের কর্ত্তা ছিলেন। হিরণ্যাক্ষ বধের পর, তাঁহার ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু পুনরায় যুদ্ধ করেন, যাহাতে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হন।

নৃসিংহাবতারে হিরণ্যকশিপু বধ হয়। নৃসিংহ, নৃ অর্থাৎ মনুষ্য সিংহ-প্রধান, অর্থাৎ, মনুষ্যের ভিতর প্রধান যিনি। একটী লোকই তিনটী কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, ইহার কারণ বোধ হয়

পুরাণে হর, হরি নামে অভিহিত হন। হরি অর্থাৎ পাপ হরণ করেন যিনি। হর ওরফে হরি আসিবার পূর্ব্বে হিমালয়ের দক্ষিণে যতদেশ ছিল সমস্ত লোকই অসভ্য ছিলেন, হরি আসিয়া সমস্ত সভ্য করিলেন, ইহাকি পাপ হরণ করা নয়? হর ওরফে হরি কি কার্য্য করিয়াছেন, বিস্তার রূপে জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া কথোপকথন-রহস্য পড়ুন।

কশ্যপের পুত্র কাশ্যপ বলিয়া কথিত হন. পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কশ্যপ ওরফে হরি এক ব্যক্তি। কাশ্যপ বামনাবতার বলিয়া কথিত হন। ইনি বলীর ওরফে ধুন্ধুমায়ের বল হরণ করিয়াছিলেন। বলী হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র হন। পরশুরাম শৈব ছিলেন, ইনি জমদগ্নির পুত্র, এবং ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করেন, তৎপর শ্রীরাম ও বলরাম হন। বুদ্ধাবতার ইহার পর কথিত। কিন্তু এইটী কেমন কেমন বোধ হয়, বলরাম বুধ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, পিতার অগ্রে পুত্র ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা। শাক্য সিংহ যিনি বুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন, যদি এইটীকে বুদ্ধাবতার বলা হয়, তাহা হইলে আর কোনও বালাই থাকেনা।

অপর দিকে দেখুন, সাধারণ জল প্লাবন মৎস্যাবতার, তাহার পর কূর্ম্মাবতার. জল ও স্থল। বরাহাবতার নিবিড় জঙ্গল। নৃসিংহাবতার অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ সিংহ, অর্থাৎ অসভ্য। বামন অবতার ছোট আকৃতির মনুষ্য, অর্থাৎ কিছু সভ্য। পরশুরাম পরশু হস্তে পূর্ণ মনুষ্য অর্থাৎ জঙ্গল পরিষ্কারক। শ্রীরাম অর্থাৎ পূর্ণ সভ্যতা। পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম এক কিনা, ইহা

সন্দেহ, কিন্তু না হইতে পারে, যখন পিতার নাম আলাহিদা আলাহিদা আছে, পরে পরে ইহাদের দ্বারাই আর্য্য সভ্যতা বিস্তার হইয়াছে তাহাও হইতে পারে। বলরামের পর বুদ্ধ ইহাতে কিছু সন্দেহ হয়, আর পরশুরাম শ্রীরামের নিকট পরাজিত হন, ইহাও কিছু সন্দেহের স্থল, কারণ অবতার বাল্যাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত অন্য কাহার নিকট পরাস্থ হইবেন না। বলরাম, অত্রি হইতে একষষ্ঠি পুরুষ হন, কিন্তু রেবতী যাহাকে বলরাম বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি ইক্ষাক্ষু হইতে পঞ্চম পুরুষ হন। সে যাহা হউক হর-হরি যে এক ইহার কোন সন্দেহ নাই, এবং বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেরা হরহরি একাত্মা যাহা বলিয়া থাকেন, ইহা যে ঠিক ইহার ও কোন ভূল নাই। যাঁহারা অবতার বলিয়া কথিত হন, উঁহারা শৈব ধর্ম্মের প্রচারক হন।

পূর্ব্বে যতগুলি ঋষি ও রাজা ছিলেন, সকলেই শৈব ছিলেন। পরশুরাম ও শ্রীরাম ও বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা সকলেই মাংসাশী ছিলেন, কেহই নিরামিষ ভোজী ছিলেন না। যাজ্ঞবল্ক আশ্রম ঠিক করেন, বোধ হয় তিনিই শাক্ত আচার ও বৈষ্ণব আচার ঠিক করেন, শাক্ত আচার গৃহীর এবং বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বী দিগের জন্য বৈষ্ণবাচার হয়। একটী আমিষ অপরটী নিরামিষ। শাক্যসিংহ নিরামিষের পক্ষ হন, এবং ইহাদের ভিতর জৈন্য আর সাপক্ষ হইল। যতদিন মাংসাশী ছিলেন ততদিন বীর্য্যবান পুরুষ ছিলেন, যেই দিন হইতে বৈষ্ণব আচার সাধারণ হইয়াছে, সেইদিন বীর্য্যহীন হইয়াছে। বৈষ্ণব আচার সূক্ষ্ম চিন্তার পক্ষে অতীব ভাল, কিন্তু স্থূলের পক্ষে

অতীব দূষনীয়। স্থূল মোটা ভূত লইয়া বিরাজ করে, মোটা ভূত, মোটা ভূত না পাইলে, আনন্দ লাভ করিতে পারে না।

সগর, কশ্যপ কন্যা সুমতিকে ও বিদর্ভ রাজ কন্যা কেশিনীকে বিবাহ করেন, একটী হইতে এক পুত্র অপরটী হইতে ষাটি সহস্র পুত্র হয়, ইহাযে কি ব্যাপার তাহা পূরাণই বলিতে পারে। সূর্য্য বংশে সগরের উপর কিছুই ঠিক নাই, এক খানি পূরাণ অপর এক খানির সহিত মিল নাই। সগরের নীচের বংশ ধরেরা কোথায় উপরে আছেন, আবার উপরেরা কোথাও নীচে আছেন, যিনি যাহাই বলুন, ও লিখুন, কাহারই গ্রাহ্য নয়, যখন পূরাণ বিকৃতি ভাব ধারণ করিয়াছে, পরে যে এই সব হইয়াছে তাহার কোনও ভূল নাই। মহাত্মা কালিদাস বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে এক রত্ন ছিলেন, এবং সেই সময় সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ও বেশী ছিল, এবং পুস্তকের আশ্রয় ও যথেস্ট ছিল, এবং সগর হইতে বিক্রমাদিত্যের সময় ও নিকট ছিল, আর যত পূরাণ আছে, কোথাও সগর হইতে রঘু পর্য্যন্ত কোনও গোলমাল লক্ষিত হয় না, ইহার কারণ মহাত্মা কালিদাস রঘু বংশে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই ধর্ত্তব্য। চন্দ্রবংশের আর গোলমাল, যদি কোন মহাত্মা চন্দ্রবংশ লিখিতেন, যেমন মহাত্মা কালিদাস সূর্য্য বংশ লিখিয়াছেন, তাহা হইলে চন্দ্রবংশের ও গোলমাল ঠিক হইত।

অত্রির পুত্র সোম, সোম বৃহস্পতির স্ত্রী তারাতে, এক পুত্র উৎপাদন করেন। যাহা লইয়া পরে দেবতা দিগের মহা গোলমাল হয়, এই গোলমাল ঠিক করিবার কারণ এক মহাসভা হয়, সভাতে

কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। পরে ব্রহ্মা নির্জ্জনে তারাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তারা লজ্জাতে জড়সড় হইয়া বলিলেন, এই পুত্র সোম হইতে, সকলে সাধু সাধু বলিয়া পুত্রের নাম বুধ রাখিলেন। ভরদ্বাজের ও জন্ম এই রূপ। বৃহস্পতি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীতে রমন করেন যাহাতে বিধবা গর্ভবতী হন, এই গর্ভ লইয়া মহা গোলমাল হয়, বৃহস্পতি এই পুত্র ভরত কে দান করেন, ইহার কারণ বিতথ কথিত হয়। "মাতা ভস্ত্রা পিতার পুত্র," এই দৈব বাণীটি চির কাল আছে। পিতাটি ভাল আবশ্যক, কারণ ভাল রেত হইলে ভাল পুত্র হয়, ইহার কারণ বোধ হয় কুলীনের আদর সর্ব্বত্র।

ঋষির কুল, নদীর কূল, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের কুল, ইহার নিরাকরণ করিবার কিছুই উপায় নাই, কারণ কোথা হইতে ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে, কিছুরই ঠিক নাই, খালি গুণের কারণ সর্ব্বত্র পূজনীয়।

মহর্ষি দত্তাত্রেয় শিব নাম জাহির করেন, অবধূত গীতা ইহার প্রমাণ। মহর্ষি দত্তাত্রেয় বেদান্ত ও উপনিষদের কিছু উপর উঠিয়াছেন, যদিও শেষে সব ঠিক আছে। এক সময়ে যে সমস্ত জগৎ শৈব ছিল, অনুগ্রহ করিয়া phallic warship পড়িলে বুঝিতে পারেন। তাহার পর বুদ্ধ, (শাক্যসিংহ বুঝিবেন না), তাহার পর জোরাষ্টর, তাহার পর মোজেস, তাহার পর প্রভূ যিশুকৃষ্ণ, তাহার পর মহম্মদ। ভারতবর্ষে এই সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা এক বার প্রভূত্ব করিয়া গিয়াছেন, আপাততঃ খ্রীশ্চানের ভিতর নোবল ব্রিটন প্রভূত্ব

করিতেছেন। ভারতবাসীদের ভিতর নানা ধর্ম্ম, নানা রং, নানা পোষাক, নানা খাদ্য হইবার কারণ আর কিছুই নয়, খালি নানা ধর্ম্মাবলম্বীর প্রভুত্ব হেতু, ইহা যে আজ হইয়াছে তাহা নয়। হর হইতে স্নুরু হইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে, তন্মধ্যে প্রভূ যিশু কৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব বেশী, এবং কালে সমস্তই প্রভূ যিশুকৃষ্ণের শিষ্য হইবেক।

অত্রি, অদ + কর্ত্তরি তৃন, দস্যুতঃ। এক গণ্ডুষে সমস্ত গঙ্গা-জল পান করিয়াছিলেন, এই খানে আবার জহ্নু আসিয়া উপস্থিত, অগস্ত ও আসিতে পারেন. কারণ ইঁহারা এক গণ্ডুষে সমস্ত গঙ্গা-জল পান করিয়াছিলেন, অগস্ত সমস্ত সমুদ্র পান করিয়াছিলেন।

হর ওরফে হরি প্রথম আসিয়াছিলেন। হরি অর্থাৎ পীত-হরিত বর্ণ, অর্থাৎ হরিত বর্ণ নেত্র দিগকে, হরণ অর্থাৎ পরাজয় করিয়াছিলেন যিনি। হরি নেত্র, অর্থাৎ হরিত বর্ণ নেত্র, ইহার কারণ ভেক, স্যেন, সিংহ, তিমিঙ্গিল, হিরণ্যাক্ষকে হরি কহে। ছোটর ভিতর ভেক বড়, পক্ষীর ভিতর স্যেন বড়, পশুর ভিতর সিংহ বড়, মৎস্যের ভিতর তিমি বড়, অসভ্যের ভিতর হিরণ্যাক্ষ বড়, ইহাদের সকলকারই হরিত বর্ণ নেত্র হয়, মানবের ভিতর প্রথম হরিত বর্ণ নেত্র শ্রেষ্ঠ ছিল। হর এই হরিত বর্ণ নেত্রের উপর শ্রেষ্টত্ব লাভ করেন, ইহার কারণ বোধ হয়, হরকে হরি কহে। সূর্য্যের বর্ণ ও হরিত বর্ণ বলিয়া কথিত হয়. ইহার কারণ সূর্য্যকেও হরি কহে।

অত্রির নীল নেত্র ছিল, এবং ইহার বংশধরেরা জগতের রাজা হন, গ্রীকদের আদি পুরুষ অট্রিয়াস্ হন। তুরস্ক ও চীনদের আয়ু

হন। শাকদ্বীপ বাসীদের অর্থাৎ নাগদের অত্রি পূর্ব্ব পুরুষ হন। চীন, তাতার, মোগল, আর্য্য ও শাক দ্বীপ বাসীদের পূর্ব্ব পুরুষ এক হয়, এবং ইঁহাদের বংশ হইতে সমস্ত রাজবংশ হয়। শকদ্বীপে শক দের বাসস্থান হয় যাহাকে অবর্ম্ম কহে, অর্থাৎ অরাক্সিস্। ইলা হইতে বুদ্ধের জন্ম যেরূপ ইঁহাদের ও সেইরূপ হয়, বুদ্ধের চিহ্ন সর্প, ইঁহাদের ও তদ্রূপ!

প্রথম পুত্র শক, এই শক হইতে জাতীর ও দেশের নাম হইয়াছে। শকের দুই পুত্র, পল ও নাগ, পল হইতে পালি ভাষা। কপ্টিক্ ও রুনিক পালি ভাষার মতন হয়। নাগ হইতে নাগজাতি হয়, শেষ নাগ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই দুই পুত্র মিসরের নীল নদী পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিলেন। শাক দ্বীপের সীমা এক দিকে পূর্ব্ব সমুদ্র, অপর দিকে কাস্পীয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। পরে বহু শাখা হইয়া যায়।

গেটি, যেটি, আর্য্য ও অন্যান্য অনেক শাখা হয়, এবং ইঁহারা এসিরিয়ান অর্থাৎ অশুর দিগকে ধ্বংশ করেন। শাকি, গেটি, অশ্ব, তক্ষক এই কয়েকটী বড় হন। কাস্পীয়ান হ্রদের পূর্ব্ব শাকি এবং অতি পূর্ব্ব গেটি, সমুদ্রের নিকট দ্রুহ্য, অশ্ব ও তক্ষক তাহার পর, ইঁহারা সকলকেই শক দ্বীপ বাসী বলিয়া কথিত। কতক গুলি বক্ট্রিয়া ও আরমেনিয়া অধিকার করেন, এবং উঁহারা শাখা সেনী বলিয়া অভিহিত হন। এই শাখা সেনী শ্যাক্সেন্ দিগের পূর্ব্ব পুরুষ হন, শাখা অর্থাৎ ডাল, সেন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, শাখার ভিতর শ্রেষ্ঠ শাখা।

আর্য্যদের ভিতর সেন খেতাব আছে, মুসলমানদের ভিতর ও আছে। তানসেন অর্থাৎ গায়কের শ্রেষ্ঠ, ইঁহার বংশ ধরেরা এখন ও সেন বলিয়া অভিহিত হন। আদিসেন যিনি পূর্ব্বে বঙ্গের রাজা ছিলেন এবং পরে দিল্লীর রাজা হন। বৈদ্য সেন বংশধরেরা ও কায়স্থ সেন বংশ ধরেরা এই সেনকে পূর্ব্ব পুরুষ বলেন, ইহাযে অলীক তাহার কোনও ভুল নাই। আদিসেন ক্ষত্রিয় হন, এবং ছত্রিশ রাজকুলের ভিতর আছেন, যদি বংশাবলী না থাকিত এবং বাঁধা ও ধরার ভিতর না থাকিত, তাহা হইলে কোন বালাই ছিলনা।

শেষ নাগ তক্ষক দেশ অর্থাৎ তক্ষরিস্থান হইতে আসিয়া পুনঃ ভারত আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রাজা হন। অন্য কতকগুলি এসিয়া মাইনার দখল করেন এবং পরে এস্কণ্ডিনেভিয়া অধিকার ভুক্ত করেন। অশ্ব অর্থাৎ অসি যাহা হইতে অসিয়া নাম হইয়াছে, এবং তক্ষক যাহা হইতে নাগ নাম হইয়াছে, ইঁহারা বল্টিক সমুদ্রের ধার হইতে অন্যত্র যান। গথ্, গেটি ও যেটি এক হন। অসি, ক্যাটি ও সিম্ব্রি এক হন। ক্যেণ্ট গ্যল এক হন, এবং উঁহারা ইয়ুরোপের উত্তরাংশের কর্ত্তা হন। গথ্ হূন, অল্যান্, সুইডিস্, ভণ্ডল এক হন, এবং ইঁহারা অন্যাংশের কর্ত্তা হন।

নগে ভব নাগ অর্থাৎ যাহাদের বাসস্থান পর্ব্বতে ছিল। পার্ব্বতীর ও বাসস্থান পর্ব্বতে ছিল। যখন পার্ব্বতীর বিবাহ উপস্থিত হয়, তখন বর বলিয়াছিলেন, পার্ব্বতীর ভ্রাতা নাই অত-

এব আমি বিবাহ করিব না। তাহতে তিনি বলেন, আমার ভ্রাতা মৈনাক হন, যিনি এখন সমুদ্র গর্ভে আছেন, এবং ইন্দ্র তাঁহার পক্ষ ছেদন করিয়া দিয়াছেন। পাহাড়ের পক্ষ এইটী বড় আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু তা নয়, পর্ব্বত বাসীরা সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন এবং সুবিধা পাইলেই দেশ হস্তগত করিতেন।

যখন ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন, তখন ইঁহাদের পক্ষ ছেদন হইল অর্থাৎ যাতায়াত বন্ধ হইল, অর্থাৎ অপর দেশ আক্রমণ করা বন্ধ হইল, ইহার কারণ সমুদ্রে স্থান অন্বেষণে চলিলেন। মৈনাক পাহাড়ের নাম। মৈরাটিস্, নাগ ও মৈনাক যে এক তাহার কোন ভূল নাই। মধ্য এসিয়া যে সকলের মধ্য স্থান তাহার কোন ভূল নাই, কতকগুলি ইয়ুরোপ খণ্ডে গিয়াছেন এবং কতকগুলি ভারত খণ্ডে আসিয়া ছেন।

জগতে যত রাজবংশধরেরা আছেন, এখনও সকলের চক্ষু নীল হয়, সত্য কি মিথ্যা, সমস্ত স্বাধীন রাজবংশের চক্ষু দেখুন, এবং ছত্রিশ কুল রাজ বংশ দেখুন। বঙ্গবাসী যে আদৌ আর্য্য সন্তান নন্ ইহার কোন ভূল নাই, তবে ইঁহারা আর্য্য সভ্যতাতে সভ্য হইয়াছেন এবং আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং ইঁহাদের পিতা আর্য্য হইতে পারেন। পরে কতকগুলি যেমন মুসলমান সভ্য তাতে সভ্য হইয়াছেন এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, ইদানীং যেমন কতকগুলি খ্রীশ্চান সভ্যতাতে সভ্য হইয়াছেন এবং খ্রীশ্চান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। অপর যত গুলি বাকী রহিল, এখনও পরের পর অসভ্য বলিয়া কথিত হন।

আর্য্য সময়ে যাহারা আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই, তাঁহাদের আদত আর্য্যেরা ও নকল আর্য্যেরা অন্তজ বলিত। মুসলমানের সময় যাহারা মুসলমান হয়নাই, আদত ও নকল মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফের বলিত। খ্রীশ্চানের সময় যাহারা খ্রীশ্চান এখন ও হন নাই, উহাদিগকে এখনও উঁহারা সকলে পৌত্তলিক বলেন। বঙ্গ-বাসীর যে আদৌ এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং নাই, ইহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, গোড়ায় দোষ এবং তদ-কারণ ডালে পাতায় ও ফলে দোষ, এবং সেই হেতু কোনও সময় ছিলনা, এবং কোনও কালে যে হবে তাহার ও কোন সম্ভাবনা নাই।

ছত্রিশ কুল আর্য্য সন্তানেরা কি আপনাদের লইয়া চলেন, না আপনাদের আর্য্য সন্তান বলিয়া উঁহারা পরিগণিত করেন, না আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ ঐ ছত্রিশ কুল আর্য্য সন্তানের ভিতর আছেন। আপনারা সভ্য যতদিন অর্থ, অর্থ বিহীন হইলে, আপনারা যেই কলু সেই কলু।

আদিশুর সভ্য খেতাব যে কয়েকটীকে দিলেন, সেই কয়েক-টী যাহাদিগের সঙ্গে অনুগ্রহ করিয়া মিশিলেন, তাঁহারাই সভ্য হইয়াছিল। মুসলমানেরা যে কয়েকটীকে সভ্য করিলেন তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের আনুসংঙ্গিক লোক সমুহ সভ্য হইলেন। খ্রীশ্চা-নেরা যাহা দিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং উঁহারা যাঁহাদিগের সহিত মিশিয়াছেন ও ফিরিয়াছেন তাঁহারাই ইদানীং সভ্য, কিন্তু যে বঙ্গবাসীর কপালে এই শুভ দৃষ্টি পড়ে নাই, সেই বঙ্গবাসীরা

এখনও অসভ্য বলিয়া কথিত হয় কিনা, তাহাও স্থির ভাবে চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন, সত্য কি মিথ্যা। ছত্রিশ কুল রাজ পুতেরা শৈব কিনা দেখুন, যদিও মহেন্দ্রাচার্য্য হইতে কতক গুলি বৈষ্ণব আচার গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও সংখ্যা লইলে নিরনব্বই হইতে এক জন দেখিতে পাইবেন। যাহারা ছত্রিশ কুলের বাহির, তাহারাই সাধারণ ছেলে খেলা, রং তামাসা ও কপট বৈষ্ণব আচার গ্রহণ করিয়াছে।

রাজপুতদের বাসন্তীপূজা দেখুন। বঙ্গদেশে মাটী ও খড় দিয়া একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত হয়, এবং ঐ মূর্ত্তিকে যথা বিধানে পূজা করা হয়। রাজপুতেরা (বসন্তকাল অতি শ্লেষ্মের সময়, এই সময় শুষ্ক বৃক্ষতে মুঞ্জরী হয়, ইহার কারণ ব্যায়াম অতি আবশ্যক হয়,) বাসন্তীকে পূজা করেন অর্থাৎ ঐ সময়ে সকলে মৃগয়া করিতে বাহির হন, যদি ভাল শিকার মিলিল, সমস্ত বৎসর শুভ জানিলেন, বিপরীত অশুভ জানিলেন। সারদীয় পূজাতে রাজপুতেরা সমস্ত সৈন্যের রিভিউ করেন, এবং পরে শিকারে বাহির হন। বঙ্গবাসীরা খড়ে ও মাটীতে পূজা করেন, খড়ের ও মাটীর পূজা, ছত্রিশ কুল আর্য্য সন্তানের ভিতর নাই, খালি বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভাব আছে, কারণ বঙ্গবাসীরা হাঁদু।

কৃষ্ণনগর হইতে প্রথম খড় ও মাটী মিশ্রিত মূর্ত্তি বাহির হয়, কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারেরা অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারে, যাহা বঙ্গদেশের আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। দূর্গা, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী ও কালী পূজা প্রথমে কৃষ্ণনগর হইতে

বাহির হয়, বারেয়ারী পূজা প্রথমে গুপ্তিপাড়া হইতে বাহির হয়, কার্ত্তিক পূজা প্রথম বড়বাজার হইতে বাহির হয়, তৎপরে নানা পূজা নানা স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। পূজা নামটি পুরাতন পুস্তকে আছে ইহার কারণ খড় ও মাটীর পূজা ও বিসর্জ্জন আর্য্য-দিগের ভিতর ছিল বুঝিবেন না। যাহা ছত্রিশকুল রাজপুতদিগের ভিতর এখন পর্য্যন্ত আছে তাহাই আর্য্যদিগের পূজা ছিল বুঝিবেন, যদিও নানা গোলমাল হইয়াছে তথাচ যাহা কিছু আর্য্যদিগের ছিল, যদি থাকে উঁহাদিগের ভিতরই এখনও আছে, ইহা নিশ্চয় জানি-বেন। যেমন উত্তর অ্যাবশিনিয়ার রাজা স্খেলাস্খেলেসার সময় যখন সত্য খ্রীশ্চান নোবল ব্রীটন্ দূতরূপে গিয়াছিলেন, তথাকার আচার্য্যেরা সত্য খ্রীশ্চান নোবল ব্রীটন্‌কে খ্রীশ্চান বলিতে সন্দেহ করিয়াছিল, তেমন অদ্য যদি সত্য আর্য্য কিম্বা রাজপুত বঙ্গদেশে আগমন করেন, ধাঙ্গড় বঙ্গবাসীরা উঁহাদিগকে সচ্ছন্দে অনার্য্য বলেন, কারণ সত্যতে ও মিথ্যাতে বন্ধুত্ব কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না।

শিব রাত্রি একটী মহোৎসবের দিন, এই দিন সর্ব্ব ভারতবাসী হরের পূজা করেন, এইটীর কোথাও গোলমাল নাই, কিন্তু বঙ্গ-দেশে খড় ও মাটি সুরু হইয়াছে। মহুয়ার পিয়ালা, রাজপুত দের আহ্বানের পাত্র হয়, মধুর অর্থাৎ মৌওফুলের মদ্যের বদলে, এখন আফিম সুরু হইয়াছে, এইটী ভাল চিহ্ন নয়। বীর পুরুষ দের মদ্য, মাংস, স্ত্রী, এই তিনটী ভোগের সামগ্রী হয়, কিন্তু এইটী স্মরণ থাকে, মদ্য, মাংস, স্ত্রীকে ভক্ষণ করিবে, অর্থাৎ নিজের বসে

রাখিবে, যে দিন উহারা ভক্ষণ করিবে, অর্থাৎ উহাদের বসে চলিবে, সেই দিন সর্ব্বনাশ হইল ইহাও নিশ্চয় জানিবেক। হর গৌরীকে বাম উরুতে রাখিলেন, এবং যথায় হর তথায় গৌরী থাকিলেন। তিনি হস্তে সুরা পাত্র খর্পর ধরিলেন, শুষ্ক মাংস ভোজন করিতে লাগিলেন, চারি পার্শ্বে বিদ্যাধরের ও অপ্সরীর নৃত্য ও গীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য রহস্য, কোথায় উচ্ছন্ন যাইবেন, না হিরণ্যাক্ষ বধ করিয়া জগতে হরি নামে অভিহিত হইলেন, এবং সমস্ত জগতের অসভ্যতা নাশ করিয়া সভ্যতা বিস্তার করিলেন। বাস্তবিক হর, কুর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহাবতারের যোগ্য পাত্র হন।

কপিল সাংখ্য লিখিলেন, দত্তাত্রেয় অবধুত গীতা লিখিলেন, বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিলেন, ব্যাস মহাভারত লিখিলেন, এবং ব্যাস পূর্ব্বের সমস্ত ছড়ান পুস্তককে এক করিয়া এয়ীনাম দিলেন, যেমন যুদের র‍্যাবি যুডা ও র‍্যাবি জনথন পূর্ব্বের ছড়ান পুস্তকে এক করিয়া, প্রথমটিকে মিশ্ন ও দ্বিতীয়টিকে গেমেরা নাম দেন, পরে দুই খানি এক হইয়া ট্যাল্মদ্ নাম ধারণ করিল।

বহুকাল পরে পূর্ব্বের কাশ্মীরের অধিপতি আপনার গ্রন্থালয়ে অগ্নি দিয়া প্রায় সমস্ত পুস্তক নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, যাহা কিছু ছিল তাহার একটী তালিকা আছে, অনুগ্রহ করিয়া চেষ্টা করিলে এখনও দেখিতে পারেন। (এলেক্জাণ্ড্রিয়ার পুস্তকালয় অগ্নিতে নষ্ট হওয়াতে জগতের অনেক ক্ষতি হইয়াছে)। কর্ণাটের রাণী অত্যন্ত উন্নতিশীলা ছিলেন, তিনি মহাত্মা বোপদেবকে এই

ক্ষতি পূরণ করিতে অনুরোধ করেন। মহাত্মা বোপদেবের কণ্ঠস্থ ছিল, তিনি পুনরায় আবার সব ঠিক করিলেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান পুস্তক হইল।

ভারতবর্ষে যত পুরাণ মন্দির আছে, এমন কি পামির হইতে ভারত সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং পারস্য গালফ্ হইতে বে অফ্ বেঙ্গল পর্য্যন্ত একটী মন্দিরেতেও অন্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন না সহায় শিবমূর্ত্তি, এবং অন্যমূর্ত্তি যাহা দেখিবেন, তাহা সম্প্রতি হইয়াছে জানিবেন। উড়িষ্যাতে জগন্নাথের মূর্ত্তি আছে অনেকে উহাকে কৃষ্ণ মূর্ত্তি কহে এবং পুরাণে ও কথিত হয়, বাস্তবিক উহা হরির-ওমকারেশ্বরের মূর্ত্তি হয়, এবং হরি-হর এক পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর্য্যেরা এক লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন এবং আর্য্যেরা কখনও মূর্ত্তি প্রস্তুত কবিয়া পূজা করেন না ও পরে বিসর্জ্জন দেন না, এইটী খালি বাঙ্গালার বিধি হয়। ছত্রিশ কুল রাজপুতের মতন ভারতবর্ষে ধনী ও সভ্য অন্য কেহই নন, কিন্তু উঁহারা ঘরে ঘরে পরবতেহারে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া রং ঢং করেন না, ও মূর্ত্তিকে মুটের স্কন্ধে চাপাইয়া রদ্দা ফোঁ করিতে করিতে, কিম্বা লাক্ চড়াচড়্ করিতে করিতে ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া জলে নিক্ষেপ করেন না। মিথ্যা কি সত্য, এখনও বঙ্গদেশ পার হইয়া অন্যত্র দেখুন।

মহাত্মা ব্যাস প্রথম হরিনামের পথ দেখান, তৎপরে মহাত্মা বোপদেব, তৎপুরে শ্রীবল্লভাচার্য্য, তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম জাহির করিলেন, কিন্তু মহাত্মা ব্যাস, মহাত্মা বোপদেব অবতার হইলেন না, মহাত্মা বল্লভাচার্য্য অবতার হইলেন না, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে

অবতার হইলেন না, এবং কখনও তিনি বলেন নাই যে, আমি হরি গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, শিষ্যেরা হরিকে ভুলিয়া হরিনামের প্রচারক শ্রীগৌরাঙ্গকে হরি করিতেছেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ নিজে হরিকে হরি রাখিয়া গিয়াছেন। পিতা ও পুত্র এক নয় এইটি যেন ঠিক থাকে, যদি কেহ স্থূল ছাড়িয়া সূক্ষ্ম তর্ক করেন, তাহা হইলে একই সব সবই এক আসিয়া উপস্থিত হয়, এই মূর্খতা হেতু বঙ্গদেশে প্রত্যহ অবতার জন্ম গ্রহণ করে, এবং প্রত্যহ মিশাইয়া যায়। হরিনামে মুক্তি, আহা! কি উচ্চ দর্শন, যাহার তুল্য যুক্তি আর দ্বিতীয় নাই। প্রভু যীশুকৃষ্ণ এই ভক্তি গুণ প্রচার করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন, এবং মহাত্মা বোপদেব এই ভক্তি মার্গ লিখিয়া জগতে অতুল্য কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, অবশিস্ট যত কটি আছেন, কালে সমস্তই ভক্তি ভাবে মুক্তি পদ লাভ করিবেন।

দিগ্বিজয়ি! আপনি এখন জানিতে পারিলেন, উপাস্য ও উপাসক ও পূজা কি? এই গুলি থালি সংসারকে এক করিবার জন্য হয়, কারণ যথন সূক্ষ্মে এক তখন স্থূলে এক আবশ্যক। রং, খাদ্য, পোষাক যাহাদের গোড়াতে এক আছে, তাহাদেরই ধর্ম্ম এক হয়, মিশ্রিতদের প্রায় এক ধর্ম্ম হয় না। মিশ্রিতদের দর্শনে এক, এইটী দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনে এক হইলে স্থূল লোপ পায়, স্থূল লোপ পাইলেই মনুর সন্তান মানব এইটির ও লোপ হয়, কারণ মন স্থূল কথিত হয় এবং এইটীর লোপ হইলেই পাগল হয়। মনহারা পাগল বঙ্গবাসীরা হয়, আর মনধরা পাগল আর্য্য

সন্তানেরা হন। প্রথমটি পাগলাগারদের পাগল, শেষেরটি হর পাগল। আপনি সংসার কি ইহা বুঝিলেন।

সংসার অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সার, সূক্ষ্মে এক, স্থূলে এক, মধ্যে এক, একই তিন, তিনই এক। তিনটী মূর্ত্তি, তিনখানি বেদ, তিন টী গুণ, তিনটী পৃথিবী, অবস্থা তিনটী, তিনটী লিঙ্গ, তিনটী অগ্নি, তিনটী কাল, অম্ন তিনটী, মনোবৃত্তি তিনটী, উপাসনা তিনটী, তিনটী মাত্রা, তিনটী স্বর, তিনটী উচ্চারণ, তিনটী অক্ষর। এই বিষয় বিশেষ করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমার ইংরাজী যোগ-বাশিষ্ঠ অনুবাদের ভূমিকার ওম তৎসৎ প্রবন্ধ দেখুন।

দিগ্বিজয়ী। আপনার সমস্ত বুঝিলাম, আপনি হর ওরফে হরিকে উপাস্য দেবতা করিতে বলেন, এবং যাহারা উঁহার উপাসক হইবেক, তাহারা শৈব বলিয়া কথিত হউক। খড়ের, মাটীর, প্রস্ত-রের ও ধাতুর মূর্ত্তি পূজা করিতে নিষেধ করেন, যদি কেহ লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন দেখিয়া পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, প্রসিদ্ধ যে কয়েকটী স্থান আছে, তথায় করুন। গড়া ও বিসর্জ্জন দেওয়া আপনি ভাল বলেন না কারণ দূষিত সংস্কার আসিবার সম্ভাবনা। সাধারণ ব্যক্তি আমিষ ভোজী হউন, বিশেষ ব্যক্তি নিরামিষ ভোজী হউন। একটি শাক্ত আচার বলিয়া কথিত হউক, অপরটি বৈষ্ণব আচার বলিয়া কথিত হউক। বসন্তকালে শীকারে বাহির হউক, শরৎকালে দেশভ্রমণে বাহির হউক। যে ব্যক্তির উচ্চ মাথা হইবেক, সে ব্যক্তি একবাদী হউক, এবং সমাজের বিশৃঙ্খলতাকে আশ্রয় না দিয়া, বরং মোচন করুন, অর্থাৎ যাহাতে

এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক রং, এক পোষাক সমাজে হয়, তাহার উপায় করিতে বিধিমতে চেষ্টা করুন। হরিনামামৃত পানে সকলে মুক্তি হউন। রং, খাদ্য, পোষাক এবং ধর্ম্ম এক হউক। বাটে, ঘাটে, মাটে, রাস্তাতে হরিনাম প্রচার হউক, শিবরাত্রি সকলে ধর্ম্ম জ্ঞানে প্রতিপালন করুন, সূক্ষ্ম ভুলিয়া যাউক। হর ওরফে হরি মর্ত্তে অবতার রূপে আসিয়াছেন, মর্ত্তবাসীদের উপকারের দরুন, ইহা সকলে বিনা সন্দেহে ও তর্কে বিশ্বাস করুন।

• কেহই গ্রহণ করিবেক না, সকলেই আপনাকে পাগল ও বর্ব্বর বলিবে ও সুবিধা পাইলেই আপনাকে বহুকষ্টে ফেলিবে। আপনি যশ, প্রশংসা পত্র, ছবি ও মূর্ত্তি চাননা, ইহার কারণ আপনার ইহা ভাল হইতে পারে, অন্যেরা সকলেই ঐ কয়েকটীর দাস, ইহার কারণ কেহই ঠিক্ কহিতে সাহস করেন না, সকলেই বাতাস বুঝিয়া কার্য্য করেন। কেহ উচ্চ বলিলে উচ্চ বলিতে হয়, কেহ অনুচ্চ বলিলে অনুচ্চ বলিতে হয়। গরম ও নরম বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, যে খানে যেটী ঠিক্ হয় সেখানে সেটী ব্যবহার করিতে হয়। (এইটী রাজনীতির পক্ষে ব্যবহার্য্য কিন্তু সমাজনীতির পক্ষে অতীব দূষনীয়, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুব ঠিক।) অন্য সকলে পেটের জন্য লালাহিত, ইহার কারণ সকলেরই ব্যবহার পশুর মতন। বঙ্গবাসী যে পশু আকার মনুষ্য ইহা শত শত বার বলি, এবং কাহারই যে প্রিন্সিপল (principle) নাই ইহা শত শত বার বলি, বুদ্ধির স্থিরতা নাই ইহাও শত শত বার

বলি, নকলের চূড়ান্ত বীর ইহাও শত শত বার বলি। আপনার রহস্যের সমালোচনা দেখুন না, তাহা হইলে আর কিছুই বলিতে হয় না, আপনার রহস্যের ওড়ন ও পাড়ন বুঝিতে পারে এ রকম মাথা অতি বিরল। অনেক ভাষাজ্ঞ পাইতে পাওয়া যায়, অনেক বচন আওড়াইতে পারে অনেক পাওয়া যায়, খুব বকিতে পারে অনেক পাওয়া যায়, নই এঁড়ে জ্ঞান নাই অথচ ট্রামপেটীং বাবু Trumpetting Baboo অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু চিন্তা-শীল লোক কয়টী পাওয়া যায়, বোধ হয় বঙ্গদেশে দুই একটী পাওয়া যায়।

আপনার ওড়ন ও পাড়ন, খালি চিন্তা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান ময়। সাধারণের আয়লো অলি, গৌরাঙ্গ বলি, খোসামদ তুলি, পেটের দায়ে মরি, যা তা লিখি। আপনি কাহার খোসামদ করেন না, কাহার নিকট যান না, কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না, আপনার রহস্যের সমালোচনা কি করিয়া ঠিক হইতে পারে। প্রথমে আমিই আপ-নাকে পাগল ও বর্ব্বর বলিয়া জানিতাম, কেননা আপনার ট্রাম্পেটিং লিষ্টে নাম নাই। বঙ্গদেশের স্বভাব ট্রাম্পেটিং হওয়া, মাথায়তো কিছুই নাই, দেখে ও শুনে ও বুঝিতে যা হয়, ইহার দরুন বঙ্গদেশে ট্রাম্পেটীং লিষ্টে নাম থাকাটা প্রয়োজন হয়, কারণ যাহারা লিখিবে ও কহিবে তাহারা শাক চয়নীর পুত্রমণ্ডলী, বঙ্গদেশে সমাজ নেতামণ্ডলী। প্রথমে কেহ কিছু করিলেই, ট্রাম্পেটিং বাবুদের খোসামদ করা আবশ্যক, কারণ সাধারণে নই কি এঁড়ে দেখিবে না ট্রাম্পেটিং কে দেখিবে, তাহারা যাহা বলিবে সাধারণে তাহাই

লইবে, সত্য কি মিথ্যা আপনি দেখুন। তার পর যতই আপনার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি ততই নিজের অহঙ্কার কম হইতেছে, শেষে এত কম হইয়া আসিল যে আপনাকে মহাত্মা না বলিয়া থাকিতে পারিনা। আমি সর্ব্বত্র গিয়াছি, সকলের সহিত তর্ক করিয়াছি, দিগ্বিজয়ী নাম লইয়াছি, কিন্তু আপনার নিকট আমি বালক ইহাও ভয়ে ভয়ে বলিতেছি। আপনি যে অহং ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অত্যুচ্চ কারণ আকার। অহং না হইলে আকার হয় না, যতক্ষণ অহং জ্ঞান, ততক্ষণ আকার, যে মুহূর্ত্তে অহং লোপ সেইক্ষণেই নিজে লোপ, ইহার কারণ আপনি অহং ভাব লইয়া আর বালকের পরিচয় দিয়াছেন। আপনার রহস্যের ওড়ন ও পাড়ন সাধারণে বুঝিবার কি ক্ষমতা আছে, দেখুন কোথায় অহং দূষনীয় হইবে, না অতি প্রশংসনীয় হইল। আমি প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারি নাই, বালককে যেরূপ করিয়া বুঝায়, সেরূপ করিয়া বুঝাইয়াদিতে কতকটা বুঝিয়াছি। যদি আমার মতন লোকের অবস্থা এই হয়, তাহা হইলে অন্যের কি আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন।

বঙ্গদেশে যে যত সমাজের অপকার করিবে, সমস্ত লোকে তাহার তত উপকার করিবে। আপনি উপকার করিতেছেন, সকলেই আপনার অপকার করিবে। ইংরাজ বাহাদুরের হস্তে বঙ্গদেশ আগমনাবধি আজ পর্য্যন্ত কেহই স্পষ্টাক্ষরে চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া, বঙ্গ সমাজের সমস্ত দোষ গুলি দেখাইয়া দেন নাই, কারণ কেহই সাহস পান নাই। আজ আপনি নিজের যশ নষ্ট করিয়া, এবং নিজে

সমস্ত বঙ্গবাসীর নিকট নিন্দিত হইয়া, এবং সকলকার অভিসম্পাৎ মস্তকের উপর ধারণ করিয়া, এবং চিতার উপর দশ হাত বিশাল বক্ষঃ বিস্তৃত করিয়া, সমস্ত বঙ্গবাসীকে দেখাইয়া দিতেছেন। ধন্য আপনার মানসিক তেজ, ধন্য আপনার উদারতা, ধন্য আপনার ত্যাগ। পঞ্চাশ বর্ষ পরে আপনার রহস্য বঙ্গের ইষ্ট কবচ তুল্য হইবেক। অন্যের রচনা নকল copy, আপনার আদর্শ original।

বঙ্গদেশে নকলের আদর বেশী হয়। আর্য্যদের সময় বঙ্গবাসীরা উঁহাদের নকল করিয়া ছিলেন। বৌদ্ধদের সময় বঙ্গবাসীরা উঁহাদের নকল করিয়াছিলেন। মুসলমানের সময় বঙ্গবাসীরা উঁহাদের নকল করিয়াছিলেন, এবং বঙ্গবাসীরা ইদানীং গ্রীশ্চানদের নকল করিতেছেন। আপনার নিকট শিখিয়াছি যে, আদর্শ ও নকল নাই, যাহা এক তাহাই ঠিক। বঙ্গবাসীরা যদি সকলে আর্য্য সভ্যতা লইতেন, কিম্বা বৌদ্ধ সভ্যতা লইতেন, কিম্বা মুসলমান সভ্যতা লইতেন, কিম্বা গ্রীশ্চান সভ্যতা লন, তাহা হইলে কোন বালাই থাকিত না ও থাকে না। আধাআধি ও ভাঙ্গাভাঙ্গি, থাকিয়া যত গোলমাল হইয়াছে ও হইতেছে। আপনি সকলকে ধাঙ্গড় বলেন ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা, কারণ সভ্যতার মূল এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং হয়। বাঙ্গালীদিগের নানা ধর্ম্ম, নানা পোষাক, নানা খাদ্য, নানা রং হয়, ইহার কারণ বাঙ্গালী সভ্য যতক্ষণ অর্থ, অর্থ যাইলেই যে ধাঙ্গড় সেই ধাঙ্গড়।

প্রত্যহ বঙ্গদেশে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্র কোন রকমে সভ্য হইলে পিতাকে পিতা বলিতে লজ্জা পান, এবং যে পুত্রটী সভ্য হইলেন, সেইটীর সন্তান সন্ততির সহিত অন্য পুত্রের সন্তান সন্ততির মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মে, পোষাকে, খাদ্যে, বীর্য্যে পরস্পরে তফাৎ হন। আপনি নিজের বংশচরিত দেখাইয়া দিয়া, অন্য সকলকে স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি বঙ্গ-দেশের উপকারের দরুন, যত কিছু চেষ্টা করুন কিছুই কিছু হইবে না, আপনি নিজেই বর্ব্বর হইবেন। সে যাহা হউক, আপনি নিয়ম বলেন নাই ও হরিনামের গুণ কি তাহাও বলেন নাই, কেন তাহা বলিতে পারিনা, কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই।

ক্রেতা। স্থূলে নিয়ম প্রতিপালন না করিলে উচ্চ হয় না, কারণ স্থূল নিয়মাধীন হয়। সূর্য্য অপেক্ষা স্থূলের ভিতর উচ্চ পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই তথাচ অহোরাত্র বিশ্রাম নাই। যে দিন বিশ্রাম লইবেক, সেই দিন তেজহীন হইবেক। সূর্য্যের তেজ কেহ গ্রহণ করিতে পারেনা, কিন্তু সকলকার তেজ সূর্য্য গ্রহণ করে। কি উচ্চ রহস্য। স্বাধীনের তেজ কেহই গ্রহণ করিতে পারে না, কিন্তু পরাধীনের সমস্ত তেজ স্বাধীনেতে লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ স্বাধীন নিয়মাধীন, পরাধীনের নিয়ম নাস্তি। সূর্য্য স্বাধীন ইহার কারণ নিয়মাধীন, অন্য বিষয় পরাধীন ইহার কারণ সূর্য্যের অধীন। স্থূল জগতে নিয়ম প্রতিপালন অপেক্ষা উচ্চ দর্শন আর দ্বিতীয় নাই। কোন সময়ে এক যোগাভ্যাসী তাহার গুরুকে জিজ্ঞাসা করেন,

আমি কি উপায়ে মুক্তি লাভ করিব, গুরু বলিলেন, "আতুরে নিয়ম নাস্তি, পুরুষে নিয়ম অস্তি," বাপু, যদি তুমি পুরুষ হও নিয়ম প্রতিপালন কর, আর যদি তুমি পীড়িত হও, যাহা মনে লয় তাহাই কর।

যোগাভ্যাসী। আমি যদি পীড়িত হইতাম, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট আসিতাম না, হাঁসপাতালে যাইতাম, এবং ঔষধ সেবন করিতাম। আমার আকৃতি দেখিয়া কি আপনি পুরুষ বলিয়া জানিতে পারিতেছেন না ?

গুরু। বাপু, তুমি যাহা বলিলে সবই ঠিক কিন্তু তোমার মস্ত মাথা দেখিয়া আমার বোধ হয় তুমি পীড়িত, কারণ দেহের পরিমাণের অপেক্ষা বড় মাথা হইলে আমি পীড়িত বলি, যে হেতু পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা বেশী। যে পরিমাণে দেহ সেই পরিমাণে মাথা হইলে পুরুষ হয়, তবে বাপু, তোমায় একটী গল্প বলি শুন :-

ভারতবর্ষের ভিতর বঙ্গ নামে একটী দেশ আছে, তথায় জল ও বায়ু দূষিত হইবার কারণ বঙ্গবাসীরা আদৌ সংসার নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেনা, এবং নিয়ম কি সামগ্রী তাহাও তাহারা জানেনা, দেশের রাজার যে কয়েকটী নিয়ম আছে, তাহাই অগত্যা প্রতিপালন করে। বঙ্গবাসীদিগের আহারের নিয়ম নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, শর্য্যা নিম্ন স্থানে, অর্থ অত্যন্ত কম, পিত্ত অত্যন্ত বেশী ইহার কারণ সন্তান ও সন্ততি বেশী হয়। সকলেই প্রায় জীর্ণ ও শীর্ণ ও জরাক্রান্ত, দেহের পরিমাণের অপেক্ষা মস্তক অত্যন্ত বড়, হস্ত, পদ ও বক্ষঃ মস্তকের পরিমাণের অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ সরু।

বঙ্গবাসীরা মস্তকের ভরে ঢিপ্ ঢাপ্ করিয়া পড়িয়া মরে। তাবলে বঙ্গবাসীরা কি মনুষ্য নয়। মনুষ্যাকৃতি মনুষ্য বটে, পুরুষাকৃতি পুরুষ নয়, কারণ পীড়িত।

চিন্তাক্রান্ত ও ধাতুবদ্ধ শরীর হয়। নষ্ট চিত্তে ধাতু নষ্ট হয়, সুস্থ চিত্তে বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। কতকগুলির মস্তক বড় হেতু একমেব দ্বিতীয়, পথে, ঘাটে, মাঠে, মন্দিরে, কাগজে, পত্রে, ও অন্যান্য বিশেষ স্থানে, বেদান্ত ও উপনিষৎ রূপে বিরাজ করে। অন্য কতকগুলি সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, খড়ে, মাটিতে, পাথরে, ধাতুতে, কাগজে, পত্রে ও অন্য সর্ব্বত্রে পুরাণ রূপে বিরাজ করে। দুইটী যে এক তাহার কোনও ভূল নাই, এবং দুইটীই যে উচ্চ দর্শন তাহারও কোন ভূল নাই, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় দুইটীই বিকৃত ভাব ধারণ করিয়া মাটিতে গড়াগড়ি ও শূন্যে উড়াউড়ি করিয়া, শেষে কাক জড়ামড়ি করিয়া ইহ জগতের খেলা সাঙ্গ করিতেছে। স্বাভাবিক নিয়ম এই হয়, ভিত্তি যত স্থূল হইবে, ভিত্তির উপর তত উচ্চ হইবার সম্ভাবনা, বিপরীত হইলে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যাই-বার সম্ভাবনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় বৃথা হয়। বঙ্গ-বাসীদের পরিমাণের নিয়ম ঠিক না থাকিবার কারণ, যাহা লিখে, বকে, ভান্ করে, সমস্তই রং তামাসা অর্থাৎ প্রকৃত সং হয়। বঙ্গ-বাসীরা যে জানিয়া শুনিয়া করে তাহা নয়, উহাদের স্বভাব সিদ্ধ প্রকৃতি, যেমন হনুমানের নষ্ট করা স্বভাব সিদ্ধ হয়। তবে বাপু, একটি গল্প বলি শুন ঃ—

কোন সময়ে কতকগুলি হনুমান বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া, থর

থর হইয়া কাঁপিতেছিল, বৃক্ষের উপর কতকগুলি বাবুই পক্ষী নীড়ের বারাণ্ডাতে বাহির হইয়া দেখিল, হনুমানেরা বাসা বিহনে বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়াছে, অতএব বাসা করা আবশ্যক এইটী উহা-দিগকে বলা হউক। বাবুই পক্ষীর ভিতর একটী সম্বোধন করিয়া বলিল, " ওহে হনুমন্ত! আপনারা সকলে হস্তপদাদি বিশিষ্ট জন্তু হন, এই সব থাকিতে কেন অকারণ এত কষ্টভোগ করেন। আমা-দের আপনাদিগের মতন কিছুই সুবিধা নাই, তথাপি চঞ্চুর সাহার্য্যে নীড় প্রস্তুত করিয়া বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাই। আপনারা একটী বাসা প্রস্তুত করুন্ যাহাতে পরে আর না কষ্ট পান।"

ইহা শুনিয়া সমস্ত হনুমান অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটী সভা আহ্বান করিল। দাঁতখিচি মিচি চলিল, পরে সকল কার সম্মতিতে একটী রিজলিউসন্ (Resolution) স্থির হইল, " বাবুই পক্ষীর এক ফোঁটা নীড় থাকাতে এত অহঙ্কার হইয়াছে যে, আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে আইসে, অতএব বাবুই পক্ষীর সমস্ত নীড় নষ্ট করা বিধেয়।" যেমন হুকুম বাহির হইল, অমনি সকলে ঝুপ্ ঝাপ্ হুপ্ হাপ্ করিয়া সমস্ত নীড় নষ্ট করিল। পরে আবার প্রস্তুত করে এই আশঙ্কায় বৃক্ষের ডাল, পালা, পাতা ও নতা, সমস্ত দুরে নিক্ষেপ করিল।

স্বভাব যায়না মরিলে, ইল্লোৎ যায়না ধুইলে, বাপু, তোমার মস্ত মাথা, এই জন্য আমি আশঙ্কা করি, যদি দেহের পরিমাণের মতন মাথা হইত তাহা হইলে নিয়মাধীন হইতে পারিতে, এবং সহজে মুক্তি লাভ ও করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি পীড়িত, ইহার

কারণ তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই কর। আমার বলিবার ও লিখিবার কিছুই নাই, কারণ আমার মাথা তোমার অপেক্ষা অনেক ছোট।

যোগাভ্যাসী। আপনি কি বেদান্ত, উপনিষৎ ও পুরাণকে মন্দ গ্রন্থ বলেন?

গুরু। বাপু, আমি মন্দ গ্রন্থ কেন বলিব, যখন একটী সূক্ষ্ম বলিতেছে, অপরটী স্থূল বলিতেছে, তবে কি জান, অধিকারীর প্রয়োজন আর কিছুই নয়। তুমি চিন্তা-রহস্যতে ব্যাঙ্কের পোদ্দারের গল্পটী পড়, তাহা হইলে জানিতে পারিবে। বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নস্ট করাটী কি ভাল, তাহাও জানিতে ইচ্ছা কর চিন্তা-রহস্যের ব্যাস ও বিবেকীর ভিতর সময় পড়। বাপু, তুমি নিয়মাধীন হইতে পারিবেনা, কারণ তোমার এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই, ও সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের গুঁতোতে নিয়ম অস্থির হইয়া পালাই পালাই ডাক ছাড়ে, ইহাও জানিতে ইচ্ছা কর, কথোপকথন-রহস্যতে মাতালের গল্প পড়। বাপু, তুমি কি বাঙ্গালী, তোমার হেঁড়ে মাথা দেখে বোধ হচ্চে?

যোগাভ্যাসী। আপনিকি বাঙ্গালিদের খারাপ বলেন, বাঙ্গালী অপেক্ষা উচ্চ সভ্যতার লোক জগতে কে আছে, ইঁহাদের সভ্যতা লইয়া জগৎ সভ্য হইয়াছে। ইঁহাদের মতন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধনী কে আছে? আপনি দর্শন পড়িয়া দেখুন যে, জগতে ইঁহাদের অপেক্ষা উচ্চ দর্শন আর কোথায় আছে, পুরাণ পড়িয়া দেখুন যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাজা সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ হইতে হইয়াছে কি না। বাঙ্গালী রাং নয় খাটীসোনা।

গুরু। হাঁ হাঁ, হাঁ! তুমি যাহা বলিলে অতি উচ্চ কথা, তবে রাং আছে, কারণ বঙ্গ। সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ হইতে যে পৃথিবীর সমস্ত রাজবংশ তাহা কতকটা ঠিক্, তবে কোনটী অগ্রে ও কোনটী পিছনে নিরূপণ করা দুরূহ। মধ্য এসিয়া হইতে সমস্ত রাজবংশ ইহা ঠিক, তবে খালি অধিক এইটী যে বঙ্গ আর্য্যবর্ত্তের ভিতর নয়, আর বঙ্গদেশে তীর্থ পর্য্যটনে আসিলে পুনঃ সংস্কার বিধেয়। আর এসিয়া, ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় অন্যত্রে তাহা নাই, আর দর্শন ও পুরাণ যাহা বলিলে তাহাও ঠিক, কেননা সমস্ত সংস্কৃত দর্শন ও পুরাণ বাঙ্গালীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। বেদব্যাস, বাল্মীকি, গৌতমাদি সমস্তই বাঙ্গালা দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে জন্মস্থান গুলি উড়িয়া আর্য্যাবর্ত্তে গিয়া পড়িয়াছে, এবং বাঙ্গালা হইতে যে অন্য সমস্ত লোক সভ্য হইয়াছে এইটী বড় মন্দ নয়। আর চারকুটের News যে বাঙ্গালা হইতে পাওয়া যায় এইটী আর খুব ঠিক্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম বাঙ্গালীতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত রং বাঙ্গালীতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত খাদ্য বাঙ্গালীতে আছে, পৃথিবীর সমস্ত পোষাক বাঙ্গালীতে আছে। সাধে কি, বাপু, তোমায় পীড়িত বলিয়াছি, কারণ তোমার মাথা দেহের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বড়।

যোগাভ্যাসী। আপনি কি উচ্চ মাথা ভাল বলেন না?

গুরু। হাজার বার ভাল বলি, তবে কি জান, নিজ পরিমাণ অপেক্ষা কোন ভাল কার্য্য করিলেও শেষে মন্দ ফল হয়। চিন্তা-রহস্যে কাপড়ে হাগা রাজার গল্প পড়িলে জানিতে পার। মস্তকের

দ্বারাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় রহিয়াছে, তা বলে বাপু, ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত মস্ত মাথা বাঙ্গালী কি ফ্রেঙ্কো প্রুষিয়ান যুদ্ধে ফৌজ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে, না পাঞ্জাব বাসীদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে পারে, না স্বাধীন দেশের লোকের মতন এক ধর্ম্ম. এক পোষাক, এক রং এবং এক খাদ্যে নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারে, বাঙ্গালীর মস্ত মাথা অকাল মৃত্যুর দরুন আর কিছুই নয়।

যোগাভ্যাসী। তবে দেহের পরিমাণ অপেক্ষা উচ্চ অর্থাৎ বড় মাথা ভাল নয়, যেই রকম দেহ সেই রকম মাথা ভাল?

গুরু। বাপু, এই জন্যই আমি তোমায় পীড়িত বলিয়াছি। সুস্থ শরীর না হইলে বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় না, বুদ্ধি না হইলে নিয়মাধীন হয় না, নিয়মাধীন না হইলে কোন কার্য্য সফল হয় না। তুমি আতুর ইহার কারণ তোমাতে নিয়ম নাস্তি।

যোগাভ্যাসী। তবে আমার দেহের পরিমাণের মতন মাথা কি করিয়া হইবে?

গুরু। কলাইয়ের ডাল, কিম্বা ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক ঔষধ সেবন করিলে কোন কালে সভ্য হইতে পার, অর্থাৎ বিহারী মিত্রের রহস্যাবলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে সম্ভাবনা।

যোগাভ্যাসী। গুরুদেব! তবে আমি আসি।

গুরু। এস বাছা, এক তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

দিগ্বিজয়ি! বঙ্গদেশে কেহই নিয়মাধীন নন, ইহার কারণ বঙ্গদেশে প্রকৃত সংসার অভাব হয়। আর দেখ, গলায় দড়ি, Yel-

low dog, টীকিদাস বাবাজী সকলেই নিজের পেটের দরুন্ বঙ্গদেশের এক প্রান্তর হইতে অপর প্রান্তর পর্য্যন্ত সকলকেই শিক্ষা-দিতেছে, যে জগৎ অনিত্য, যদি জগৎ অনিত্য হইল, তাহা হইলে প্রকৃত সার যে সংসার তাহাও বৃথা হইল, ইহার কারণ এক মেব দ্বিতীয়ের ও সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব বেশী। ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাইনি। জগতের ভিতর অসভ্য জাত কে? বাঙ্গালীর মতন সভ্য জাত আর জগাতে দ্বিতীয় নাই। নিয়ম আর কি বলিব, যতক্ষণ না এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং, এক পুত্রে বিষয় ভোগ ঠিক না হয়, ততক্ষণ বঙ্গবাসী পীড়িত, এবং পীড়িত লোকদের নিয়ম নাই।

তবে যত দিন দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিবে, ততদিন এক তানে, এক স্বরে, এক ভাবে, গান গাহিব, কেহ শুনুন আর না শুনুন, পাগল বলুন আর বর্ব্বরই বলুন। দিগ্বিজয়ি! ফ্লীট ষ্ট্রিটে যাইয়া একবার উচ্চ রবে প্রাণ ভরে গান গাহিব মনন্ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্লেগের হেঁপাতে এই বৎসর বন্ধ রাখিলাম। যদি **একের** কৃপায় দেহ থাকে, পরে যাইব।

কোন ইংরাজ ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন, বাঙ্গালী খুব নকল করিতে পারে, কিন্তু সৎগুণ নকল করিতে পারেনা। অসৎ গুণ খুব শীঘ্র নকল করিতে পারে, মহাত্মা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে ঠিক তাহার কোনও ভুল নাই। সৎগুণ নকল করিবার একবারে ক্ষমতা নাই, ইঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া করেন না তাহা নয়। তবে একটী গল্প বলি শুনুন:—

কোন সময়ে আর্য্যবর্ত্তে এক মহাত্মা বাস করিতেন, এবং তিনি সেই সময়ের প্রধান ঋষি বলিয়া কথিত হইতেন। রাজ-চক্রবর্ত্তী উহার অনুমতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না, মহাত্মা পূর্ব্বের অনেক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ফলতঃ অন্য সকল-কার পূজার পাত্র হইয়াছিলেন। মহাত্মার একটী আশ্রম ছিল এবং তথায় অনেক শিষ্য বাস করিত। মহাত্মা সকলকে যথা বিধানে বিদ্যাদান করিতেন এবং আহারও দিতেন, মোটামোটী মহাত্মা প্রকৃত মহাত্মা ছিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালার মতন নকল ছিলেন না।

মহাত্মা কোন দিন নৌকাযানে আসিতে ছিলেন, হটাৎ ধীবর রাজার অবিবাহিতা কন্যাকে আমোদ নৌকায় সহচরীর সহিত জল কেলি করিতে দেখিয়া মদন জ্বালায় এত ব্যথিত হইলেন, যে আর সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে মেঘের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন, অর্থাৎ বিবেক জ্ঞান হারাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ হারাইয়াছিলেন। সুন্দরী সম্মুখে তেজপুঞ্জ পুরুষ দেখিয়া যৌবন ভার ও মদনের শর সহিতে না পারিয়া, মহাত্মার সহিত নৌকাযানে রমণ করিতে বাধ্য হইলেন। সুরত প্রসঙ্গের ফল অদ্যাবধি নারায়ণ বলিয়া কথিত হন।

কিছুদিন পরে তাঁহার এক শিষ্য অপর একটী স্ত্রীলোকের উপর কামাসক্ত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করে। স্ত্রীলোকটী মহাত্মার নিকট যাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত জ্ঞাপন করাই-বার পর মহাত্মা বলিলেন, মা, তুমি বাটী যাও, ইহার সমুচিত শাস্তি আমি দিব। কিয়ৎক্ষণ পরে শিষ্য আসিয়া গুরুর সম্মুখে

উপস্থিত হইল। মহাত্মা শিষ্যকে সমস্ত ব্যাপার বলিলেন, শিষ্য রাগান্বিত হইয়া উত্তর করিল। ঠাকুর! আপনার বেলা লীলা খেলা, পাপ বলিছ আমার বেলা, আপনার দেখিয়া আমি করিয়াছি। আপনি গুরু যেরূপ দেখাইবেন, আমি শিষ্য সেই রকম করিব। আমি প্রধানশিষ্য, আমি অন্য সকল শিষ্য অপেক্ষা অধিক নকল করিব। অতএব গুরুদেব! আমি কোনও দোষ করি নাই।

মহাত্মা। শিষ্য, তুমি কোনও দোষ কর নাই ইহা ঠিক, কারণ তুমি গুরুর নকল করিয়াছ। তোমার গুরু যে এত সৎকার্য্য করিয়াছে, তুমি কি তাহার কিছু নকল করিয়াছ।

শিষ্য। আমি বিদ্যা, বুদ্ধি ও যুক্তির নকল করিনা, কারণ আমার ক্ষমতা নাই। যাহা আমি পারি তাহাই করিয়াছি।

মহাত্মা। তুমি জান, রাজচক্রবর্ত্তী আমায় কত ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় ক্ষমা করিয়াছেন, আর তিনি সেই সময় বলিয়াছিলেন, আপনার পনর আনা তিন কড়া তিন ক্রান্তি সৎগুণ, রক্ত ও মাংসের শরীর, আবার আপনার এই প্রথম দোষ, ইহার কারণ আমি আপনাকে এইবার ক্ষমা করিলাম। আর একটা সর্ব্ব প্রধান কারণ যে, সকল প্রজাবর্গেরা আপনার ক্ষমার দরুন আমাকে দরখাস্ত করিয়াছে। তুমি জান, আমি তদা-বধি কি লজ্জিত আছি, এবং নিজকে নিজে কত তিরস্কার দিতেছি, এবং আমি কত অনুতাপ করিতেছি, এবং একের নিকট কত এক অন্তঃকরণ হইয়া, দেহের দোষের শান্তির দরুন কত কঠোর তপস্যা করিতেছি। বাপু, তোমার পনর আনা তিন কড়া তিন ক্রান্তি

অসংগুণ, যদিও সংগুণ নকল করিবার ক্ষমতা নাই, তথাচ দোষের শাস্তি ভোগ কর।

এমন সময়ে রাজ চক্রবর্ত্তীর সিপাহী আসিয়া শিষ্যকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। দিগ্বিজয়ি! আতুরের নিকট নিয়ম বলিতে নাই, কারণ নিয়মের কথাগুলি ভ্রষ্ট ভাবাক্রান্ত হয়। পূজা কর, এই কথাটী সর্ব্ব গ্রন্থে আছে, চাল কলা ঘণ্টানাড়া কোথা হইতে আসিল। ওম্ এই কথাটী সর্ব্ব গ্রন্থে আছে, ওম্ অর্থাৎ অ+উ+ম অর্থাৎ ত্রিগুণ অর্থাৎ আকার, নিরাকার কোথা হইতে আসিল। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, উপাস্য ও উপাসক কোথা হইতে আসিল, এবং খড় ও মাটির ঠাকুর ঠাকুরাণী হইয়া বঙ্গদেশে কোথা হইতে আসিল। ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়, চরকা কিম্বা গুলি সূতা কোথা হইতে আসিল। শূদ্র অর্থাৎ পরাধীন, স্বাধীন বৃত্তি কোথা হইতে আসিল। শ্যামা তপ্তকাঞ্চণ বর্ণের দরুন, সা স্ত্রী শ্যামা ইতি কথাতে, ইজিপ্ট দেশের স্যেমিরেমিসের মতন কাল কর্ণ কোথা হইতে আসিল। হরিনামের অর্থ কোথা হইতে নিরামিষ ভোজী, কণ্ঠিধারী, তিলকধারী, বেওয়ারিস নেড়া নেড়ী, পেটের দায়ে হরি ভিক্ষাকারী আসিয়া উপস্থিত হইল। হরি বলিলে শৈবধর্ম্ম প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়া উপস্থিত হন, প্রকৃত হর অর্থাৎ হরি কেন লোপ পান। দিগ্বিজয়ি! আতুরের নিকট নিয়ম প্রতিপালনের অবস্থা দেখিলে, আতুর ব্যক্তি নিয়মাধীন হইতে পারে না। ডাক্তার, হাকিম, কবিরাজ, গঙ্গাপানে পা ব্যক্তিকে অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তিকে যেমন অনুমতি দেন, "যাহা ইচ্ছা তাহাই পথ্য," আমিও নিয়ম

বিষয়ে আপনাকে ঠিক ঐরূপ বলিতেছি, তবে হরিনামের গুণের কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা বলি শুনুন :—

কোনদিন মুনি নারদ যমালয়ে ভ্রমণ করিতে যান, তথায় নানা পাপীর নানা অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি মনে করিলেন, নিজগুণে সকলই তরে, কিন্তু নাম বলি তারে, যে অধমকে তরাতে পারে। বরাবর আমি হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু পরীক্ষা করিবার কোনও সুযোগ পাই নাই, এইবার হরিনামের গুণ কি তাহা একবার প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি। মুনি নারদ প্রাণ ভরে হরিনাম করিতে লাগিলেন। যমালয়ে যত পাপী ছিল, হরিনাম শ্রবণে সকলেই উদ্ধার হইল।

দিগ্বিজয়ি! হরিনামে উদ্ধার এইটী যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে অন্য কিছুই করিতে হয় না। যাগ, যজ্ঞ, হোম, তপ ও জপ মুক্তির দরুন্ করিতে হয় না। বিদ্যার, বুদ্ধির, জ্ঞানের ও যুক্তির প্রয়োজন হয় না। খড় ও মাটি পূজাতে অর্থ শ্রাদ্ধ করিতে হয় না এবং গুরু ও শিষ্য থাকে না। গৌরিকধারীর, ব্রাহ্মণ বেশধারীর, কৌপীন বহির্ব্বাস ধারীর, অর্থাৎ গুরুর ও শিষ্যের প্রয়োজন হয় না। হরিনাম উচ্চারণ করিলেই উদ্ধার, হরিনাম শ্রবণ করিলেই উদ্ধার। দিগ্বিজয়ি! আপনি বলিতে পারেন, হরিনাম উচ্চারণ করিলে কেন মুক্তি হয়।

দিগ্বিজয়ী। না।

ক্রেতা। তবে একটী গল্প বলি শুনুন :—

কলিকাতাতে প্লেগরূপিনী মায়া আসিয়া কলিকাতাবাসী দিগকে

বিভীষিকা দেখাইতেছিল। সংস্কার অপেক্ষা অদ্ভুত পদার্থ আর কিছুই নাই, সত্য মিথ্যা হয় মিথ্যা সত্য হয়। মহাত্মা এনভিল সাহেবের ভারতের নক্সা দেখিলে, বেশ জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গা মুরসিদাবাদ হইতে গৌড় হইয়া বে অব বেঙ্গলে পড়িয়াছে। গৌড় হইতে যখন রাঢ়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, বোধ হয় সেই সময় এইটী অন্য নাম ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বে রাঢ়ীরা বিদ্যান ছিলেন, এবং বৈদিকদিগের বহুপূর্ব্বে বঙ্গদেশে আসিয়াছেন। বৈদিকেরা রাঢ়ীর নিকট থৈ পাইলেন না, ইহার কারণ বোধ হয় এক হইল, অর্থাৎ শঙ্কাশুর গঙ্গার পিছনে রহিলেন না। যদ্যপি বৈদিকেরা আজকালকার মতন হইতেন অর্থাৎ বৈদিকেরা আজকাল যেমন রাঢ়ীর অপেক্ষা বিদ্যান হইয়াছেন, তাহা হইলে একটু গোল মাল হইত। বঙ্গজ ও বৈদিক সকলে ঘটী ও বাটী বিক্রয় করিয়া ঘরের গঙ্গা ত্যাগ করিয়া রাঢ়ের গঙ্গাতে মুক্তির কারণ স্নান করিতে আসেন, ইহার কারণ আর কিছুই নয় খালি সংস্কার ও নব দ্বীপ প্রধান বিদ্যার স্থান ও ধনের স্থান হয়।

৺জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ৺গৌরাঙ্গ মিশ্র, প্রথমে বঙ্গদেশে হরি নাম প্রচার করেন, এবং তিনি সকলকার হৃদয়ে এমন একটী সংস্কার দিয়া গিয়াছেন, যাহা একটু বাতাস পাইলে তুমুলকাণ্ড হইতে পারে। তিনি নিজে অবতার বলেন নাই, তিনি হরিনামামৃত পানে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি হরকে ওরফে হরিকে হরি বলিয়া ছিলেন। গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি আদৌ নাই, বঙ্গ পার হইলে আর হরিনাম শুনিতে পাওয়া যায় না, খালি শিবনাম

কৃষ্ণনাম ও রামনাম। যাহারা আমিষ ভোজী ও প্রকৃত সন্ন্যাসী অর্থাৎ শঙ্কর মটধারী, তাহারা সকলেই শৈব ও শাক্ত আচারী হন। ৺মহেন্দ্রাচার্য্য, ৺বল্লভাচার্য্য ও ৺গৌরাঙ্গ মিশ্র, ইঁহারাই নিরামিষ ভোজী ছিলেন, এবং উঁহাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যেরা নিরামিষকে মুক্তির কারণ ঠিক করিয়াছেন, ইহার কারণ বোধ হয়, হরিনাম বলিলেই নিরামিষ বুঝায়।

সে যাহা হউক, প্লেগরূপিনী মায়া আসিতে প্রায় সমস্ত কলিকাতাবাসী হরিনাম ধরিলেন। পথে, মাঠে, ঘাটে, সর্ব্বত্র হরিনাম, হরিনামের এমনই গুণ, প্লেগরূপিনী মায়া ভয়ে অস্থির হইয়া সহর ত্যাগ করিল।

দিগ্বিজয়ী। আপনি গল্প বলিলেন, বিজ্ঞান বলিলেন না?

ক্রেতা। আপনার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম, কারণ বিজ্ঞান কোথায় প্রয়োজন আপনি জানিতে পারিয়াছেন। স্থূলে যত কিছু কার্য্য করিবেন, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর করিবেন। সূক্ষ্মে মূর্খ হইয়া ভক্তি বাড়াইবেন, কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম অতিদূরে এক ইহাও জানিবেন। যতক্ষণ ভেদ ততক্ষণ ভেদ, যখন অভেদ তখন অভেদ, ইহার কারণ মুক্তি ও বন্ধন নিজের নিকট হয়। আপনি যে বিষয়ের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা শুনুন:—

সর্ব্ব পুস্তকে শব্দ ব্রহ্ম কথিত হয়, বাক্য হয় শব্দ ইহাও কথিত হয়, যদি ইহা ঠিক হয়, তাহা হইলে হরিনামের বিজ্ঞান যে শব্দ তাহাও ঠিক। সকল কলিকাতাবাসী হরিনামটী উচ্চৈঃস্বরে শব্দ

করিতে লাগিল, শব্দ মর্ত্ত হইতে আকাশে উঠিবার সময়, পথে দূষিত ভূতের সহিত মহা তুমুল যুদ্ধ করিল, পরে যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিদীর্ণ করিতে করিতে নির্ম্মলে গিয়া মিলিল, ক্রমান্বয়ে শব্দ মর্ত্ত হইতে যোগ দেওয়াতে অবিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিল, অর্থাৎ একীভূত হইয়া আকাশ ও মর্ত্ত এক হইল, এবং দূষিত ভূত তিরোহিত হইতে বাধ্য হইল। যদি দূষিত ভূত যুদ্ধে জয় লাভ করিত, তাহা হইলে দূষিত ভূতের প্রাদুর্ভাব বাড়িত।

মানসিক বল অপেক্ষা বল নাই। সংস্কার মানসিক বলকে সাহার্য্য করে। হরিনাম করিলে সমস্ত মঙ্গল হয়, এই সংস্কার সমস্ত কলিকাতা বাসীকে একীভূত করিল। যেমনি সকলে এক হইল, অমনি মানসিক তেজ বৃদ্ধি পাইল, যেমন মানসিক তেজ বাড়িল, অমনি পুরুষকার আসিয়া পড়িল, যেমনি পুরুষকার আসিল, অমনি কার্য্যে পরিণত হইল, যেমনি কার্য্যে পরিণত হইল, অমনি সুন্দর ফল ফলিল। আহা মরি মরি! একীভূত হওয়ার ফল কি সুন্দর, যাহা এক তাহাই সুন্দর। সংসার প্রকৃষ্ট সার কেন, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, খালি এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং বিরাজমান হয়। বাঙ্গালীদের একতার পূর্ণ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ বঙ্গবাসীরা সংসারী নন, আমি মনে করিলাম, বঙ্গবাসীরা বুঝি এই বার এক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং মনে মনে প্লেগরূপিনী মায়কে শত শত ধন্যবাদ দিলাম। কিন্তু বঙ্গবাসীদিগের কি অদ্ভুত রহস্য,

যে হরিনামে পাগল, আবার সেই হরিনামে ছাগল। স্বভাব যায়না না মরিলে, ইল্লোৎ যায়না না ধুইলে।

দিগ্বিজয়ি! আপনি বঙ্গদেশে কি প্রকারে হরিনাম প্রচার হয় ইহার চেষ্টা করুন, এবং এই ব্রতে ব্রতী হইয়া দেহ পাত করুন, কিন্তু সাবধান, যেন কুমারটুলির মতন অবতার না আসিয়া উপস্থিত হয়। যিনি হরি, তিনিই হরি, অবতার হরি নয়। যিনি পিতা, তিনিই পিতা, পুত্র পিতা নয়। যিনি জননী তিনি রমণী, যিনি রমণী তিনি জননী, এই সূক্ষ্ম দর্শনটী আসিয়া উপস্থিত না হয়, সাবধান, সাবধান, সাবধান।

দিগ্বিজয়ী। আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে অনেক সার বুঝিলাম। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং না হইলে প্রকৃত সংসারী হয় না, এবং উচ্চ দর্শনের অধিকারী হইতে পারে না। আপনি নিয়ম বলিলেন না কারণ আতুরে নিয়ম নাস্তি। যাহাদের এক ধর্ম্ম, এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং অভাব হয়, তাহাদের আপনি আতুর বলেন। আপনি কোন ধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই, কারণ আপনি কোন ধর্ম্মকে ছোট ও বড় করেন নাই। যে ধর্ম্মে এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং আছে, তাহাই সংসার ধর্ম্ম, কারণ এক না হইলে সংসার হয় না। যথায় সংসার তথায় ধর্ম্ম, যথায় সংসার অভাব, তথায় সূক্ষ্ম। আপনি বলিয়াছেন, যদি পুরাতন আর্য্যদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে শৈবধর্ম্ম বিধেয়। শৈবধর্ম্মের ভিতর দুইটী আচার রাখা উচিত। একটী শাক্ত আচার অপরটী বৈষ্ণব আচার, অর্থাৎ গৃহী ও সন্ন্যাসী।

অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণে যদি এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য এক রং হয়, তাহাতেও আপনার কোন আপত্তি নাই। চাল, কলা ও ঘণ্টা নাড়িয়া কলা দেখাইয়া পূজা আপনি ভাল বলেন না, কারণ যাহাকে উৎসর্গ করা হয় সে নকল অর্থাৎ অচেতন পদার্থ, এবং ইহার গ্রহণ করিবার কিম্বা দিবার কিছুই ক্ষমতা নাই, ইহার কারণ যে ঘণ্টা নাড়ে, সেই কলা দেখাইয়া জিনিষ গুলি লয়। জীবের পূজা হয়, নিরাকারের পূজা হইতে পারে না। যিনি প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রথম সংসার বন্ধন করেন, তাহারই পূজা হয়। গৌরবান্বিত ক্রিয়া হেতু পূজা। দার্শনিকদের কেহ পূজা করেন না, কারণ দার্শনিকেরা ধর্ম্ম লইয়া বিচার করেন। পুত্র যত বড় হউক না কেন, পিতার নিকট বালক। আপনি বলিয়াছেন, পুত্তলিকা পূজা ভাল নয়। এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই ও সমস্তই তিনি এই দর্শন সংসারীর পক্ষে ভাল নয়, কারণ দুকুল হারাইয়া, উলঙ্গ হইয়া পথের ভিখারী হইতে হয়। মোট কথা এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য ও এক রং সংসারীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি আতুর বলিয়া, আপনি কিছু নিয়ম বলিলেন না, যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই।

ক্রেতা। এখন আমি নিয়মের কথা বলিতে পারি না কারণ সকলে পীড়িত, যদি একের কৃপায় দেহ থাকে, পরে প্রকাশ্য রূপে সমুদয় বলিব। তবে মোটামোটী কিছু রহস্য বলি শুনুন:—

মাতৃকুল—দক্ষিণ, পিতৃকুল—উত্তর, একটী শ্বেত অপরটী পীত, একটীর খুলি চওড়া অপেক্ষা লম্বা বেশী, অপরটীর লম্বা

অপেক্ষা চওড়া বেশী, একটীর নাসিকা উচ্চ, অপরটীর চাপা। একটা সমুদ্রবাসী অপরটী মেরুবাসী। একটী চাষী, অপরটী শিকারী, একটা ক্রম, অপরটা কুশ। একটী সমুদ্র ঢেউ হইতে রক্ষা হেতু উঠিতে লাগিলেন, অপরটী বৃষ্টিতে উদ্বেজিত হইয়া নামিতে লাগিলেন। যতগুলি নামিলেন ও উঠিলেন, মিলানের স্থানে রক্ত বর্ণ হইলেন ও মাথার খুলি গোল হইল। ডিম্বের ভিতর একধার শ্বেত অপরধার পীত, কিন্তু মিশ্রণের ফল লাল। লালে অর্থাৎ রক্ত বর্ণে জগৎ লাল অর্থাৎ রক্ত হইল, এই রক্ত শেষে রাজচিহ্ন দাঁড়াইল। চাষা, মালী, তীরধারী এক হইল, এবং জগতে বিশ্ বলিয়া খ্যাত রহিল। তালব্য শ মূর্দ্ধন্য ষ রূপ ধরিল অর্থাৎ প্রকৃত বিষ হইল।

বৈশ্য সর্ব্বত্রে ছুটিল, একটী এরাক্সিস্ পার হইয়া এরারটে উঠিলেন, আবার ইউফ্রেটিস্ ও টিগ্রিস্ আশ্রয় লইয়া নানা রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং জেণ্ড ভাষায় অবস্থা রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অপরটি ব্ল্যাক সমুদ্র পার হইয়া অলিম্পাসে উঠিলেন কিম্বা সিনাই হইতে অলিম্পাসে উঠিয়া ব্ল্যাক সমুদ্র পার হইয়া অন্যত্রে গমন করিলেন। কতকগুলি আবার ভূমধ্যস্থ সাগর পার হইয়া ভিন্ন স্থানে যাইলেন, এবং কতকগুলি নাইলের ধারে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু সকলেই হিবরু ভাষায় পেণ্টাটিয়াকে রহিলেন। একটী ক্যাস্পীয়ান পার হইয়া অকসাস্ ধরিয়া ইমসে উঠিলেন, আবার ইমস্ হইতে অগ্লাস্ দিয়া বাল্ক্ ওরফে বাহ্লিক দেশ যাইলেন, তথা হইতে হিরাটের সরস্বতী পার হইয়া হস্তিপুরে

অর্থাৎ পুষ্কলাবতীতে পঁহুছিলেন, তাহার পর ইনণ্ডাস্ অর্থাৎ সিন্ধু প্রবেশ করিয়া তক্ষকদেশ তক্ষরিস্থান স্থাপন করিলেন। ভৃগু, কুশ ও গৌতম যোগ দিলেন। ভৃগু মাঘ মাগধে আনিলেন, কুশ ধ্রুব কাশীতে আনিলেন, গৌতম কপিল বস্তুতে বুধ আনিলেন। একটী অগ্নি, একটী নক্ষত্র, একটী চন্দ্র। ঋক্ষ অর্থাৎ ভল্লুক—মৎস্য—শীল, কাল ষাঁড় ওরফে বিশন—কুশ, রাহু অশ্বত্থ। অর্জ্জুন বৃক্ষের স্বর্ণতে সকলকার আমোদ প্রমোদ চলিল। শিল্পী, মালী, যব প্রস্তুত কারী ও ধান্য প্রস্তুতকারী এক হইল। সাত ভাই চাম্পা জাগরে কেন বোন পারুল ডাকরে অর্থাৎ প্লিডস্ চলিল। নক্ষত্র মণ্ডল চলিল, বুধ চলিল, কাল ষাঁড় চলিল, মৎস্য চলিল, ঋতু চলিল, তের মাস চলিল, মনাসার গল্প ও মঙ্গল চণ্ডির গল্প চলিল, বেনে ও সওদাগরের গল্পটী চলিল। পরে আবার একটী দল আসিল, সূর্য্য বড় হইল। চন্দ্র ও অন্য অন্য নক্ষত্র ঘুরিতে লাগিল, বারমাসী হইল, ছয় ঋতু হইল, সাতাইস নক্ষত্র পূর্ণ জ্যোতিষ চক্র চলিল। বৃষ্টির আরাধনা, ঋতুর আরাধনা ও মিলনের আরাধনা খুব চলিল। রথ, দুর্গোৎসব ও লক্ষ্মীপূজা বাড়িল। সোদর ব্রতে জাহাজ ভাসান অর্থাৎ আরগোনট্ চলিল। হু হু করিয়া নানা দিগ্দিগান্তর হইতে নানা রকম আচার ব্যবহার ও নিয়ম যোগ দিল। হৈ চৈ পড়িল, সোম ইন্দ্র ও অগ্নি অতি পুরাতন হইল। মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা পুরাতন হইল। এইবার পুরাণ দেখা দিল। রাম, সীতা ও মারীচ আসিল। নল, দময়ন্তী ও ব্যাধ আসিল। শুক্রাচার্য্য, যযাতি ও শর্মিষ্ঠা আসিল। সমুদ্র মন্থন আসিল।

ব্যাস, বিচিত্র বীর্য্য ও গান্ধারী যোগ দিল। রাধা, কৃষ্ণ ও কংস আসিল, এবং অন্যান্য অনেক গল্প গোড়া বজায় রাখিয়া উপস্থিত হইল। প্রকৃত ধর্ম্ম শৈব অভিমানে মাঠে, ঘাটে ও রাস্তায় গড়াগড়ি দিল। বৌদ্ধ উঠিল, কল্কা পাইল না, ভোঁ ভোঁ দৌড় দিয়া বহুদূরে গিয়া পড়িল।

ভারতবর্ষে বর্মার প্রাদুর্ভাব রহিল। জ্যোতিষ উৎসব ও বসন্ত উৎসব গাড় হইয়া বসিল। উচ্চ মাথা বাহির হইতে সুরু হইল। কিন্তু মোটা মাথার নিকট দাঁড়াইতে পারিল না, উল্টাইতে পারিল না, কাজে কাজেই প্রকৃত ধর্ম্ম ও করিতে পারিল না। শেষে উপনিষৎ ও দর্শন সূক্ষ্ম রূপে পরিণত হইল। যাহাদের মাথা মোটা অপেক্ষা কিছু উচ্চ হইল, সংসার ধর্ম্ম কি বুঝিল না, এক বারে সূক্ষ্মে যাইয়া উপস্থিত হইল, এই সূক্ষ্ম আর গোলমাল বাড়াইল। ধর্ম্ম রহিল না, নিত্য কার্য্য রহিল না, পুরুষকার রহিল না, নীলে নীল হইল, স্থূলের নীলকণ্ঠ ছাড়িল। সুখ পাইল না, মাথা ঘামাইতে লাগিল, শেষে গোল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যু নাই, জন্ম নাই, স্বভাব নাই, অভাব নাই, মুক্ত নাই, কিছুই নাই, আবার সবই আছে রে ভাই, যে যাই কর, সবই ঠিক্‌রে ভাই, আবার সবই অঠিক্‌রে ভাই। ঠিক্ বলিলে ঠিক, অঠিক বলিলে অঠিক্। পূর্ণ পাগল, পূর্ণ ছাগল, পাগলামিটাই রহিল, ছাগলামিটা লোপ হইল। যে ভারতবর্ষ সেই ভারতবর্ষ রহিল, অর্থাৎ যে খিচড়ি সেই খিচড়ি রহিল, অর্থাৎ বর্ম্মা রহিল, এবং মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য আর একটি ডাল অর্থাৎ আর একটি উপলক্ষ হইলেন। শৈব,

বৌদ্ধ, মোজাইক, জোরাষ্টিয়ান, খ্রীশ্চান ও মুসলমান স্থান পাইল না। হেঁপা যাইবে কোথা, কিছু কিছু চিহ্ন রাখিয়া সস্থানে প্রস্থান করিল। মুসলমান বেশী রাখিয়া গেল। শৈব, বৌদ্ধ বহুরূপ ধরিল, অর্থাৎ যেরূপ আনিল সেরূপ ধরিল। আর খিচুড়ি সুরু হইল, জল বিহনে খিচুড়ি শুষ্ক হইতে লাগিল, ধূম উঠিতে সুরু করিল, ঘুরে ফিরে বর্ষা আসিল, ধূম সূক্ষ্ম চলিল। দিগ্বিজয়ি! এই স্থূল ও এই সূক্ষ্ম এখন চলিতেছে। ধর্ম্ম নাই, যদি থাকিত এক খাদ্য, এক পোষাক, এক রং, এক নিয়ম হইত। তবে প্লেগরূপিনী মায়া আসিয়া কিছু ধর্ম্ম ভাব দেখা দিয়াছে, কত দূর স্থায়ী হইবে বলিতে পারিনা।

হর ওরফে হরি এক এইটী জ্ঞান করিয়া, এবং যুগে যুগে অবতার হওয়া ছাড়িয়া দিয়া যদি এক হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে ডিপি ডাপাকে গড় না করা, এবং বার, তিথি, ব্রত ও বর্ণ ভেদ লোপ করা, ও যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র আলোচনা রহিত করা যদি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। হরিনাম সত্য এইটী বিশ্বাস করা, হরি ব্যতীত ধর্ম্ম নাই বলিয়া শৈব নাম ধারণ করা যদি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। হর ওরফে হরি মানব রূপে জগতে একবার আবির্ভাব হইয়াছিলেন ও তিরোভাব হইয়াছেন, এইটী বিশ্বাস করিয়া পুনরায় অবতার প্রস্তুত যদি না করা হয়, ও চাল কলা দিয়া মূর্ত্তি পূজা না করা হয়, কিন্তু গুণ পূজা অর্থাৎ গুণ কীর্ত্তন করা যদি হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা।

কলিকাতা অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত আছে, প্রত্যেক ভাগে এক একটী করিয়া সাধারণ হরি মন্দির স্থাপন করা বিধেয়। প্রত্যেকটীতে এক একটী আচার্য্য নিযুক্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক, অনাহারী না হয়, উপযুক্ত বেতন দেওয়া বিধেয়। প্রত্যেক অংশ বাসার যিনি যাহা কিছু দান করিতে আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, ধর্ম্ম মন্দিরে দিবেন। অষ্টাদশটী সভাসদ হওয়া আবশ্যক, প্রত্যেক বিভাগের এক একটী জানিবে। যিনি প্রধান আচার্য্য হইবেন তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে সভাসদ নির্ব্বাচন হইবে। অষ্টাদশ মন্দির করিতে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় সম্ভাবনা, আর পাঁচলক্ষ টাকার পুঁজী আবশ্যক, সর্ব্ব সমেত দশলক্ষ টাকা প্রয়োজন। কলিকাতায় চল্লিশ হাজার পাকা ও চল্লিশ হাজার কাঁচা বাটী আছে এবং প্রায় সাতলক্ষ লোকও আছে, অর্দ্ধেক বাদ দেওয়া আবশ্যক, প্রত্যেক বাটীতে পঁচিশ টাকা করিয়া দিলে দশলক্ষ টাকা সহজে উঠিতে পারে, গড় পড়তা প্রত্যেক মনুষ্য প্রতি তিন টাকা যথেস্ট হয়। দিগ্বিজয়ি! হরিনাম কর, হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। নিরাকার ছাড়, আকার ধর, হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। টিপি চাপা ছাড়, বর্ণ ভেদ ছাড়, পুরুষাকার কর, আর হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। এক ধর্ম্ম, এক পোষাক, এক খাদ্য, এক রং কর, আর হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। তর্ক ছাড়, ভক্তি কর, আর হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। সূক্ষ্ম ছাড়, স্থূল ধর, হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

ক্রেতা। প্রকৃত সংসার কর, শ্মশান ছাড়, আর হরি হরি বল।

দিগ্বিজয়ী। হরি হরি বল।

---

চরাচরতে মিত্র রশ্মি হইল ব্যাপ্ত।
সংসার-রহস্যটীও হইল সমাপ্ত॥

---